Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃহদারণ্যক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগোপাল কুমার মজুমদার

বেনারস

২২/০০।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিভাজন—

শ্রীমদাচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের

বক্তৃতা ও উপদেশ

প্রকাশক

শ্রীকালিদাস বিশ্বাস

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ গ্রন্থালয়

১৪ বি, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ

শ্যামবাজার, কলিকাতা-৪

১৩৬৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূল্য (কাগজে বাঁধাই)—১'৭৫ নঃ পঃ
„ (বোর্ড বাঁধাই)—২'২৫ „

প্রিণ্টার—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
এম, আই, প্রেস
৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পিতৃদেবের কতিপয় বক্তৃতা ও উপদেশ মুদ্রিত হইল। এই সমুদয় বক্তৃতা ও উপদেশ নানা জনে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কাহারও কাহারও লেখায় বক্তার ভাব ও ভাষা অবিকল রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; সকলেই যে বিবৃত বিষয়ের সমুদয় অংশ এবং সকল স্থলে বক্তার ভাষা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এমন বলা যায় না। তথাপি অনেকের নিকটেই বিষয়গুলি উপাদেয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে; তাঁহাদের আগ্রহেই সাধারণের সমক্ষে ইহা প্রকাশিত হইল।

নিবেদক—
শ্রীযোগজীবন গোস্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীমদাচার্য্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর "বক্তৃতা ও উপদেশ" পুস্তকখানি দীর্ঘকাল অপ্রকাশিত ছিল। অথচ এই পুস্তকপাঠে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের ভক্তগণেরই আগ্রহ আছে দেখিয়া কিছুকাল পূর্ব্বে আমরা উহার পুনর্মুদ্রণ করতঃ প্রকাশ করিয়াছিলাম। আশাতীতভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই উহা নিঃশেষিত হওয়ায় আমরা পুনরায় উহা প্রকাশ করিলাম। পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও পূজনীয় যোগজীবন গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের ভাষা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে।

গোস্বামী প্রভুর এই বক্তৃতা ও উপদেশগুলি নানাজনে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই সমুদয় সংগৃহীত বক্তৃতা ও উপদেশ তিনি শুনিয়া অনুমোদন করিলে তাঁহারই অভিপ্রায় মতে পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক গোস্বামী প্রভু নিজে তাঁহার আসনের পার্শ্বে নিত্যপূজিত গ্রন্থ সকলের মধ্যে রাখিয়াছিলেন এবং ঐ সকল গ্রন্থের সহিত ইহাও তাঁহার নিকট নিত্যপাঠ্য হইত। এ জন্য পুরীধামস্থিত তাঁহার সমাধি-মন্দিরে অদ্যাপিও প্রত্যহই ইহা পঠিত হইয়া থাকে এবং তাঁহার ভক্তগণও ইহা নিত্য পাঠ করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মের এই আপদকালে শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর এই উপদেশ বাণী মানব-সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে—এই বিশ্বাস হৃদয়ে লইয়াই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইতি—

ভক্ত ও সাধুসজ্জনের আশীর্ব্বাদ প্রার্থী

শ্রীকালিদাস বিশ্বাস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচার্য্যবর শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিভাজন

শ্রীমদাচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের

বক্তৃতা ও উপদেশ

—ঃ-*-ঃ—

ঢাকা—পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ,—১২৯২ সন।

উপদেশ।

তুলসীদাসের রামায়ণে লিখিত আছে, যখন রাবণ অত্যন্ত অত্যাচার ও উৎপাত আরম্ভ করিলেন, তখন পৃথিবী সেই অত্যাচার সহ্য করিতে অক্ষম হইলেন। আমরা এখন যেমন উল্কাপাত, মহামারী প্রভৃতি দেখিতেছি, তখনও এইরূপ সমস্ত উপদ্রব দেখিয়া লোকের বড়ই ভয় হইয়াছিল। কথিত আছে যে, পৃথিবী গোরূপ ধারণ করিয়া দেবতাদিগের নিকটে গমন করিলেন এবং আপনার অবস্থা জানাইয়া তাঁহাদের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। তখন দেবতারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলেন যে, সকলে একত্র হইয়া মহাবিষ্ণুর নিকট যাইবেন; তিনি ভিন্ন এ সঙ্কটে পরিত্রাণের আর কেহই নাই। তাঁহারা এই সুস্থির করিয়া, কোথায় গেলে মহাবিষ্ণুর সাক্ষাৎ পাইবেন, সেই বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। কোথায় তিনি থাকেন? কেহ বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"গোলোকে চলুন, সেখানে গোলকবিহারীর সাক্ষাৎ পাইব"; কেহ বলিলেন, "পাতালে বলির দ্বারে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে;" কেহ বলিলেন, "মথুরায় গেলে তাঁহার দেখা পাইব।" এইরূপে দেবতারা এক এক জনে এক এক মত প্রকাশ করিয়া, প্রকৃতপক্ষে কোথায় গেলে যে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে, এই বিষয়ে সকলেই চিন্তিত হইলেন। এমন সময়ে শিব বলিলেন, "দেবগণ! তোমাদের এ মোহ কেন উপস্থিত হইল? তোমরা এত ভ্রান্ত হইলে কেন?" তখন দেবগণ শিবকে বলিলেন, "আপনি মহাযোগী, আপনিই কৃপা করিয়া বলুন, আমরা কোথায় গেলে সেই মহাবিষ্ণুর সাক্ষাৎ পাইব।" শিব বলিলেন, "আমরা যাঁহার উপাসনার জন্য যাইতেছি তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে থাকেন; যে তাঁহাকে অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারে, সেই তাঁহাকে সর্ব্বত্র দেখিতে পায়। অন্তরে উপলব্ধি না করিলে, তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া কোথাও পাওয়া যায় না।"

এই যে আখ্যায়িকাটি শুনিলাম, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন চারিদিকে উল্কাপাত, মহামারী প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যখন এই সংসারে রোগ, শোক, জ্বালা যন্ত্রণা আদি নানা প্রকার দুঃখ কষ্ট উপস্থিত হয়, তখন ভ্রম হয়, নানা প্রকার মোহ উপস্থিত হয়; তখন মনুষ্যগণ সুস্থিরভাবে কাজ করিতে পারে না; কেন না যতদিন আরাধ্য বিষয়ে দৃঢ়তা না জন্মে, ততদিন সকল সময়ে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারে না; একটুকু ভয়ে, একটুকু বিপদে পড়িলেই দিশাহারা হয়, আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনার দেবতাকে অন্বেষণ করিয়া পায় না। শিব যে দেবতাকে আরাধনা করিতেন, তাঁহাতে তিনি এতদূর দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন যে, কোন প্রকার বিপদেই তাঁহার সেই বিশ্বাস বিন্দুমাত্র বিচলিত হইত না; ইহারই নাম বিশ্বাসের দৃঢ়তা। আমাদের অন্তঃকরণকে পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, যিনি আমার আরাধ্যদেব, যিনি আমার অবলম্বন, তিনি সর্ব্বত্র আছেন, ইহা কি আমি গ্রন্থে অথবা উপদেশে শুনিয়া বিশ্বাস করি, না—ইহা আমি প্রকৃতই প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করিতেছি? উল্কা আদি বিপদচিহ্ন দেখিয়া লোকের মন যে ভীত হয় সন্দেহ নাই, চারিদিকে যখন বিপদ উপস্থিত হয় তখন ধর্ম্মকে ঠিক্ রাখা সুকঠিন; কিন্তু আমি যাহাকে প্রকৃত নিষ্ঠা বলি, তাহাকে ঠিক্ রাখা যাইতে পারে। দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণের কথা একবার মনে করুন—দ্রৌপদীর কিরূপ বিপন্ন অবস্থা! কোথায় বল ভরসা? মহাবল পাণ্ডবেরা মুখ তুলিলেন না; তাঁহাদিগের এতদূর নিষ্ঠা ভক্তি যে, সহধর্ম্মিণীকে সভা মধ্যে এই প্রকার অপমান করিতেছে, ইচ্ছা করিলে, তখনই দুষ্টদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতে পারিতেন, কিন্তু সমস্ত শক্তি সত্ত্বেও ধর্ম্মনিষ্ঠা রক্ষা করিবার জন্য এত অপমান সহ্য করিলেন; ইহারই নাম ধর্ম্মনিষ্ঠা!! নিরাশ্রয়া অবলা ভীষ্মের মুখের দিকে চাহিলেন, ভীষ্ম বলিলেন "মা! আমি ধর্ম্মের গতি বুঝিতে পারিলাম না!!" দ্রোণও, ঐ একইরূপ উত্তর করিলেন। তখন দ্রৌপদীর অহঙ্কার চূর্ণ হইল। তিনি রাজসূয় যজ্ঞে মহারাণী হইয়া মনে করিয়াছিলেন যে, মানব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্মে নারীকুলে আমার সমান কে আছে? এই যে অভিমান জন্মিয়াছিল, সেই অভিমান চূর্ণ হইল। এখন দেখিলেন তিনি সহায়শূন্যা, নিতান্ত নিরাশ্রয়া; অমনি তাঁহার প্রাণের মধ্য হইতে রব উঠিল "দীননাথ, দীনবন্ধু! তুমি কোথায়?" অমনি তাঁহার মস্তকের উপর "মাভৈঃ! মাভৈঃ!" রব হইল, লজ্জা নিবারণ পরে লজ্জা রক্ষা করিলেন। যদি এইরূপ বিশ্বাস থাকে—নিষ্ঠা থাকে, তবেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। আমার দেবতা কোথায়? সমাজে, কি মাঠে, কি ঘাটে, না প্রাণের মধ্যে? প্রাণের মধ্যে ডাকিলে যে তাঁহাকে পাওয়া যায়, সে বিশ্বাস কি আছে? যদি এ বিশ্বাস স্থির না থাকে, তবে সে নিষ্ঠাভক্তি কি? যখন বিবেক বিচ্ছিন্ন হয়, জ্ঞানও বিকল হয়, তখন যদি তাঁকে ডাকিতে পারি, তবেইতো প্রকৃত বিশ্বাস।

যিনি ধনী ছিলেন, তিনি যদি হঠাৎ দুরবস্থায় পড়েন, তবে কোন্ ভাই ভগ্নী, রাজা প্রজা, কীট পতঙ্গ, কে তাঁহাকে সাহায্য করে? কেহই না; কেবল আপনার দুঃখে আপনি মরে, কেহই সাহায্য করে না; কেবল একজনই আছেন—সেই দীনবন্ধু দীননাথই, সে সময়ে একমাত্র দুঃখীর সাহায্য কর্ত্তা। এ সংসারে কেহ বা রাজদ্বারে কেহ বা লোক সমাজে লাঞ্ছিত হইতেছে, কে তাঁহাকে রক্ষা করে? কেহ নাই। যখন ভাল সময় থাকে, তখন অনেকে সাহায্য করে; অসময়ে কেহই নয়; ধনী মনে করেন, নিকটে গেলে পাছে বা টাকা চায়; যাহারা চিরদিন বাধ্য ছিল, তাহারাও নিকটে যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি বড় ধার্ম্মিক বলিয়া সকলের পূজ্য, আজ যদি তাঁহার পদস্খলন হয়, কেহ তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিবে না; আরও কত লাঞ্ছনা করিবে। ধর্ম্মে, অর্থে, রাজশক্তিতে, সময়েতে সাহায্য করে, অসময়ে পারে না। সমস্ত শাস্ত্রে বলিয়া গিয়াছে যে, যাহারা পৃথিবীর শক্তির উপর নির্ভর করে, তাহারা অন্ধ। কেবল একমাত্র সহায় দীননাথ কাঙ্গালশরণ, তিনিই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। তাই বলি তাঁকে যদি বিপদে, সম্পদে, ডাকিতে না পারি, তবেই আমরা দুঃখী। যদি প্রাণের মধ্যে সর্ব্বদা দেখিয়া বলিতে পারি "এই তো মা—আমার মা; দেখহে জগৎবাসী! আমার প্রাণের মধ্যে মা—আনন্দময়ী বিরাজ করিতেছেন!" তবেই তো সুখী হইব; নইলে, যদি কথায় বলিয়া প্রাণে না পাই, তবে আমার মত দুঃখী কে? —নিরাশ্রয় কে? এইজন্য ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিব, মা প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন কি না? পুস্তকে কি উপদেশে শুনিয়া নয়। আমি নীচ, অধম, সামান্য, তবু আমার প্রভু পরমেশ্বর, একথা ভাবিলে আনন্দের আর সীমা থাকে না। আমি কেমন ক'রে "না" বলবো? খুব দেখেছি, নিশ্চয় করেছি, আমার প্রভু পরমেশ্বর। সত্য সত্য বলি, আমি যেমন "আমার" ব'লে তাঁকে বলিতে পারি, এমন আর কাহাকেও পারি না। আপনাদের সকলের নিকটে আমি ভিক্ষা করি, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমার প্রভুকে যেন আমি প্রেম ভক্তি করিতে পারি। তাঁহাকে কেমন করিয়া ভক্তি করিব, কিছুই জানিনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুহে দীননাথ দীনবন্ধু! "তুমি সত্য" আমি আর কিছুই জানি না, তুমিই সত্য, তুমিই সত্য, তুমিই সত্য!

ঢাকা—পূর্ব্ববাঙ্গালা—ব্রহ্মমন্দির।
শনিবার, ২১শে অগ্রহায়ণ,—১২৯২ সন।

উৎসবে উপদেশ।

রাম বনবাসে গেলেন; ভরত নন্দীগ্রাম হইতে অযোধ্যায় আগমন করিলেন। আসিয়া শ্রবণ করিলেন, রাম বনে গমন করিয়াছেন, পিতার মৃত্যু হইয়াছে। ভরত শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কৈকেয়ী মনে করিয়াছিলেন, ভরত আপনার রাজ্যপ্রাপ্তি শ্রবণে, অতিশয় সন্তোষ লাভ করিবেন; কিন্তু তাহা হইল না, ভরত অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন এবং কৌশলার নিকট সকল সংবাদ শ্রবণ করিয়া, আপনার মনের ভাব তাঁহাকে জানাইলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি অমাত্যবর্গ, তাঁহাকে রাজ্য গ্রহণে অনুরোধ করিলেন; ভরত কোন মতেই তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি কৌশল্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গ সঙ্গে লইয়া শ্রীরাম দর্শন অভিলাষে চিত্রকূট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীরামের বন্ধু গুহকচণ্ডাল শুনিতে পাইলেন, চতুরঙ্গ সৈন্য সঙ্গে ভরত আসিতেছেন; গুহকের মনে সন্দেহের উদয় হইল; তিনি আপনার নিষাদসৈন্য সমস্তকে একত্র ও সজ্জিত করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহ ও উপদেশ দিয়া বলিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—"ঐ দেখ, ভরত, আমার বন্ধু রামচন্দ্রকে বিনষ্ট করিবার জন্য যাইতেছে; অতএব তোমরা সকলে, উহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আমার বন্ধুকে রক্ষা কর।" এইরূপে গুহক যুদ্ধ সজ্জা করিয়া চলিয়াছেন, এমন সময়ে এক বৃদ্ধ বলিলেন, "হে গুহক! তুমি অবিবেচকের ন্যায় কার্য্য করিতেছ কেন? ভরত কি উদ্দেশ্যে গমন করিতেছেন, অগ্রে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ; তুমি যাঁহার সখা, ভরত তাঁহারই ভ্রাতা; অতএব তাঁহার সহিত অনর্থক যুদ্ধ করা কোন রূপেই উচিত নহে।" এই বৃদ্ধের কথা ভাল বিবেচনা করিয়া, গুহক ভরতের নিকটে গমন করিলেন। বশিষ্ঠ ভরতকে বলিলেন, ঐ শ্রীরাম-সখা গুহক আসিতেছেন; অমনি ভরত, দূরে থাকিতেই রথ হইতে অবতরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া গুহককে অভিবাদন করিলেন এবং রামকে যেরূপ ভাবে দেখেন, সেইরূপ প্রেমভাবে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। ভরত অত্যন্ত রোদন করিলেন এবং "আমার প্রভুর এত কষ্ট" এই বলিয়া কত আক্ষেপ করিতে লাগিলেন; গুহককে বলিলেন, "আপনার এখানে কোথায় রাম ছিলেন, কোথায় তিনি বসিতেন, কোন্ পথ দিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন, সে সমস্ত আমাকে বলিয়া দিন্।" ভরত যে যে স্থলে রামের পদ-চিহ্ন দর্শন করিলেন, সেই সেই স্থলে প্রণাম করিলেন এবং রামের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন গুহক বুঝিতে পারিলেন, ভরত সদ্ভাবেই রাম অন্বেষণে যাইতেছেন। ভরত গঙ্গাপার হইয়া পদব্রজে চলিলেন; সকলে যানারোহণে গমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি বলিলেন,—"আমার প্রভু—যিনি রাজ্যেশ্বর রাজা, তিনি পদব্রজে গমন করিয়াছেন, আমি কি যানারোহণে যাইতে পারি ?" গুহক দেখিলেন, সমস্তই অতি সদ্ভাবের লক্ষণ। ক্রমে সৈন্যসকল পার হইল, ভরত পদব্রজে চলিলেন।

তুলসীদাস একথায় অতি চমৎকার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন —মনুষ্য যে পর্য্যন্ত সংসারে প্রবেশ না করে, সে পর্য্যন্ত অতি পবিত্র থাকে। যিনি কখনও কোন কুকার্য্য করেন নাই, কখনও কুসঙ্গে চলেন নাই, ধর্ম্মকেই যিনি এত কাল শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া আসিতেছেন; ক্রমে তিনি সংসারে প্রবেশ করিলে তাঁহার কুমতি আসিয়া বাধা দিয়া বলিল, "আমি তোমার ধর্ম্মকে রাজা করিতে দিব না, আমার সংসারকেই রাজা করিতে হইবে।" তখন সেই কুমতি-বশীভূত জীব, সংসারকেই রাজা করিয়া ধর্ম্মকে দূর করিয়া দেয়; কিন্তু যিনি প্রকৃত ধর্ম্মার্থী, তিনি এই অবস্থায় কুমতির কথা অগ্রাহ্য করিয়া বলেন,— "আমি স্বয়ং কখনও রাজা হইব না, আমার প্রভুকেই রাজা করিতে হইবে, তাঁহার পরিবর্ত্তে আমি সংসারকে কখনই রাজত্ব প্রদান করিব না।" এইরূপে সেই জীব, যখন ধর্ম্মান্বেষণে বাহির হন, তখন রাস্তায় যে সাধুভক্ত দেখিতে পান, তিনি যদি চণ্ডালও হন, তথাপি অতি পূজনীয়, সুতরাং রথ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন। "সংসারের লোক, ধর্ম্মকে নষ্ট করিতে যাইতেছে,—সংসারের বিড়ম্বনা দেখিয়া— জাঁক জমক দেখিয়া, বোধ হয় ধর্ম্মকে তাড়াইতে যাইতেছে,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিবার জন্য উদ্যোগ করিয়া আসিতেছে ;” এই ভাব মনে করিয়া তখন সেই সাধুভক্ত চিন্তিত হন এবং যাহাতে ঐ সংসারী ধর্ম্মকে নষ্ট করিতে না পারে, সেই জন্য সজ্জিত হন। কিন্তু সংসারীর মধ্যেও ধার্ম্মিক আছেন ; সেই ধার্ম্মিক যদি রাজাও হন এবং দাসদাসী, অশ্বরথে পরিপূর্ণও হন, তথাপি ধর্ম্মের অন্বেষণে চণ্ডালের নিকট যাইতে হইলে, রথ হইতে নামিয়া “কোথায় আমার প্রভু,” “কোথায় তিনি থাকেন,” “কোথায় তিনি ছিলেন ?”—এই বলিয়া ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে থাকেন। তখন সেই সাধুর বিশ্বাস হয়, সংসারীর মধ্যেও ধার্ম্মিক আছেন এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দাস, তিনি রাজাই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, ভদ্র বা চণ্ডালই হউন, সাধু বলিয়া সকলেরই আদরণীয়। ভগবানের প্রতি যাঁহার ভালবাসা, তিনিই কেবল শ্রেষ্ঠ ; তাঁহাকে যদি কেহ বলে, “তুমি রাজা হও,” তিনি বলেন, “আমি প্রভুকে ছাড়িয়া কখনই রাজা হইব না ; আমি ভিক্ষা করিয়া খাইব, তথাপি আমার সংসারে আমি তাঁহাকেই রাজা করিব, আমি এ সংসারে তাঁহার দাস হইয়া থাকিব।” এইরূপ যিনি ভক্ত, তিনি প্রভুকে ছাড়িয়া রাজা বা ধনী হইতে চান না, তাঁহার পূজায় তাঁহার সেবাই সুখ—তাঁহার আনন্দেই প্রকৃত আনন্দ অনুভব করেন।

সংসারে থাকিয়া যে ধর্ম্ম করা যায়, তুলসীদাস রামায়ণেতে তাহাই দেখাইয়াছেন। ভরত-রূপ ভক্ত, প্রভুর জন্য সকল ত্যাগ করিলেন—সূর্য্যবংশে দশরথের পুত্র—অতুল সম্পদের অধিপতি হইয়াও সমস্ত ত্যাগ করিলেন। সেই ব্যক্তিই এসব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্যাগ করিতে পারেন—যিনি চিনিয়াছেন—জানিয়াছেন—আপনার প্রভুকে বুঝিয়াছেন ; তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া কিছুই উপভোগ করিতে পারেন না। তাঁহাকে যদি কেহ বলে "তুমি ধনী হও—বড় হও—রাজা হও," তিনি বলিবেন, "না, আমি কিছুই হইব না ; আমার প্রভু রাজা, তিনি আমার সিংহাসনে বসিলেই আমার প্রকৃত শোভা ও সুখ, নতুবা আমার সুখ কি ?" তুলসীদাস এই দৃশ্য ভরতকে দিয়া দেখাইয়াছেন। যতদিন রামকে ফিরিয়ে আনিতে না পারিলেন—সিংহাসনে বসাইতে না পারিলেন, ততদিন কি করিলেন ? না,—প্রভুর ন্যায় বেশভূষা, আহারবিহার করিতে লাগিলেন অর্থাৎ প্রভুর প্রতীক্ষায়, তাঁহার অনুকরণে চরিত্র গঠন করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বরকে লাভ করিতে হইলে, নিজের চরিত্রকে তাঁহার অনুরূপ গঠন করিতে হয়। ভরতের মনে হইল "প্রভু বিনা আমার সুখ কি ? আমার সংসারে প্রভুর আদর নাই, আমার সুখ কি ? আমার আহার কি ? আমার প্রভুকে তোমরা তাড়াইয়াছ, তবে আমাকেও সেই দিকে তাড়াইয়া দাও।" বাস্তবিক যদি ভক্ত দেখেন যে তাঁর ঘরে প্রভুর আদর নাই, তবে আর তাঁহার কোন বিষয়েই সুখ থাকে না। তিনি বলেন "কেন তোমরা তাঁহাকে দূর করিয়াছ, তিনি বিনে আমার সুখ কি ?" তাঁহার আর আনন্দ থাকে না, সুখ থাকে না। যত দিন সেই প্রাণের প্রভুকে না পাওয়া যায়, ততদিনই তাঁহার বৈরাগ্য। এইরূপ আমার প্রভুকে যদি আমি সংসারের রাজা না করিলাম, তবে আমার সুখ কি ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমেশ্বর কি কেবল বনে? যিনি অস্থিতে অস্থিতে, সমস্ত শরীরে বাস করিতেছেন, আমি কোন্ প্রাণে বলিব, তিনি বনে। দেখিতে হইবে, আমার সংসারে তাঁহাকে রাজা করিয়াছি কি না?—দেখিতে হইবে, যিনি আমার প্রভু, তাঁহার সঙ্গে আমি কিরূপ ব্যবহার করি? "প্রভু, আমার রাজ্যে রাজা নহে," অথচ যদি আমার সুখে নিদ্রা আসিল, তবে কেমনে বলিব তাঁকে ভালবাসি? যদি ভরতের মত হইতে পারি, তবেই তাঁহাকে ভালবাসি। আমি কি একথা বলিতে পারি? আমার প্রভুর—চরাচরের দেবতার অপমান হইতেছে, একি সহ্য করিতে পারি? মাতাপিতা গুরুজনার নিন্দায় প্রাণ দগ্ধ হয়, কিন্তু আমার প্রভু পরমেশ্বর, তাঁহাকে যদি কেহ অপমান করে—রাজত্ব না দেয়—তাড়াইয়া দেয়, তাহাতে যদি আমার দুঃখ না হয়, তবে কিসের তাঁহাকে ভালবাসি?

সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম হয়, চিরকাল হইয়াছে—এখনও হইতেছে। এই শরীরই সংসার; এই সংসারে যদি তাঁহাকে রাজা করিতে পারি, তবেই তো সুখ। আমি কি বলিব? সংসারে যদি তাঁর সম্মান না দেখি, তবে সুখসৌন্দর্য্য কোথায়? অযোধ্যা যেমন রাম বিহনে শ্মশান হইয়াছিল, সংসারও তাঁহার বিহনে তাহাই হয়; নতুবা প্রভুর গৌরব কি? "প্রভুকে ফেলিয়া সিংহাসনে বসিলাম—আমার স্বার্থ—আমার সুখ রক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ হইল;—এইটুকু অপমান কি দুঃখ, ধর্ম্মের জন্য সহ্য করিতে পারি না," ইহা পৃথিবীর রাজত্ব, তাঁর রাজত্ব নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেখানে তাঁহার রাজত্ব, সেখানে স্বার্থত্যাগ। যেখানে কেবল আমার সুখ রক্ষার জন্য প্রভুকে ত্যাগ করিতে হয়, দেখিতে হয় সেখানে আমি কি করি?—সংসার কি?—পরমেশ্বরে যে বহির্মুখতা—তাহাই সংসার; টাকা কড়ি, স্ত্রীপুত্র, সংসার নয়—পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া স্বার্থের পূজা—তাঁহার অনাদর, এই সংসার। এই সংসার আমিই সৃষ্টি করি। যদি আমার মনে প্রকৃত ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে অতিক্রম করিতে পারে, কাহার সাধ্য? যদি অতি নীচ, হীন, নরাধম, চণ্ডালও হই, তবু পৃথিবীর রাজাও আমাকে বাধা দিতে পারে না। "প্রভো! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তবেই সংসারে ধর্ম্ম হইবে। তুমি রাজা—তুমি প্রভু, তুমি আমার হৃদয়-সিংহাসনে বসো"। যে ব্যক্তি এইরূপে প্রভুকে রাজত্ব দেয়, তাঁহার সঙ্গে কেহই পারে না,—কেহ চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করিতে সক্ষম হয় না, সমস্ত পার্থিব শক্তি একত্র হইয়াও তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারে না; সংসারের শক্তি—ছায়াবাজী, সমস্তই স্বপ্নের ন্যায়; স্বপ্নে যেমন ব্যাঘ্রাদি দর্শন হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহাদের কোন শক্তি নাই, সংসারের শক্তিও সেইরূপ, রজ্জুকে সর্পজ্ঞান—সকলই ধোকার টাটি। একবার যদি বোধ হয়, এসব কিছুই নয়—কেবল একবার যদি প্রকৃত বোধ হয়, তবে সেই চরাচরের রাজারই জয় হয়। এইরূপে একবার যদি হৃদয়ে তাঁহাকে বসাইতে পারি, তবেই সংসারে জয়, তখন সংসারই ধর্ম্ম। সংসারে ধর্ম্ম দেখ্‌লে হৃদয় ও চক্ষু তৃপ্ত হয়। যে সংসারে সমস্ত দিন তাঁহার উপাসনা—পূজা—নামগান হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সংসারই ধন্য! সেই সংসারই সুখের! সে-ই সৌভাগ্য-শালী—যাহার সংসার এইরূপ। এইরূপ সংসার করিতে হইবে—কেবল কথাতে নহে, চিন্তাতে নহে, কল্পনাতে নহে; যদি তাঁহাকে প্রাণের সহিত রাজা করিতে পারি, তবেই সংসার—ধর্ম্মের সংসার। আমার প্রভু পরমেশ্বর আমার সংসারের রাজা, এ দেখ্‌তে পেলেই জীবন সফল। আমাদের সংসার—ধর্ম্মের সংসার হউক, পরিবারে পরিবারে তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হউক। জয় প্রভু!—জয় রাজা!!—জয় রাজা!!! জয় প্রভু! জয় রাজা!! জয় মহারাজা!!! জয় মহারাজা!!! তোমারই জয়, তোমারই জয়!! তুমিই ধন্য! তুমিই ধন্য!! তোমারই শরণাপন্ন হই।

ঢাকা—পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার,—২২শে অগ্রহায়ণ,—১২৯২ সন।

উৎসবে উপদেশ।

পঞ্চবটী বনে, যখন রাম গমন করেন নাই, তাহার অনেক পূর্ব্বে, প্রতিদিন প্রাতঃকালে, ঋষিরা স্নানে যাওয়ার সময় দেখিতেন, কে পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে—আবর্জ্জনা ও কণ্টক দূরে ফেলিয়াছে এবং হোমের জন্য কাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া রাখিয়াছে। এইরূপ প্রতিদিন দেখেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারেন না। একদিন দয়ালু এক ঋষি মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন, বোধ হয় কোন ভক্ত আমাদের সেবা করিবার মানসে গোপনে গোপনে এই সব করিতেছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া পথের পার্শ্বে লুকাইয়া আছেন, এমন সময় দেখিলেন, চণ্ডাল-কন্যা শবরী, মার্জ্জনী হস্তে পথ পরিষ্কার করিয়া, পরে নানা-স্থান হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ কুড়াইয়া আনিয়া রাখিল। তখন ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে! তুমি কে?" শবরী চমকিতা হইল এবং লজ্জায় অধোবদনা হইয়া রহিল। ঋষি বলিলেন, "লজ্জা কেন করিতেছ, তুমি তো কোন অন্যায় কর নাই, তোমার কার্য্য দেখিয়া আমার অনেক উপকার হইল।" শবরী বলিল, "আমি কিছুই জানিনা, আপনারা যখন স্নান করিতে যান, তখন কঙ্করাদি আপনাদের পায়ে বিদ্ধ হয়; আমি চণ্ডালকন্যা, অল্পবয়সে পিতামাতার মৃত্যু হইয়াছে, আপনাদের অন্নে প্রতি-পালিত হইয়া আসিতেছি, আমি আর আপনাদের কি উপকার করিব? আমি চণ্ডালকন্যা,—গোপনে গোপনে পথ পরিষ্কার করি; কেননা পাছে জানিতে পারিলে, যদি আপনারা সে পথে না যান।" ঋষি বলিলেন, "শবরী! তুমি সামান্যা নও, তোমার মধ্যে অতি আশ্চর্য্য ভাব আছে; অতএব আমি তোমাকে এমন এক বস্তু দিব, যাহাতে তোমার আর কোন অভাব থাকিবে না।" শবরী বলিল, "ভগবন্! আমি তো কোন অর্থের প্রত্যাশায় এ কার্য্য করি নাই।" ঋষি বলিলেন, "অর্থ নহে, আমি তোমাকে ভগবানের অমূল্য নাম প্রদান করিব।" ঋষির নিকট নাম পাইয়া শবরী কৃতার্থ হইল। অন্যান্য ঋষিগণ, একথা শুনিয়া ঐ দয়ালু ঋষির উপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রোধান্বিত হইলেন এবং বলিলেন—"এব্যক্তি যখন চণ্ডাল-কন্যাকে সাধন দিয়াছেন, তখন আমরা ইহাকে সমাজচ্যুত করিব—ইহার সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করিব না!" এই সমস্ত গোলযোগ দেখিয়া, ঋষি শবরীকে বলিলেন, "শবরী! আমি এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি, তুমি এস্থানে থাকিয়া তপস্যা কর, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।" এই বলিয়া ঋষি প্রস্থান করিলেন। সেই স্থানের এক প্রান্তে একটি কুটিরে থাকিয়া শবরী তপস্যা করিতে লাগিলেন।

একদিন ঋষিগণ স্নান করিতে নদীতীরে যাইয়া শবরীকে বলিলেন, "পাপীয়সি! তুই এই নদীতে স্নান করিস্?" শবরী বলিল, "আমি না বুঝিয়া অপরাধ করিয়াছি, আর এমন কার্য্য করিব না।" কথিত আছে, শবরীর এইরূপ অবমাননার পর, ঐ নদীর জল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সেই স্থানে শবরী কিছু-দিন ফলমূল আহার করিয়া তপস্যা করেন। গুরু বলিয়াছেন, ইষ্টদেব আসিবেন, সুতরাং ভাল ভাল ফলমূল ইষ্টদেবকে দিবেন বলিয়া, বাছিয়া বাছিয়া রাখিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপ কত কত ফল শুষ্ক হইয়া গেল; যে ফল ভাল লাগে, তাহাই রাখিয়া দেন। ভাল খাদ্য, ভাল সর—সকলই তাঁহার জন্য রাখিতে ইচ্ছা; দিবানিশি সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই আনন্দে মগ্ন থাকেন। এমন সময়ে রাম বনবাসে পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইলেন, রাবণ কর্ত্তৃক সীতা অপহৃতা হইলেন। রাম, সীতার অন্বেষণে পম্পা সরোবরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বৃদ্ধা তপস্বিনী আপনার ইষ্টদেবতার তপস্যায় নিযুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিয়াছেন। বৃদ্ধা তপস্বিনী, রামের আশ্চর্য্য ছটা দেখিয়া দৌড়িয়া গিয়া বলিলেন, "আসুন আসুন! আমি কত ফল রেখেছি, কত মূল রেখেছি; ভাল ভাল কত সর রেখেছি; আপনি এসেছেন?" বলিতে বলিতে আনন্দে কত কথা ভুলিয়া গেলেন; কত শুষ্ক ফল, কত অর্দ্ধভুক্ত ফল আনিয়া দিলেন। তখন রাম বলিতে লাগিলেন, "শবরী! তোমার এ ফল বড়ই মিষ্টি, কৌশল্যা যাহা দিতেন তা অপেক্ষাও মিষ্টি।" সে সময়ে শবরী প্রেমোন্মত্ত হইয়া পাখীদিগকে বলিতে লাগিলেন, "পাখি! এখন তোরা আয়,—এখন তোরা ডাক্।" শবরী কি করিবেন ঠিক্ পান না, সম্মুখে যা দেখেন, তাহাই দিতে চান। রাম ও লক্ষ্মণ শবরীর ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, "দেখ ভাই, এই যে শবরীর প্রেম, এই যথার্থ, স্বাভাবিক।" শবরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভক্তি কেমন, বলিতে পারেন? ভক্তি কেমন করে হয়, আমাকে বলুন; বর নাকি নিতে হয়, তাই প্রার্থনা— আমার ভক্তি হউক, এইবর দিন্।" রাম বলিলেন, "শবরী! তোমার ভক্তি দেব-দুর্ল্লভ!!" শবরী বলিলেন, "তবে আর আমি কিছুই চাই না; আমাকে দগ্ধ কর, তুমি চিরজীবী হও!" তখন শবরী যোগাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইলেন। সমস্ত ঋষিগণ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। রাম নদীর জল রক্তবর্ণ হওয়ার কথা শুনিয়া বলিলেন, "ঋষিগণ! তোমরা জ্ঞান লাভ করিয়াছ বটে, কিন্তু ভক্তি কাহাকে বলে জান না।"

এ সকল কথায় সার আছে—নীচকুলে জন্মিয়াও যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মের জন্য আকাঙ্ক্ষা হয়, সেই আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। ধর্ম্মলাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মিলেই চিত্তের অহঙ্কার বিনষ্ট হয়, সেই নিরহঙ্কার চিত্তেই ভক্তির উদয় হয়; ধন মানাদির অহঙ্কার সত্ত্বে কখনও ভক্তি আসিতে পারে না। বাস্তবিক ধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষায়, বিনীত ভাবে যেখানে যাহা শুনি, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট,—তাহাই কৃপণের ধনের ন্যায় অতি যত্নে রাখিব। যে নাম গ্রহণে জীবন ধন্য হয়, সে নাম যদি ধরিতে পারি, তবে তাঁহার প্রতি ভালবাসা হয়; একবার যদি ভালবাসা হয়, তবে সকলই তাঁর চরণে দিতে চাই। মনে করি, ইন্দ্রিয়-লালসা কিছুতেই যায় না; কিন্তু যখনই সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহার সেবা করি, তখন আর ইন্দ্রিয়গণ অন্যদিকে যাইতে চাহে না। চক্ষু প্রভৃতি যদি একবার তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করে, আর ভুলিতে পারে না। যাহাদিগকে এতদিন রিপু বলিয়া ঘৃণা করিতাম, তাহারা তখন বন্ধু হয়—তাহারা প্রভুর কাছে কত কাহিনী বলিতেছে, শুনিতেছে; তখন দেখি তাহারা সখা, সঙ্গী—প্রভুর কার্য্যে সহায়তা করিতেছে। শবরীর ন্যায়, যদি সকল মণ-প্রাণ দিতে পারি, প্রভু অবশ্যই কৃপা করিবেন। চণ্ডালই হই, নরাধমই হই, আমার প্রভু দয়াময়,—দয়া করিবেন; যদি একবার ভালরূপে ডাকিতে পারি, তবেই তিনি কৃপা করিবেন।

আমরা যখন ভরতের কথা শুন্‌তে পাই, তাহাতে কি দেখি? রামের প্রতীক্ষায় যখন চতুর্দ্দশ বৎসর যায়, তবু রাম ফিরিলেন না; তখন ভরত বলিলেন, "আর তো আমি এ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণ রাখিব না। যাঁহার জন্য এত করিলাম, তিনি আসিলেন না, আমি অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিব।" ভরতের আজ্ঞায় অগ্নিকুণ্ড জ্বলিল—অযোধ্যায় হাহাকার উঠিল। এদিকে রাম হনুমানকে প্রেরণ করিয়াছেন; হনুমান সেই মুহূর্ত্তেই "জয় রাম", "জয় রাম" ধ্বনি করিতে করিতে অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। "জয় রাম", "জয় রাম" শব্দ শ্রবণে, ভরত লোক প্রেরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? আমায় জীবন দেও।" উত্তর পাইলেন, "আমি হনুমান; প্রভু আসিতেছেন।" সকল বিপদ ঘুচিয়া গেল, আর জীবন ত্যাগ করিতে হইল না। এদিকে, সংসারেও যিনি "প্রভুকে লাভ করিবই" এই আশা করেন, তিনি ভরতের মত ইষ্টদেবতার ভাবে, অর্থাৎ ইষ্ট-দেবতার যাহা কিছু স্বরূপ, তাহা আপনার মধ্যে আনিতে চেষ্টা করিয়া, তাঁহার প্রতীক্ষায় জীবন যাপন করিতে থাকেন। এইরূপ, যে দিন দর্শন দেওয়ার কথা, সেই দিন যদি দর্শন না পান, তখন ভক্ত আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না; বলেন "আগুণ আন, আর বিরহ সয় না।" যে ব্যক্তি তাঁহাকে প্রাণ-মন সমর্পণ করেন, তিনি যখন তাঁর বিরহে প্রাণ ত্যাগ করিতে যান, তখন প্রভু ভক্তকে পাঠান—"যাও, খবর দাও, আমিও আসিতেছি।" আবার শবরীর আখ্যায়িকায় কি দেখি? না—শবরীও যেমন নীচ কুলে জন্মিয়া প্রাণের টানে ইষ্টদেবের দর্শন লাভ করিলেন এবং "আমাকে দগ্ধ কর, তুমি চিরজীবী হও" এই কথা বলিলেন, সেইরূপ এই পৃথিবীতেও যিনি নীচ-কুলোদ্ভব, কি পতিত, তিনিও প্রাণের টানে ইষ্টদেবতাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। যিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, তিনি বলেন, "প্রভু! তোমার জয় হউক, আমি ম'রে যাই।" যে ব্যক্তি প্রভুকে পায়, সে আর আপনার অস্তিত্ব রাখিতে চায় না—প্রভুকেই রাখিতে চায়। তাহার কিছুই থাকে না; "কর্ত্তা আমি, জ্ঞানী আমি" সকল যায়; কেবল "দাস আমি" বর্ত্তমান থাকে।

যদি সেই প্রভুর প্রতি ভাইয়ের মত, মায়ের মত, বন্ধুর মত, স্বাভাবিক প্রেম না জন্মে, তবে কি এই অসার সংসারের প্রতি জন্মিবে? এই অসার সংসারে, আত্মীয়, ভাই, বন্ধু লইয়া আজি আনন্দ করিব, কালি মৃত্যু—হাহাকার—ক্রমে বিস্মৃতি! এমন যে প্রিয়-ভ্রাতৃ-কন্যা-পুত্র-মুখ, তাহাও ক্রমে বিস্মৃত হয়—চেষ্টা করিয়া মনে করিতে হয়। আত্মীয়, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, এসকলই বিচ্ছিন্ন হয় কিন্তু এই যে স্বাভাবিক প্রেমের বস্তু, একবার যদি ইহার প্রতি ভালবাসা হয়, আর বিচ্ছেদ হয় না। তিনি নিত্য সত্য। আমার প্রভু—তিনি কল্পনা নন—কথা নন,—তাঁহার আজ্ঞায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে—সূর্য্য, বায়ু, মেঘ, নদী, সমুদ্র, বৃক্ষ, লতা, সমুদয় প্রাণী, আপন আপন কার্য্য করিতেছে। আমার প্রভু সামান্য বস্তু নয় যে কথায় প্রকাশ করিব—তাঁকে সত্যই দেখা যায়,—এমন আর কোন বস্তু নাই। সেইরূপ কেন, তাঁহার সহস্র কণিকার কণিকাও যদি প্রাণে প্রবেশ করে, আর কি সাধ্য আছে—মানুষের শক্তি নাই যে তাঁহাকে ভুলিতে পারে,—এমন শক্তি মানুষের নাই। আমার চক্ষু, কর্ণ, সমস্তই যদি তাঁহাকে না ভালবাসে, সে ধর্ম্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি? আমি কি রিপু দমন করিতে পারি? দুই একদিন পারি, পরে আমাকে চূর্ণ করে; কিন্তু প্রভুর কাজে ইহারা বন্ধু। তিনি ধর্ম্ম—প্রভুই ধর্ম্ম—তাঁতে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়। যতক্ষণ না তাঁতে মন যায়, ততক্ষণ যে ধর্ম্ম, তাহা আজ আছে, কাল নাই; তাতে রক্ষা করিতে পারে না। আপনার ছেলের ব্যারাম হইয়াছে; অন্যের ছেলের বেলায় বসিয়া থাকিতে পারি, আপনার ছেলের বেলায় দৌড়; কেননা সে পরের ছেলে, এ আপনার ছেলে। ও পাড়ায় সর্পাঘাত হইয়াছে, নিশ্চিন্তে বসিয়া আছি, আপনার বেলায় অস্থির। সেইরূপ প্রভুকে যদি কেউ ভালবাসে, তবে কি সে স্থির থাকিতে পারে? যদি বলে ঐ পাড়ায় প্রভু, অমনি দৌড়ে যায়; তার হৃদয় মধ্যে ফল্গুনদী প্রবাহিত। এই ধর্ম্ম যতদিন না লাভ হয়, ততদিন কেবল মত—সঙ্কীর্ণতা—দলাদলি; কিন্তু শেষে, এসব কিছুই থাকে না; সব দল এক ক'রে দেখা যায়—নানা প্রকার ফুল—এক মালায় গাঁথা, প্রভুর গলায়, দেখিতে কেমন সুন্দর! একবার যদি প্রভুকে ভালবাসিতে পারি, তবেই কৃতার্থ। শবরী ও ভরত, যেমন ব্যাকুল হইয়াছিল, একবার যদি কেউ সেরূপ ব্যাকুল হয়, তবে তিনি কি দেখা না দিয়া স্থির থাকেন? তাই বলি, যিনি দয়াময় দীনবন্ধু, তাঁকে যদি ভালবাসিতে না পারি, তবে কি হইল? কবে শবরীর মত সব রেখে দিব? যেমন মায়ের কাছে যাই, সেইরূপ প্রভুর সঙ্গে স্বাভাবিক সম্বন্ধ কবে হবে? মায়ের কোলে উঠি, স্তন্যপান করি, এতে লজ্জা হয় না; আমার প্রভুকে লজ্জা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিব কেন? পর পর ভাবিব কেন? আপনাদের নিকট ভিক্ষা করি, আপনারা স্বাভাবিক ভালবাসা ক'রে দিন্। প্রাণে বড় সাধ—যেরূপ শবরী, ভরত, সেইরূপ হই। আমি নিতান্তই অনুপযুক্ত; আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেমন ক'রে মায়ের কাছে দাঁড়াই সেরূপ যেন পারি। আমার মা—আমার জননী, একথা কবে বলবো? আড়ম্বর চাই না।

হে সত্য দেবতা! হে সত্য দেবতা! সব সত্য হউক। আর কিছুই চাই না; তুমিই ধন্য! তুমিই ধন্য!!

ঢাকা—পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ৬ই পৌষ,—১২৯২ সন।

উপদেশ।

প্রহ্লাদ যখন রাজা হইয়া অসুরের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, তখন অশান্তি দূর হইয়া সমস্ত রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইল। রাজ্য মধ্যে কোথাও যুদ্ধাদি নাই, সব শান্তিপূর্ণ। তখন অসুরেরা দেখিল যে, যুদ্ধাদি না থাকাতে তাহাদের আসুরিক ভাব আর চরিতার্থ হইতেছে না, সুতরাং তাহারা অসন্তুষ্ট হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিবেচনা করিল যে, প্রহ্লাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ থাকাতে সমস্ত রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে; অতএব তাহার প্রাণে তমোভাব সংস্থাপন করিতে না পারিলে, তাহাদের আসুরিক বৃত্তি রক্ষা হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিবে না। এই ভাবিয়া, তাহারা প্রহ্লাদের সমক্ষে দেবতা-দিগের ও পরমেশ্বরের নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল। প্রহ্লাদের নিকটে দেবতা ও পরমেশ্বরের নিন্দা অসহ্য বোধ হওয়াতে তিনি কর্ণে হাত দিয়া উঠিয়া গেলেন। এতদ্ব্যতীত অসুরেরা খাদ্যের সহিত মদ্য, মাংসাদি তমোগুণবিশিষ্ট বস্তুও মিশ্রিত করিয়া প্রহ্লাদকে প্রদান করিতে লাগিলেন; এইরূপে, তাঁহার শরীরে তমোভাব প্রবেশ করিল। এক দিবস প্রহ্লাদ যখন পূজা করিতে বসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনে দেবতাদিগের মন্দ কার্য্যের কথা উপস্থিত হওয়াতে অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেক হয়। তখন তিনি অসুরদিগকে যুদ্ধসজ্জা করিতে আদেশ করিলেন; অমনি চতুর্দ্দিক হস্তীর গর্জ্জন, ঘোটকের চীৎকার, দুন্দুভির ধ্বনিতে কম্পিত হইতে লাগিল। প্রহ্লাদ এইরূপ যুদ্ধসজ্জা করিয়া দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন। যে রাজার রাজ্যে যান, সকলেই ভক্ত প্রহ্লাদের আগমনে অতিশয় হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভক্তোচিত সম্ভাষণ ও উপঢৌকনাদি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন প্রহ্লাদ দেখিলেন যে, আর যুদ্ধাদি চলিতেছে না। তৎপরে তিনি বিষ্ণুর নিকটে গমন করিলেন। প্রহ্লাদ বিষ্ণুর অনুপস্থিতি সুযোগে, তাঁহার সিংহাসনে যাইয়া উপবেশন করিলেন। লক্ষ্মী, প্রহ্লাদকে বিষ্ণুর সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া ভাবিলেন, ইহাতে ভক্ত প্রহ্লাদের অমঙ্গল হইতেছে। তখন তিনি নারদকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তুমি তমোগুণাক্রান্ত প্রহ্লাদের নিকটে সাধু ও ভগবানের গুণ কীর্তন কর; প্রহ্লাদের সত্ত্বগুণ জাগ্রত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হউক, নচেৎ আর মঙ্গল নাই।" নারদ, লক্ষ্মীর কথা অনুসারে, প্রহ্লাদের নিকটে বীণা বাদন করিয়া সাধু ও পরমেশ্বরের গুণানুকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাহা শুনিয়া প্রহ্লাদ, আত্ম-দুর্গতি বুঝিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন। তখন বিষ্ণু প্রহ্লাদকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, বলিলেন—"তুমি আমার সিংহাসনে বসিয়াছ বলিয়াই অধীর হইয়া পড়িয়াছ; কিন্তু তুমি যখন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলে, তোমাকে যখন শিলায় বাঁধিয়া জলে নিক্ষেপ করিয়াছিল, এবং উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল, তখন আমিই তোমাকে ক্রোড়ে করিয়া সেই অগ্নিতে, সেই জলেতে, সেই শৃঙ্গেতে রক্ষা করিয়াছিলাম, তোমার সঙ্গে সঙ্গে সকল ক্লেশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার নিকট আবার তোমার অপরাধ কি?" প্রহ্লাদ কাতর হইয়া বলিলেন, "প্রভু! আপনাকে তাড়াইয়া আপনার সিংহাসন, আমি স্বয়ং অধিকার করিয়াছি—ইহাতেই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

ধর্ম্মজগতেও আমরা এইরূপ দেখিতে পাই। যেমন প্রহ্লাদ, বহুকষ্টে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতেছেন,—সমস্ত গণ্ডগোল শেষ হইয়া শান্তি সংস্থাপিত হইতেছে; ইহা দেখিয়া অসুরগণ নানাপ্রকার চক্রান্ত করিতে আরম্ভ করিল এবং অবশেষে প্রহ্লাদকে ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিল; তিনি আর ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলেন না; সেইরূপ, আমরাও বহু কষ্টে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে পারিলেও তাহা রক্ষা করাই সুকঠিন। যদি কাহারও মধ্যে, একটুকু ধর্ম্মভাব দেখিতে পায়, অমনি চতুর্দ্দিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে অসুরগণ, তাহাকে আক্রমণ করে। অসুরগণ, অন্য কোথাও নয়—আমাদেরই মধ্যে। আমরা সর্ব্বদা সতর্ক থাকিব যেন, কোন প্রকার দূষিত ভাব, আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ না করে। যে স্থলে পরনিন্দা—পরগ্লানি, মন্দ আলাপ হয়, সেই স্থান হইতে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইব। "ঐ ব্যক্তি অধার্ম্মিক, আমি ধার্ম্মিক; সে মন্দ কাজ করে, আমি ভাল কাজ করি" এই বলিয়া অহঙ্কার, গুরুজনের কুৎসা ইত্যাদি দ্বারা হৃদয় কলুষিত হয়; সুতরাং এইগুলি, আমরা যত শীঘ্র পারি, পরিত্যাগ করতে চেষ্টা করিব।

আমরা চাই, কেবল ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম, কেমন বস্তু? যাহা আজ আছে, কাল নাই,—যাহার মধ্যে আনন্দ নাই, তাহা ধর্ম্ম নয়; যাহা ধর্ম্ম, তাহা ঠিক থাকিবে এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে। যখন আমরা এই প্রকার অনুভব করিতে পারিব যে, আমাদের ধর্ম্মভাব ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইতেছে, তখনই আমাদের ধর্ম্ম; আর যখন এই প্রকার না হইবে, তখন ধর্ম্ম নয়। এই ধর্ম্ম রক্ষা হয় কিসে? ভক্ত নারদের সৎসঙ্গ লাভে যেমন প্রহ্লাদের মনের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এবং স্বীয় অপরাধ বুঝিতে পারিয়া কাতর হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমাদিগকেও সৎসঙ্গ অবলম্বন করিতে হইবে। সৎসঙ্গের অনেক গুণ। সৎসঙ্গ কাহাকে বলে? যে স্থানে গেলে ধর্ম্মভাব উদয় হয়, অধর্ম্মভাব বিদূরিত হইয়া যায় এবং যে স্থানে, কোন প্রকার দলাদলি, সম্প্রদায় নাই, সেই সৎসঙ্গ। যে স্থান সৎসঙ্গ, সে স্থান সর্ব্বদা সৎকথা, সদালাপ—সদানন্দে পরিপূর্ণ; কেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাসিতেছেন, কেহবা আনন্দে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন— এই সঙ্গই সৎসঙ্গ। যে স্থানে, এসমস্ত ভাব নাই, সেই সঙ্গ, সৎসঙ্গ নয়। যে ব্যক্তি সৎ, তাঁহার নিকট সকলই সমান; তাঁহার আপন পর বিবেচনায়, আদরের কম বেশী নাই। সংসারের লোক যাহাকে অতি নারকী বলিয়া ঘৃণা করে, সৎব্যক্তি তাহাকেও অতি সমাদর করেন; কারণ, তিনি তাঁহার প্রভুকে, তাহার মধ্যে দেখিতে পাইয়া সন্তোষ প্রাপ্ত হন্। তাঁহার নিকট কোন প্রকার দলাদলির ভাব আসিতে পারে না।

উপাসনা, সৎসঙ্গ, সৎগ্রন্থ পাঠ এবং অভিমান ত্যাগ করিয়া, নিজেকে অতি নীচ বলিয়া মনে করা, ইত্যাদি দ্বারা ধর্ম্মভাব সকল রক্ষা পায়। অহঙ্কার করিলে, দর্পহারী ভগবান, দর্প চূর্ণ করেন। একটুকুমাত্র অহঙ্কার, অভিমান করিলে, সকল ধর্ম্মভাব তিরোহিত হইয়া যায়। ধর্ম্মজগতে, যে যত নীচ ও বিনয়ী, তাহার তত বেশী অধিকার।

ঢাকা—পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ১৩ই পৌষ,—১২৯২ সন।

উপদেশ।

কাশীরাম দাস, যে মহাভারত লিখিয়াছেন, তাহাতে একটি আখ্যায়িকা আছে যে, রাজা যুধিষ্ঠিরাদি, যখন দ্রৌপদীর সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন, তখন এক দিবস দ্রৌপদী দেখিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে, একটি আম্রবৃক্ষে একটি ফল ধরিয়াছে। অকালে বৃক্ষে সুপক্ক ফল দেখিয়া, সকলে কিঞ্চিৎ বিস্ময়ান্বিত হইলেন। দ্রৌপদীর প্রার্থনামতে অর্জ্জুন ফলটিকে বৃক্ষ হইতে ছিঁড়িলেন। এমন সময়, হঠাৎ কৃষ্ণ তথায় আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এই আম্রটি পাড়িয়াছে?" অর্জ্জুন বলিলেন, "আমিই পাড়িয়াছি।" কৃষ্ণ বলিলেন, "বড়ই অন্যায় করিয়াছ। এই স্থানে এক মুনি বাস করেন; সমস্ত দিনে একটি ফল জন্মে, মুনি দিনান্তে তপস্যা হইতে আগমন করিয়া সেই ফল ভক্ষণ করেন; কিন্তু যদি ঐ ফলটিকে না পান, তবে যে ঐ ফলটিকে নষ্ট করে, তাহাকে অভিশাপ দিয়া ভস্মীভূত করেন।" তখন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের নিকট বলিলেন, "এখন উপায় কি?" কৃষ্ণ বলিলেন, "তোমাদের সকলের মনের সত্যভাব প্রকাশ কর, তবেই ফল পুনর্ব্বার বৃক্ষে সংযুক্ত হইবে।" যুধিষ্ঠির, প্রকৃত মনের ভাব প্রকাশ করাতে, ফল কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠিল; নকুল, সহদেব, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি যথার্থ মনের ভাব প্রকাশ করাতে, আরও কতকদূর উর্দ্ধে উঠিল; কিন্তু দ্রৌপদী প্রকৃত মনের ভাব প্রকাশ না করাতে, ফল পুনর্ব্বার অধঃপতিত হইল। ইহা দর্শন করিয়া, অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। এই প্রকার ক্রোধ প্রকাশ করাতে, দ্রৌপদী তাঁহার প্রকৃত মনের ভাব প্রকাশ করিলেন; অমনি ফল পুনর্ব্বার বৃক্ষে লাগিল।

এই আখ্যায়িকাতে আমরা দেখিতে পাই যে, সত্যের জয় সকল সময়ই ছিল। এই কথাকে যদি আমরা একটি রূপক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া মনে করি, তবে দেখিতে পাই, যেন সংসাররূপ বৃক্ষে ধর্ম্মরূপ একটি ফল ধরিয়াছে। যদি আমরা ঐ ফলটিকে ছিঁড়িয়া ফেলি, তবে দেশে ধর্ম্ম রক্ষা হয় না ; ধর্ম্ম না থাকিলে দেশ রক্ষা পায় না। যখন আমরা কোন দেশের ইতিহাস পাঠ করি, তখন দেখিতে পাই যে, তাহার মূলে সত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে ; যে বস্তুর মূলে সত্য নাই, তাহার মূল্য নাই। আমরা যদি আমাদের দেশে ধর্ম্মরক্ষা করিতে চাই, তবে যাঁহার মনে যে সত্যের প্রকাশ হয়, তাহা ব্যক্ত করুন ; তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্মরক্ষা পাইবে। সেই সত্য কোথায়! আমরা যদি সত্য ভাব প্রকাশ না করি, তবে দ্রৌপদী যেমন সত্যভাব গোপন করাতে ফল মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছিল, সেইরূপ আমাদেরও হইবে। সেই সত্য কেবল মুখে বলিলে চলিবে না, বাস্তবিক হৃদয়ের সহিত বলিতে হইবে। এই সত্য দ্বারা সেই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরকে জানা যায়। অতএব যেই সত্য, সেই পরমেশ্বরকে জানিবার উপায়, তাহা আমাদের শিক্ষা করা আবশ্যক। পুরাকালে ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে যাহা শিক্ষা দিত, তাহাতে পরমেশ্বরকে জানিবার সাহায্য হইত। ঋষিগণ, বিদ্যাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—আগমজ বিদ্যা এবং বিবেকজ বিদ্যা। পুস্তক পাঠে, কিম্বা অন্যের নিকট হইতে শুনিয়া, যাহা শিক্ষা করা যায়, তাহাই আগমজ বিদ্যা ; এবং যদ্দ্বারা বস্তুর সহিত সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হওয়া যায়, অর্থাৎ তাহার গুণসকল সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়, তাহার নাম বিবেকজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যা। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে; এইটি যখনই অগ্নির নিকটবর্ত্তী হই, তখনই বুঝিয়া থাকি। এইরূপ বুঝিলেই সেই বিষয়ে প্রকৃত শিক্ষা হয়। আর যখন আমরা বস্তুর গুণ, প্রত্যক্ষ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারি, তখন আমাদের শিক্ষা হয় না এবং যাহা ভালরূপে বুঝিতে না পারি, তাহা অধিককাল স্থায়ীও হয় না। তুমি যদি কোন বিষয় জানিতে চাও, তাহা হইলে সে বিষয়টিকে তোমার প্রথমতঃ আয়ত্ত করিতে হইবে —তবে তুমি তাহার বিষয় জানিতে পারিবে। আর যদি সেই বিষয়টি, তোমার আয়ত্ত না হয়, তবে তুমি তাহার মর্ম্ম জানিতে পারিবে না। যে ব্যক্তি, পৃথিবীর বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে ভূগোল বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে হইবে; এবং যিনি অঙ্কবিদ্যা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে অঙ্কবিদ্যা পাঠ করিতে হইবে। সেইরূপে আমাদিগকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইবে। যিনি যে বিষয় ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করেন, তিনিই সেই বিষয়ে তত নিপুণ হন। যাহাতে আমার অধিকার হয় নাই, যাহা আমার উপলব্ধি হয় নাই, তাহা আমি জগতে প্রচার করিলে, দ্রৌপদীর ফলের ন্যায় ধর্ম্মও অধঃপতিত হইবে।

যখন আমি কোন বিষয় উপলব্ধি করিতে পারি, তখন যদি সমস্ত পৃথিবীর লোক একত্র হইয়া বলে—"তুমি যাহা বল, তাহা ভুল," আমি হুঙ্কার করিয়া বলিব, "না—ইহা আমি উপলব্ধি করিয়াছি।" সত্যের বলে বলীয়ান হইয়া লোকে, সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে পারে। এই বলে বলীয়ান্ হইয়াই প্রহ্লাদ, অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াও সেই ভয়ানক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতা হিরণ্যকশিপুর নিকট হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। সত্যের বলে বলীয়ান্ হইয়াই প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন, "এই স্তম্ভের মধ্যে আমার ভগবান্ বর্ত্তমান।" সত্য যদি একটুকু লাভ করিতে পার, তবে সত্যের কত মহিমা বুঝিতে পারিবে, সত্য যে কি আস্বাদনের বস্তু,—কি প্রত্যক্ষ বস্তু, তাহা বুঝিতে পারিবে। যদি আমাদের সত্যে অধিকার হয়, —যদি আমরা সত্য লাভ করিতে পারি, তবেই "ভারত" রক্ষা পাইবে—সত্য উপার্জ্জন করিতে পারিলে "ভারত" উদ্ধার হইবে ; উপলব্ধি করিয়া,—পুস্তক পাঠ করিয়া অথবা লোকের মুখে শুনিয়া নয়।

"অস্তীতি সত্যং"—যাহা আছে, তাহাই সত্য। যাহা সত্য, তাহা আস্বাদন করা যায়—প্রত্যক্ষ করা যায়। আমি যদি সত্য বুঝিতে পারি, তাহা হইলে ধর্ম্ম, আমার নিকট প্রত্যক্ষ বস্তু হইবে। যে সত্য বুঝিয়াছে, সে কখনও তাহার বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারে না ; কিন্তু যতদিন সত্যের উপলব্ধি না হয়, ততদিন তাহার পুনঃ পুনঃ পতন হইবে। তুমি দেখিবে, কিছুই দূর হইবে না ;—তুমি পাপের জন্য বারবার প্রার্থনা করিতেছ, কিন্তু সমস্ত বিফল হইতেছে। সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলে, আর ইন্দ্রিয়ের আধিপত্য থাকে না। এই জন্যই ঋষিরা বলিয়াছেন—"ইনিই ইন্দ্রিয়ের অধিপতি।" অতএব সত্য উপলব্ধি কর, দেখিবে, তোমার ইন্দ্রিয়গণ আর তোমার শত্রু নয়, সমস্তই মিত্র ; যাহারা তোমার নিকট ভয়ানক ছিল, তাহারা এখন সহকারী হইয়াছে। যদি এক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্র সত্য গ্রহণ করিতে পার, তবে দেখিবে সব দুর্দ্দশা দূর হইবে—দেশের উদ্ধার হইবে। এই উপদেশ, বেদ, পুরাণ ইত্যাদি সকল শাস্ত্রে প্রদান করিয়াছেন। পরমেশ্বর, কথার বস্তু নয়; তাঁহাকে দেখা যায়। জগতে যদি কোন বস্তু সত্য থাকে, তবে তিনি। মনুষ্য, যদি এতটুকু সত্য অবলম্বন করিতে পারে, তবে আর তাহার দুঃখ থাকে না। যতদিন সত্যকে পুস্তক ইত্যাদি হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিবে, ততদিন সব বৃথা। যাহা সত্য, তাহা যদি আমরা গ্রহণ করিতে পারি, তবেই আমাদের সব, নচেৎ সমস্ত বিফল।

ঢাকা—পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দির

রবিবার, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ—১২৯৩ সন।

উপদেশ।

সেই দিন নৌকা করিয়া, ঢাকায় আসিতে আসিতে দেখিলাম, তিন জন স্ত্রীলোক, বুড়ীগঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে—"বাবাগো, পার করগো!" তাহাদের পিতা অপর পারে ছিল; তাহারা ঢাকার পারে দাঁড়াইয়া, ওপারে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করিতেছিল—"বাবাগো পার করগো!" এই শব্দ অনেকবার শুনিয়াছি; কিন্তু সেদিন যেরূপ ভাবে শুনিলাম, এমন আর কখন শুনি নাই। তাহারা তিন জনে একটি ভাঙ্গা ঘাটে দাঁড়াইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অত্যন্ত ব্যকুলভাবে ডাকিতেছিল "বাবাগো, পার করগো!" এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মনে মনে ভাবিলাম, এইই প্রকৃত অবস্থা। যদি ভবসাগরের তীরে দাঁড়াইয়া, এইরূপ যথার্থ-ভাবে ব্যাকুল হইয়া, প্রাণের সহিত "পার কর" বলিয়া একবার ডাকিতে পারি, তাহা হইলে কি আর পারে যাইতে বিলম্ব হয়? স্ত্রীলোক তিনটি, প্রাণপণে ডাকিতেছে; তাহারা জানে যে, পিতা শুনিতে পাইলে, নিশ্চয়ই তাহাদিগকে পারে লইয়া যাইবেন। এরূপ একান্তভাবে ভবসাগরের তীরে দাঁড়াইয়া প্রাণ ভ'রে ডাকিতে জানি না। অনেক সময় ডাকি বটে, কিন্তু সেরূপ ভাবে পারি না। সেদিন শু'নে বড় সাধ হইয়াছে, প্রাণ ভরিয়া একবার ডাকিব—"বাবাগো, পার করগো"; এমন করিয়া ডাকিলে আর তিনি থাকিতে পারিবেন না।

আমাদেরও দিন গেল; ভাঙ্গা ঘাটে আর কত দিন রহিব? তাঁহার জন্য, যথার্থরূপে ব্যাকুল হইলে কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? যতক্ষণ তাঁহাকে নিকটে না দেখিব—যতক্ষণ তাঁহাকে না পাইব, ততক্ষণ সংসারের হাজার হাজার জিনিষেও আমাদিগকে তৃপ্ত করিতে পারিবে না। তৃষ্ণার্ত্তের নিকট মণি-মুক্তা আনিলে সে, তাহার দিকে দৃষ্টিও করিবে না; ক্ষুধার্ত্তকে মহামূল্য রত্ন দিলে সে, সেদিকে একবার ফিরিয়াও চাহিবে না। আমরাও যদি বাস্তবিক আমাদের প্রাণের বস্তুর জন্য ব্যাকুল হই, তাহা হইলে আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ কত জিনিষ—কত শত বৃক্ষ, নদী, সমুদ্র, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, ইহারা কি আমা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিগকে তৃপ্ত করিতে পারে? আমার প্রাণের বস্তু কোথায়? ইহারা কিছুই নয়। এইরূপ যখন আমার প্রাণ কাঁদিবে, তখন আর থাকিতে পারিব না। এখনও মোহ, আমাকে ভুলায়—প্রলোভন আমাকে বিচলিত করে—আসক্তি আমাকে ভুলায়; এখনও তাঁহাকে যথার্থ সর্ব্বসার বলিয়া বুঝিতে পারি নাই; মুখে বলি, কিন্তু প্রাণে ঠিক বুঝি না! যদি বুঝিতাম, তাহা হইলে তাঁহাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিতাম না। শিশু, মার কোল ছাড়িয়া অন্যের কোলে যাইতে ভালবাসে না; আমিতো কত সময় তাঁহাকে ছাড়িয়া সংসারের বস্তু লইয়া থাকি! তাই বলি, তাঁহাকে সারাৎসার বলিয়া বুঝিতে পারি নাই; তাঁহাকে মা বলিয়া চিনিতে পারি নাই। এখনও যে প্রলোভন, ভ্রুকুটি করে! তবে এতদিন কি করিলাম? তবে কেমন ক'রে তাঁকে সারাৎসার বলি? যদি বুঝিতাম, তিনিই আমার গতি—তিনিই আমার মা-বাপ, তাহা হইলে বলিতাম —"বাবাগো, পার করগো।" আমি খে'তে শু'তে পারিতাম না। কত দিন কত সময় তাঁহাকে পাই না, কিন্তু আমোদ আহ্লাদ করি; প্রাণের বস্তু ব'লে বুঝ্‌লে এসব হ'ত না। এক জনের ছেলে মরিলে, সে, কত শোক করে, তার কাছে কি আমোদ আহ্লাদ ভাল লাগে? তার প্রাণ সর্ব্বদাই, সেই ছেলের জন্য হাহাকার করিতে থাকে। আমার প্রাণের প্রাণ হারাইয়া আমি কি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম? তাই বলি, এসব কথা কেবল মুখে বলি মাত্র, প্রাণে বুঝি না। কবে বলিতে পারিব, প্রাণের সঙ্গে,—"বাবাগো, পার করগো!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলে আশীর্ব্বাদ করুন যেন, প্রাণের সঙ্গে ডাকিতে পারি।

ঢাকা—পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ২৮শে আষাঢ়, ১২৯৩ সন।

উপদেশ।

কোন দেশে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এক দিবস তাঁহার স্ত্রী, তাঁহাকে বলিলেন—"অন্নবস্ত্রে ক্লেশ পাইতেছ; কতলোকে রাজবাড়ী যাইয়া, রাজার নিকট হইতে কত সম্পত্তি লইয়া আসিতেছে, তুমি যাইয়া প্রার্থনা করিলে অন্ততঃ উদরান্নের সংস্থানও তো পাইতে পার; অতএব তুমি রাজার সন্নিধানে গমন কর।" ব্রাহ্মণ, সহধর্ম্মিণীর প্ররোচনায় অগত্যা রাজভবনে উপস্থিত হইয়া রাজার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। রাজা, ধনসম্পত্তি প্রদান করিতে চাহিলেন; তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন "মহারাজ! আমি আপনার পৈতৃক ধন-সম্পত্তি গ্রহণ করিব না; যদি আপনার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি কিছু থাকে, তাহা আমি গ্রহণ করিতে পারি। রাজা, ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিলেন, যে সকল সম্পত্তি সম্ভোগ করিতেছেন, তাহার কতক অংশ পৈতৃক, কতক অংশ অন্য রাজার সম্পত্তি অন্যায়রূপে অধিকৃত হইয়াছে —নিজের উপার্জ্জিত কিছুই নাই। তখন তিনি ব্রাহ্মণকে

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন—"ঠাকুর! আমার স্বোপার্জ্জিত ধন-সম্পত্তি কিছুই নাই, আপনার প্রার্থনা কিরূপে পূরণ করি? আচ্ছা গৃহে গমন করুন, কল্য আসিবেন, চেষ্টা করিয়া দেখা যাইবে।" তদনুসারে ব্রাহ্মণ, আবার তারপর দিনও রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা সেদিনও বলিলেন, "আজও সংগ্রহ করিতে পারি নাই, কল্য আসিবেন।" ইতিমধ্যে রাজা, কেহ চিনিতে না পারে, এরূপ বেশে নগরের মধ্যে বাহির হইয়া "কেহ ভৃত্য রাখিবে—কেহ ভৃত্য রাখিবে" বলিয়া দ্বারে দ্বারে চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার চীৎকারে কেহ কর্ণপাতও করে না। ইত্যবসরে এক কর্ম্মকার, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিল—"তুমি হাঁতুড়ী পিটিতে পারিবে?" রাজা স্বীকৃত হইলে, কর্ম্মকার, তাঁহাকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। দুই একবার আঘাতের পর, কর্ম্মকার দেখিলেন যে, এ ব্যক্তি একাজের নিতান্ত অনুপযুক্ত, তখন ঐ দুই এক আঘাতের পারিশ্রমিক স্বরূপ চার কড়া কড়ি প্রদান করিয়া রাজাকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দিলেন। রাজা, ঐ চার কড়া কড়ি লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। তৎপরদিবস আবার ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলেন। রাজা বলিলেন "ঠাকুর! যদি অন্য সম্পত্তি নিতে ইচ্ছা করেন, সব আমি দিতে পারি।" ব্রাহ্মণ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন রাজা স্বোপার্জ্জিত ঐ চার কড়া কড়ি তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ সেই কড়ি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজবাড়ীতে কি লাভ হইল?" ব্রাহ্মণ, পত্নীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হস্তে ঐ চার কড়া কড়ি অর্পণ করিয়া বলিলেন "রাজার স্বোপার্জ্জিত ধন এইমাত্র আছে, ইহাই আমাকে প্রদান করিয়াছেন।" এ কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ-পত্নী, ক্রোধে অধীর হইয়া হস্তস্থিত কড়ি, আবর্জ্জনা ফেলিবার স্থানে সজোরে নিঃক্ষেপ করিলেন। কিছুকাল পরে এক দিন ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইলেন, সেই আবর্জ্জনা ফেলিবার স্থলে অতীব সুন্দর এক লতা জন্মিয়াছে এবং তাহাতে সুন্দর সুন্দর ফুলফল ধরিয়াছে। ব্রাহ্মণ কুতুহল-চিত্তে একটি ফল ছিঁড়িয়া তাহার অভ্যন্তরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে সুন্দর সুন্দর বহুমূল্য মণি মুক্তা রহিয়াছে। তখন ব্রাহ্মণ, অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইলেন, ঐ নিক্ষিপ্ত কড়ি হইতেই এই রত্নলতিকা উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, পত্নীর পরামর্শানুসারে একটি মণি লইয়া বিক্রয়ার্থ বাজারে গমন করিলেন। জহরীগণ বহুমূল্যের রত্ন দেখিয়া বলিলেন "ঠাকুর! আপনার এ রত্নের এত অধিক মূল্য যে, আমরা তত মূল্য দিয়া উঠিতে পারিব না, আপনি মহারাজার নিকটে লইয়া যান।" তখন ব্রাহ্মণ রাজার সমীপে গমন করিলেন। রাজাও পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দিলেও রত্নের মূল্য হয় না। তখন তিনি নিজের সম্মান রক্ষার্থ ফাঁকি করিয়া বলিলেন "ঠাকুর! আপনার একটি রত্ন, আমার দুই স্ত্রী; দুইটি না হইলে আমি রাখিতে পারি না।" ব্রাহ্মণ বলিলেন—"রাজা কি বল? আমি এইরূপ শত শত রত্ন দিতে পারি। আমার বাড়ীতে রত্নের গাছ রহিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া মহারাজ সেই রত্ন-লতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিবার জন্য কুতুহলাক্রান্ত হইয়া অমাত্যবর্গ সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মণের আলয়ে গমন করিলেন। রাজা লতার শোভা দেখিয়া মোহিত হইলেন। রাজা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ রত্ন—লতার বীজ কোথায় পাইলেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আপনার সেই স্বোপার্জ্জিত কড়িই ইহার বীজ—তাহা হইতেই এই সুন্দর লতা জন্মিয়াছে।"

ইহা একটি গল্প; কিন্তু ইহাতে বিলক্ষণ ধর্ম্মোপদেশ রহিয়াছে। এই গল্পেতে যেমন স্বোপার্জ্জিত অকিঞ্চিৎকর সামান্য কড়িতেও বহুমূল্য রত্ন লাভ হইল, তেমনি, ধর্ম্মসম্বন্ধেও দেখিতে পাই, যদি আমি প্রাণের মধ্যে নিজে একটুকু কিছু ধর্ম্ম পাই, তাহাতেই কালে সুফল ফলিয়া থাকে। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করি, কি অন্যের নিকট ধর্ম্মের কথা শুনি, সেই সকল ধর্ম্ম—সত্য কি আমি স্বয়ং প্রাণে উপলব্ধি করিতেছি, না—কেবল পড়িতেছি ও শুনিতেছি এবং তাহাই লোকের নিকট বলিতেছি, ইহা আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছি,—ধর্ম্মকথা শুনিতেছি, কিন্তু তাহার কিছুই যদি হৃদয়ঙ্গম না হয়, জীবনে তাহা সম্ভোগ না করা যায়, তবে সে ধর্ম্ম স্বোপার্জ্জিত হইল না; ইহা বড় শোচনীয় অবস্থা। প্রাণে একটুকু ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হইলে, তাহা হইতে আত্মাতে ক্রমশঃই গভীর হইতে গভীরতর অমূল্য তত্ত্ব-রত্ন লাভ হইয়া থাকে।

ধর্ম্মের বাহিরের সমুদায় অনুষ্ঠান করিতেছি, কিন্তু জীবন গড়িতেছে না, ইহা বড় দুঃখের কথা। ধর্ম্মজীবন না হইলে, অনুষ্ঠানের কোন মূল্য নাই। জীবন-বিহীন অনুষ্ঠানের স্থায়িত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই— আজ আছে, হয়তো কাল আর থাকিবে না। কেননা উহা আমার আত্মা হইতে বাহির হইতেছে না—উহা আমার স্বোপার্জ্জিত নহে। গঙ্গাস্নান করিলাম—মালাজপ প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিলাম, কিন্তু তদ্দ্বারা আত্মার মধ্যে প্রেম, পবিত্রতা আসিতেছে না; তাহাতে ফল কি? ধর্ম্ম বাহিরের বস্তু নহে, উহা আত্মার ভিতরের বস্তু; প্রেম পবিত্রতা প্রভৃতি আত্মার গুণ সকলই ধর্ম্ম, পরমেশ্বরের সহিত পরিচয় না হইলে উহার একটিও লাভ হয় না, স্বয়ং পরমেশ্বরই ধর্ম্ম। পরমেশ্বর সত্য সত্যই বর্ত্তমান—বাস্তবিক তিনি সত্য; তিনি কল্পনা নন—বাহিরের কথা নন—তিনি জাগ্রত, জীবন্ত, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা। 'এই যে সাক্ষাতে তিনি' এরূপ ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁর কথা বলিতে না পারিলে কিছুই হইল না—স্বোপার্জ্জিত ধর্ম্মের কথা বলা হইল না। আমরা ব্রাহ্মসমাজে আসিতেছি—উপাসনাদি করিতেছি। বাস্তবিক সত্য পাইলাম কিনা—ধর্ম্ম স্বোপার্জ্জিত হইল কিনা, দেখিতে হইবে। সেই ধর্ম্ম-লতিকা বিকসিত না হইলে সব বৃথা। বাহিরে সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন হউক আর নাই হউক, খোল বাজুক আর নাই বাজুক, তাঁকে সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেই হইল। আজ যদি আমার মৃত্যু হয়, বাহিরের সব নিবিয়া যাইবে, ইহার একটিতেও আর আমার সাহায্য হইবে না—ইহার একটিও আমার নয়—আমি ধর্ম্ম চাই—আমি তাঁকে প্রত্যক্ষ করিতে চাই। কিন্তু আমার নিজের ক্ষমতায় তো প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। আমার কি সাধ্য, সত্যদেবতাকে প্রত্যক্ষ করি? মা যেমন ছেলেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust, Funding by MoE-IKS

টানিয়া কোলে নেন, তেমনি ধারা তিনি স্বয়ং সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন ; তাই লোক সকল তাঁহার দিকে ছুটিতেছে। একবার সেই আকর্ষণ প্রাণে টের পাইলে আর ভয় নাই। ধর্ম্ম-রাজ্যে সেই চলিয়াছে যে এই আকর্ষণ বুঝিতে পারিয়াছে ; সে ইচ্ছা করিয়া আর ফিরিয়া যাইতে পারে না। সে ধর্ম্মের জন্য কত দুঃখ কষ্ট অম্লানবদনে সহ্য করিতেছে—কত ত্যাগ স্বীকার করিতেছে। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিতেছি, অথচ ত্যাগ স্বীকার নাই--নিজের একটু মাত্র স্বার্থ ছাড়িতে পারি না, সেখানে আবার ধর্ম্ম কি ? সেখানে ধর্ম্ম হইল না !! বারম্বার দেখা আবশ্যক যে, বাস্তবিক কি তাঁহার আকর্ষণে পড়িয়াছি ? "তিনি বড়শী হবেন, আমি মাছ হব—তিনি ধর্ব্বেন আমি ধরা দেব।" তাঁর হাতে ধরা না পড়িলে আর উপায় নাই। আমি মৎস্য হইয়া তাঁর জালে—তাঁর ফাঁদে না পড়িলে হইবে না। আমি কিটানুকীট, আমার কি ক্ষমতা—আমার কি সাধ্য ? সকলই তাঁর ক্ষমতা ! দুষ্টু মৎস্যের মত যেন তাঁর বড়শী ছিড়ে না পালাই। সংসারের প্রলোভন, চারিদিক হইতে টানিতেছে ; একমাত্র উপায়—তাঁহাকে বলা। যখন দেখিবে আসক্তিতে মারা যাইতেছ, অমনি বলিবে "দেখ প্রভু ! আমাকে প্রলোভন চারিদিক হইতে টানিতেছে ; আমি একা, প্রাণ কোন্ দিকে যায় স্থস্থির নাই, প্রভু রক্ষা কর।" তখন তিনি টান্‌বেন। যেমন নদী, পাষাণ ভেদ করিয়া সমুদ্রে চলিয়া যায়, সেইরূপ তাঁহার আকর্ষণ প্রাণে লাগিলে, সংসারের নানাবাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। "আমি সেই আকর্ষণে পড়িব—নদী হইয়া সমুদ্রে যাইব—মৎস্য হইয়া জালে ধরা দেব।" অনেক পরীক্ষায় দেখিলাম, আমি অসার—আমার দীনবন্ধুই সর্ব্বস্ব। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমি তাঁর আকর্ষণে পড়িয়া থাকিব।

প্রভু! দোহাই তোমার—তোমার নামের সারি গাইয়া এই ভবনদী পার হইয়া যাইব। আমার স্বোপার্জ্জিত কিছু নাই—যাহা দেখি—সর্ব্বস্ব তুমি। আমি কবে প্রাণের সহিত বলবো "তুমি আমার মাণিক—সাত রাজার ধন,—তুমি আমার হৃদয়ের ধন—আমার অভাব কি?" তুমি সব্—তুমি সব্—তুমি সব্—আমার সর্ব্বস্ব ধন তুমি। আমার প্রাণের দেবতা! তোমার মত আমার কেহ নাই। রক্ষা করেছ—বাঁচায়েছ। তুমিই ধন্য—তুমিই ধন্য—তুমিই ধন্য। তোমাকে বারবার প্রণাম করি।

ঢাকা—পূর্ব্ববাঙ্গালা—ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ৩রা শ্রাবণ, ১২৯৩ সন।

উপদেশ।

বিষ্ণুপুরাণের একস্থানে লেখা আছে যে, যম, তাঁহার দূতদিগকে উপদেশ দিতেছেন যে, তোমরা বিষ্ণুভক্তগণের নিকট গমন করিবে না। বিষ্ণুভক্তগণ, আমার শাসন অধিকারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহিরে। তোমরা কখনও তাঁহাদের স্পর্শ করিবে না। এই কথা শুনিয়া যমদূতগণ বলিল, "ধর্ম্মরাজ! আমরা কি লক্ষণে বিষ্ণুভক্তগণকে চিনিতে পারিব ?" তখন যম তাঁহাদের যে সকল লক্ষণ বলিতেছেন, তাহা এই বিষ্ণুপূরাণ গ্রন্থ হইতে আমি পাঠ করিতেছি ঃ—বিষ্ণুপূরাণ তৃতীয় অংশ ৭ম অধ্যায়—

"কলিকলুষ-মলেন যস্যনাত্মা বিমল-মতের্ম্মলিনী
কৃতো-হস্ত-মোহে।
মনসিকৃত-জনার্দ্দনং মনুষ্যং সতত মবেহি হরে
রতীব ভক্তাং।" ২১॥

অর্থাৎ কলির পাপমলায় যাঁহার হৃদয় মলিন হয় নাই, যাঁহার মোহহীন-হৃদয়ে জনার্দ্দন বাস করেন, তিনিই হরির অতীব ভক্ত ॥২১॥

"কণকমপি রহস্যবেক্ষ্য, বুদ্ধ্যা তৃণমিব যঃ সমবৈতি
বৈ পরস্বং।
ভবতিচ ভগবত্যনন্যচেতাঃ, পুরুষবরং তমবেহি
বিষ্ণুভক্তং" ॥২২॥

অর্থাৎ যিনি নির্জ্জনেও সুবর্ণময় পরধনকে তৃণতুল্য জ্ঞান করেন এবং সর্ব্বদা অনন্যমনে ভগবানে স্থিতি করেন, তিনিই বিষ্ণুভক্ত ॥২২॥

"বিমল-মতি-বিমৎসরপ্রশান্তঃ,
শুচিচরিতাঽখিলসত্বমিত্রভূতঃ
প্রিয়হিতবচনো হস্ত-মান-মায়ো,
বসতি সদা হৃদি তস্য বাসুদেবঃ" ॥২৪॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ বিমলমতি, মৎসরতা রহিত প্রশান্ত, শুদ্ধচরিত্র, সমস্ত প্রাণীর সুহৃদ এবং যাঁহার বাক্য প্রিয় এবং হিতজনক, যিনি অমানী ও মায়ামুক্ত, তাঁহার হৃদয়ে বাসুদেব বিরাজ করেন, তিনিই প্রকৃত ভক্ত ॥২৪॥

এই উপদেশের প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ করা উচিত। ইহাতে দুই প্রকারই বলিতেছেন—কি কি গুণ থাকিলে ভক্ত হওয়া যায় এবং কোন্ কোন্ কার্য্য হইতে তিনি দূরে থাকেন। আমরা অনেক সময় মনে ভাবি, কতকগুলি মৌখিক কথা উচ্চারণ করিলাম, বাহিরে খোল করতাল বজাইলাম, সঙ্গীত সংকীর্ত্তন করিয়া নৃত্য করিলাম, তাহাতে হয়ত সময় সময় আমাদের প্রাণে সাময়িক ভাবের উচ্ছ্বাস হইল, অশ্রুপাত হইল, প্রাণে এক প্রকার সুখও অনুভব হইল; অনেক সময় আমরা ইহাকেই ভক্তি বলিয়া থাকি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ভক্তি ইহা অপেক্ষা স্বতন্ত্র জিনিষ। ভক্তি বাহিরের খোল করতাল নয়, ভক্তি সঙ্গীত-সংঙ্কীর্ত্তনও নয়, বাহিরের কোন লক্ষণও ভক্তি নয়, ভক্তি অন্তরের জিনিষ। ভক্তি মানবত্মার একটি বৃত্তি—আত্মার একটি প্রকৃতি। যেমন আমার আত্মার দয়া আছে, যেমন জ্ঞান আছে, সেইরূপ ভক্তি নামে একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি আমাদের প্রাণে আছে, তাহা অঙ্কুরিত এবং বর্দ্ধিত হইলে ভক্তি কি জানা যায়। সেই ভক্তি একবার প্রাণে অঙ্কুরিত হইলে—একবার তাহা প্রাণে প্রকাশিত হইলে আর অন্তর্হিত হয় না, তাহা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমার প্রাণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটু ভাব আসিল, একটু উচ্ছ্বাস হইল, আবার পরক্ষণে তাহা থাকিল না, একবার আমার প্রাণে ভক্তি দেখা দিল, আবার তাহা কোথায় গেল, এই প্রকার সাময়িক ভাব কখনও ভক্তি নয়। ভক্তি যাহা তাহা স্থায়ী; তাহা একবার অন্তরে উপস্থিত হইলে চিরকালই থাকিবে এবং বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। যেমন একটি বীজের মধ্য হইতে বৃক্ষ বাহির হইলে আর তাহা বীজের মধ্যে লুকাইতে পারে না, ক্রমে শাখা প্রশাখায় বাড়িতে থাকে, ভক্তির লক্ষণও এই প্রকার। এক বার তাহা প্রকাশ পাইলে আর অন্তর্হিত হয় না, ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকি। অগ্রের সাময়িক ভাব ও উচ্ছ্বাসকে আমরা কখনও ভক্তি বলিতে পারি না; সে প্রকার ভাব অনেক কারণে অনেক সময়ই হইয়া থাকে। অনেক সময় আমরা যাত্রাগান, নৃত্যগীত শুনিতে যাইয়া ঐ প্রকার সাময়িক ভাব লাভ করিয়া থাকি, সে একটি ভাব মাত্র তাহা ভক্তি নয়। এখন জিজ্ঞাস্য, কি উপায়ে এই ভক্তি লাভ হইতে পারে? সেই প্রাণের প্রাণ ভক্তবৎসলই ভক্তিলাভের উপায়। ভক্তির আধার তিনি, তাঁহার সঙ্গেই ভক্তির যোগ। তাঁহাকে না পাইলে আমার প্রাণে ভক্তিলাভ হইতে পারে না; যেমন মনুষ্যের প্রাণে অপত্যস্নেহ আছে, যতদিন মনুষ্য সন্তানের মুখ না দেখে, ততদিন সেই অপত্যস্নেহ কি, তাহা যেমন তিনি জানিতে পারেন না। অপরের সন্তান দেখিলে তাহার প্রাণে এক প্রকার ভালবাসার উদয় হইতে পারে —ভাব হইতে পারে কিন্তু তাহা অপত্যস্নেহ নয়। সন্তানের মুখ না দেখিলে যেমন অপত্যস্নেহ জন্মে না, সেইরূপ ভক্তবৎসল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই পরমেশ্বরকে না পাইলে—তাঁহার প্রসন্ন-মুখ না দেখিলে, ভক্তিলাভ হইতে পারে না। যে বৃত্তির যে বিষয়, তাহা না পাইলে সেই বৃত্তির বিকাশ হইতে পারে না, ভক্তি বৃত্তির বিষয় পরমেশ্বর, তাঁহাকে লাভ করিতে না পারিলে প্রাণে ভক্তির উদয় হয় না। যেরূপ নদীর স্রোত, অনবরত সাগরের দিকে যাইতেছে, যথার্থ ভক্তির স্রোতও সেইরূপ সাময়িক নহে —সর্ব্বদা ভগবানের দিকে চলিতে থাকে। যাঁহার প্রাণে ভক্তি জন্মিয়াছে, তিনি আর পরোপকার না করিয়া থাকিতে পারেন না; নিজের সুখ-দুখের বিচার না করিয়া সর্ব্বদা পরসেবাতেই রত থাকেন। পবিত্রতা, অবিচারিত ভাবে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। যথার্থ ভক্ত, বাহিরে কোন বস্তু—সঙ্গীত বা বাক্য কিছুই অবলম্বন না করিয়া, ভগবানের আবির্ভাব দর্শনে, "এই তিনি," "এই তিনি" বজ্রের ন্যায় গম্ভীর রবে বলিতে থাকেন। সেই প্রভুতে যদি আমার মন নিহিত না হয়, তাহা হইলে প্রকৃত ধর্ম্মভাব কিছুই জন্মিবে না। যেমন কোন বীজ, মৃত্তিকায় বপন করিলে, তাহাতে রস প্রবিষ্ট হইলে উহা অঙ্কুরিত হয়; কিন্তু উক্ত বীজটিকে যদি তুমি কোন বাক্সে পুরিয়া রাখিয়া দেও, তবে যেমন তাহা অঙ্কুরিত হয় না, মৃত্তিকা, বায়ু ও সূর্য্যের সহায়তা আবশ্যক; সেইরূপ মানবের প্রাণও সেই পরমেশ্বরে নিহিত হইয়া সেই রসস্বরূপের রস প্রাপ্ত না হইলে, তাঁহার বায়ু তাঁহার উত্তাপ প্রাপ্ত না হইলে, তাহাতে ভাব অঙ্কুরিত হয় না। আমাদের মনে ভক্তির ভাব হইয়াছে কি না জানিতে হইলে, দেখিতে হইবে যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার অন্তরে সেই প্রাণের প্রাণ প্রকাশিত হইলেন কি না? সেই প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণ, প্রাণে প্রকাশিত হইলে, মন নির্ম্মল হইল কি না? তাহা যদি হইয়া থাকে তবে প্রকৃত ধর্ম্মভাব লাভ হইয়াছে। আর আমি ভক্তি লাভ করিলাম, অথচ আমার মনে সদ্ভাব আসিল না—আমার একটুকু ভাল ভাবও নাই, ইহা কখনও হইতে পারে না। আমরা কতদিনে সেই ভক্তি লাভ করিব? যেমন নদী সর্ব্বদা সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইতে থাকে, তখন কোন বাধা মানে না, আমার কবে এইরূপ হইবে, তাহা না হইলে তো বাঁচি না। সংসারে যাহা কিছু দেখি, কিছুই তো আমার হইল না। যখন সংসারের দিকে তাকাই, তখন দেখি সেই প্রাণের প্রাণ ছাড়া ইহার কিছুই তো আমার নয়। আমার কিছুই হইল না, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমার গতি নদীর ন্যায় হউক। নদী, যেমন সমুদ্রের সহিত মিলিত হইতে কাহারও কোন বাধা মানে না—প্রকাণ্ড হিমালয়ও যদি তাহার সম্মুখে পড়ে, তাহাও বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া যায়; আমার সেই প্রকার ভাব হউক। নদীর যেমন কল কল শব্দ হয়, নদী তদ্বিষয়ে কিছু ভাবে না, সেইরূপ আমারও অহৈতুকি ভাব হউক। আমি আর কাহারও দিকে চাহিব না—কেবল সর্ব্বদা সেই করুণাময় পরমেশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিব।

প্রাণের প্রাণ দীনবন্ধু! ভাল ক'রে আকর্ষণ কর। সমুদ্র যেমন নদীকে টানে, সে যেমন কোন বাধা মানে না, সেইরূপ আমাকে কর। প্রভু! আমাকে তোমার দিকে টানিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লও। প্রভু! আমি তোমাতে সর্ব্বদা থাকিব, এই আমার প্রাণের আশা।

ঢাকা—পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ১০ই শ্রাবণ,—১২৯৩ সন।

উপদেশ।

ধ্রুব, যখন তপস্যা করিয়া বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাঁহার জননী সুনীতি, তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস! তুমি তপস্যা করিয়া ভগবানকে লাভ করিয়াছ, একবার আমাকে তাঁহার স্বরূপ দর্শন করাও।" ধ্রুব, জননীর অনুরোধে ভগবানের প্রকাশের জন্য প্রার্থনা করিলেন, পরমেশ্বর ধ্রুবের নিকট প্রকাশিত হইলেন। তখন ধ্রুব, জননীকে বলিলেন, "এই যে ভগবান প্রকাশিত হইয়াছেন—কেমন সুন্দর! তাঁহার রূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আলো হইয়া গেল; জননী! তুমি দেখিতে পাইতেছ না? ঐ যে তিনি হাসিতেছেন।" সুনীতি বলিলেন, "কৈ আমি তো কিছু দেখিতে পাইতেছি না!" জননীর কথা শুনিয়া ধ্রুব বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিলেন, "মা! তুমি দেখিতে পাইতেছ না!! তবে মা! তুমি তাঁহার পূজা কর না, তাই তাঁহার প্রকাশ দেখিতেছ না।" ধ্রুব দুঃখিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, পরমেশ্বর তখন সুনীতির নিকটও প্রকাশিত হইলেন। তখন সুনীতি বলিলেন, সম্মুখে যাঁহাকে দেখিতেছি, ইনি আমার দেবতা নহেন। ধ্রুব বলিলেন "কি মা! জগতে এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবতা ছাড়া কি অন্য দেবতা আছে ?" সুনীতি বলিলেন, "আমি এই দেবতা ছাড়া আর এক দেবতা দর্শন করিয়া থাকি।" ধ্রুব বুঝিতে পারিলেন, জননী কখনও প্রকৃত ঈশ্বরের পূজা করেন না—প্রাণের মধ্যে আসক্তি—কাম, ক্রোধ, লোভাদি পূজা করিয়া থাকেন। জননীর নিকটে তাঁহার দেবতার স্বরূপ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, মা! তোমার বাসনা কামনা সকল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তোমাকে প্রতারণা করিতেছে, উহারা, তোমার শত্রু, তোমার নিকটে প্রকাশিত হইয়া সত্য দেবতাকে চিনিতে দিতেছে না। তখন সুনীতি বলিলেন, তবে আমার উপায় কি হইবে ? ধ্রুব বলিলেন, এই সত্য প্রভুকে হৃদয়ে স্থান প্রদান কর, দেখিবে ঐ মায়ার দেবতা সকল দূরে চলিয়া যাইবে। সুনীতি ধ্রুবের কথানুসারে চলিয়া সত্য দেবতাকে প্রাণে লাভ করিলেন।

ইহা একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা। "যদ্বাচা নভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে, তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।" উপনিষদের এই অংশ অবলম্বন করিয়া, এই আখ্যায়িকাটি রচিত হইয়াছে। অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, উপনিষদের কথা সকল লইয়াই পুরাণের আখ্যায়িকা সকলের রচনা হইয়াছে। আমরা মুখে বলিতেছি, পরিমিত পদার্থের পূজা করি না, অসত্যকে ভাবি না, পরমেশ্বর পরমেশ্বর করিতেছি—বাল্যকাল হইতে প্রতিনিয়ত গ্রন্থাদিতে তাঁহার বিষয় পাঠ করিতেছি—শ্রবণ করিতেছি কিন্তু তাঁহার সঙ্গে পরিচয় নাই; প্রাণে বাসনা কামনা সকলই জাগিতেছে—তাহাদের সঙ্গেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিচয়—তাহাদেরই পূজা করিতেছি। প্রাণে কাম বলিল আমি ঈশ্বর—ক্রোধ বলিল আমি—লোভ বলিল আমি পরমেশ্বর; আমরা ইহাদিগকেই পূজা করিয়া তৃপ্ত হইতেছি—প্রতারিত হইয়া যাইতেছি। "যন্মনসা ন মনুতে যে নাহুর্ম্ম-নোমতং, তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধিনেদং যদিদমুপাসতে।" অর্থাৎ মনুষ্য মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে সকল পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখনও ব্রহ্ম নহে। যাহা পরিমিত, যাহা ক্ষণস্থায়ী, তাহা কখনও ঈশ্বর নহেন। আমরা অনেক সময় পরিমিত বস্তুর পূজা করিতেছি, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার প্রভৃতির পূজা করিতেছি, ইহাদিগকেই ঈশ্বর ভাবিতেছি। যখন সত্য ঈশ্বর প্রাণে আসিবেন, তখন দেখিব ইহারা দেবতা নহে। অনেকে, কাম ক্রোধাদিকে রিপু বলিয়া থাকেন, কিন্তু একবার সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর প্রাণে প্রকাশিত হইলে, এ সকল আর রিপু থাকে না—তখন ইহারা বন্ধু হইয়া যায়। যখন ঈশ্বর লাভ হয়, তখন কামাদি রিপু সকলও চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার সেবা করিতে পারা যায়; তখন ইহাদিগকে পরম উপকারী বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু যতক্ষণ সত্য দেবতাকে হৃদয়ে লাভ না করা যায়, ততদিন লোকের কাছে যত কেন ঈশ্বরের পূজা করিতেছি বলি না, কাজে ঐ কাম ক্রোধাদি ঐ চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয় সকলেরই পূজা করিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতরূপে ঈশ্বরের পূজা করিতেছি কি না, বুঝিতে হইবে। কিরূপে বুঝা যাইবে? না—যখন তিনি আসেন তখন কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপু সকলের আধিপত্য চলিয়া যায়—সংসারে যত কিছু প্রলোভনের বস্তু আছে, তাহাতে আর আকর্ষণ করিতে পারে না—একমাত্র তিনিই প্রলোভনের বস্তু হন। যতদিন নিজের বাসনা কামনার পূজা করি, ততদিন তাহারা আমার দেবতাকে চিনিতে দেয় না—তিনি যে আমার প্রয়োজনীয় বস্তু, উহা ভাবিতে দেয় না। সাধন ভজন এইজন্যই করিতে হয় যে, উহাদ্বারা পরমেশ্বর যে আমার প্রয়োজনীয় বস্তু, বাসনা কামনা যে আমার দেবতা নহে বুঝা যায়। তখন মানুষ সেই দেবতা লাভের জন্য ব্যাকুল হয়, সময়ে দেবতা প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে চিনিয়া লইতে পারে। বাসনা কামনা সকলই, সত্য দেবতাকে চিনিতে দেয় না। আমরা যেন সুনীতির মত সত্য দেবতাকে চিনিতে প্রতারিত না হই। মুখে হাজার পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলি, প্রাণ তাঁহার দিকে না থাকিলে কি হইবে? তিনি অন্তর্য্যামী দেবতা, তিনি দেখিতেছেন, তাঁকে ফাঁকি দেওয়া যায় না, এজন্য সাবধান! তিনি অনন্ত—পরিমিত সৃষ্ট পদার্থ তিনি নন; তাঁহার বিনাশ নাই—তিনি পরাৎপর পরম দেবতা।

অনেক সময় প্রার্থনার ফল পাই না কেন? পরমেশ্বরকে দেখি না কেন? না, প্রকৃত প্রার্থনা করি না—প্রকৃত তাঁহাকে চাই না, নিজের সুখই অনুসন্ধান করি। ভজন, সাধন, সৎসঙ্গ কেন? না—এ সকল বুঝিবার জন্য—"আমি কি" ইহা অনেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময়ই বুঝিনা, এজন্যই সাধন। তিনি স্বপ্রকাশ। তিনি স্বয়ং প্রকাশিত না হইলে, কাহারও সাধ্য নাই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে। তবে সাধনা কেন? না—নিজকে পরিষ্কার রাখিবার জন্য—উজ্জ্বলরূপে নিজকে বুঝিবার জন্য, যেন তিনি প্রকাশিত হইলে চিনিয়া উঠিতে পারি। তখন আর রিপুসমূহ, রিপু থাকে না, তাহারা বন্ধু হইয়া যায়—তাহাদের দ্বারা প্রভুর সেবা করিয়া কৃতার্থ হওয়া যায়। একবার ভগবানকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিলে, কাম ক্রোধাদিকে পরম বন্ধু বলিয়া বোধ হয়। আমিই রিপু সকলকে ভগবানের সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করি, আবার আমিই তাহাদিগকে রিপু বলি, আমিই প্রতারক। যখন প্রকৃত পক্ষেই সত্য দেবতার চরণে প্রণাম করিতে পারি, তখন হস্ত পদ ইন্দ্রিয়াদি, কামাদি রিপু সকল, বন্ধুর কার্য্য করে। তখন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ—কি নর নারী, কি কীট পতঙ্গ, কি বৃক্ষ লতা, সকলই আমার ধর্ম্মপথের সহায় হয়। তখন সকল পদার্থই, আনন্দ প্রদান করিতে থাকে—সমস্তই "পরিপূর্ণমানন্দং।" আকাশ, বায়ু, সমুদ্র, নদ, নদী, সকল পদার্থই অমৃত ক্ষরণ করে। তাঁহার হিল্লোলে সকল ভাসিতে থাকে। এতদিন কত ভাবনা ছিল, এখন আর কি? কেবলই আনন্দ। "আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"

যাহাতে সত্য উপাসনা করিতে পারি, সত্য সাধনা করিতে পারি, সত্য ভজনা করিতে পারি, সেইপ্রকার চেষ্টা আবশ্যক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ কাল করিয়া আর সময় কাটাইতে পারি না। যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য জীবন, তাঁহাকে যেন প্রাণের সহিত লাভ করিয়া, হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে, চলিয়া যাইতে পারি। উর্দ্ধে বাহু তুলিয়া নাচিতে নাচিতে যেন বলিতে পারি, "আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের নর নারী, পশু পক্ষী, তরু লতা ও মানসিক প্রবৃত্তি সমূহকে বন্ধু বলিয়া দেখিতেছি, আমার প্রভূ আমার মাণিক সকলের মাথায় দেখিতেছি—আনন্দে সব পরিপূর্ণ হইতেছে।" আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, আমি দীনহীন কাঙ্গাল, আর কিছু চাই না, এই যে সোনার মাণিক দুর্ব্বাঘাসগুলিকে—সমস্ত জল-স্থলকে, আলো করিয়া তুলিতেছে—এই সোনার মাণিককে ল'য়ে যেন জীবন কাটিয়ে যেতে পারি। এই সোনার মাণিকের মতন আর কিছুই নাই। সমস্ত বস্তুই হারাইতে হয় কিন্তু এই সোনার বস্তু হারাইতে হয় না। আশীর্ব্বাদ করুন—আর আমার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই—এই সোনার মাণিক গলে বেঁধে যেন যেতে পারি।

দীননাথ দীনবন্ধু! আমি আর কিছু চাইনা—আমি নরাধম—আমি অবোধ, মূর্খ ; দয়াল, তুমি দয়াল। হে দয়াল! হে প্রভু!! হে কাঙ্গালের ধন!!! বড় দয়াল তুমি ; এমন ক'রে পরিচয় না দিলে, আমার কি আর রক্ষা ছিল? আমার হৃদয়ের ধন প্রভু! আমি কিছু জানিনা—আমি কিছু জানিনা, আমি কি বলি? আমার ইচ্ছে হয়, তোমাকে আমার এক এক টুক্‌রো মাংস বলি—আমার অস্থিমাংস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়াও তৃপ্ত নই। আমার প্রাণের বস্তু তুমি, তোমার শরণাপন্ন হই।

ঢাকা—পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ১৭ই শ্রাবণ,—১২৯৩ সন।

উদ্বোধন।

পরমেশ্বরের উপাসনা অত্যন্ত সহজ অথচ অতি কঠিন কার্য্য। তাঁহাকে যখন অন্তঃকরণ নিশ্চয়ই চায়, তখন সহজেই তাঁহার উপাসনা হয়, নচেৎ হয় না। পরমেশ্বরের পূজা করিতেছি, নানাপ্রকার তাঁহার স্তবস্তুতি করিতেছি; মনে করিতেছি যে ঈশ্বরের পূজা করিতেছি, বাস্তবিক হৃদয়ে প্রবেশ করিলে যখন মনে হয় আমার হৃদয় তো পরমেশ্বরের পূজা করে না, তখন মনে হয় এসব কি করিয়াছি, ইহাতে আমার কিছুই হয় নাই। এই পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই কোননা কোন প্রকারে ঈশ্বরের পূজা প্রচলিত আছে। মানুষের মধ্যে এমন একটি ভাব আছে যাহাতে মনুষ্য জগদীশ্বরের উপাসনা করে। যখন হৃদয়ে প্রবেশ করি তখন দেখি—কোথায় বা তিনি, কোথায় বা আমি। কোন শিশু, যতদিন সে কিছু না বুঝে, ততদিন তাহাকে যেমন নানাপ্রকার পুতুল দিয়া ভুলাইয়া রাখা যায়, কিন্তু যখন তাহার বাল্যজীবন শেষ হইয়া ক্রীড়া ভঙ্গ হয়, তখন আর সে পুতুল ইত্যাদিতে সন্তুষ্ট থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই প্রকার মনুষ্যও যতদিন মোহক্রীড়ায় মত্ত থাকে, ততদিন সে নানাপ্রকার ক্রীড়ার বস্তুতে ভুলিয়া থাকে, কিন্তু যখনই তাহার সেই ক্রীড়া শেষ হয়, তখনই সে ঐ সমস্ত বস্তুতে আর সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না ; তাহার হৃদয়ে সেই নিত্য, সত্য, পরমেশ্বরকে ধারণ করিতে চায়। যতক্ষণ সে না পায়, ততক্ষণ তার প্রাণ অস্থির হইয়া পড়ে। করুণাময়, অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর নিকটেই আছেন—অন্তর যখন যাহা চায়, তখন তিনি তাহাই প্রদান করেন। প্রাণ, যখন বলে ভগবান্! তোমাকে চাই—তোমাকে না পাইলে আমি আর বাঁচি না ; তখন সেই দয়াময় পরমেশ্বর হৃদয়ে প্রকাশিত হন। বাস্তবিক তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। একথা মুখের কথা নয়। পরমেশ্বর যেমনই প্রত্যক্ষ বস্তু, তেমনি তাঁহকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করা চাই, নচেৎ কেবল কতকগুলি কথা বা প্রণালী অভ্যস্ত হইলে, তাহাতে কিছুই হইবে না। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি যেমন শিক্ষিত বা অভ্যস্ত কথা বলেনা, সে যেমন প্রাণের কথাই বলে, সেই প্রকার তৃষিত হইয়া ডাকিলে সেই করুণাময় পরমেশ্বর প্রকাশিত হন। তাঁহার মত নিকটস্থ বস্তু আর কিছুই নাই। প্রাণ যদি চায়—একবার যদি বলিতে পারি, "প্রভু! তোমাকে চাই, তোমা বিনা আমার অন্য উপায় নাই—তুমি আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হও—তোমাকে পূজা না করিয়া মন আর কিছু চায় না—কেবল তোমাকেই চায়।" অমনি তিনি প্রকাশিত হন। প্রভু! কৃপা করিয়া হৃদয়ে প্রকাশিত হও, তোমাকে দেখিয়া প্রাণ মন কৃতার্থ করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপদেশ।

আমাদের দেশে যাঁহারা কবি, তাঁহারা সর্ব্বদা সূর্য্যের সঙ্গে পদ্মফুলের প্রেমের বর্ণনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাহার কাব্যাংশ ছাড়িয়া দিলে দেখিতে পাই, সূর্য্য সুদূরে থাকিয়া পদ্মকে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য অনবরত আকর্ষণ করিতেছে। পঙ্কের মধ্যে পদ্মের জন্ম, কোন্ পঙ্কের মধ্যে পদ্ম নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে ; সূর্য্য দূরে থাকিয়া কিরণ বিস্তার করিয়া কেবল নিয়ত বলিতেছে, "পদ্ম ! তুমি প্রস্ফুটিত হও।" তৎপরে পদ্ম ক্রমে ক্রমে সূর্য্য রশ্মিতে, পঙ্ক এবং জল ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়া জলের উপরি পত্র বিস্তার করিল, ক্রমশঃ পদ্ম প্রস্ফুটিত হইল। যখন পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া আছে, তখন কেমন সুন্দর—কেমন শোভা ! যখন পদ্ম, পঙ্কমধ্যে নিমগ্ন ছিল, তখন সে পৃথিবীর উপরিস্থিত জল—বায়ুর বিষয় কিছুই জানিত না, ক্রমে যখন আস্তে আস্তে জল ভেদ করিয়া জলের উপর একটি পত্র বিস্তার করিল, তৎপর একটি মুকুল জন্মিল, পরে সে সূর্য্যকিরণ প্রাপ্ত হইয়া প্রস্ফুটিত হইল এবং পৃথিবীর উপরিস্থিত সব জানিল।

এই প্রকার আমাদের জীবনে লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাই—যখন আমরা পাপে ডুবিয়া থাকি, তখন ঈশ্বরের বিষয় কিছুই বুঝিতে পারি না, কেবল মুখে বলি ঈশ্বর আছেন। কিন্তু জ্ঞাত কি অজ্ঞাতসারে তাঁহার কৃপা আমদের উপর পতিত হয়, তখন আমরা পদ্মের ন্যায় পাপ ভেদ করিতে পারি, তখন আর কিছুতেই আমাদের বাধা দিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ্ম যখন জলের ভিতর ছিল, তখন সে যেমন জানিত না যে, উপরে কি সুখের বস্তু ছিল; যেই জল ভেদ করিয়া উঠিল, তখনই সমস্ত অনুভব করিতে সমর্থ হইল। সেইরূপ আমরা যতদিন পাপে মগ্ন হইয়া থাকি, ততদিন আমরা বুঝিতে পারি না যে, পাপ ব্যতীত আর কোন সুখ আছে। কিন্তু যখন পদ্মের ন্যায় পাপ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিতে উঠিতে, পাপের উপর পদ্মের ন্যায় পত্র বিস্তার করিতে পারিলাম, তখনই বুঝিতে পারি যে, পাপ ব্যতীত আরও কোন সুখ আছে। পদ্ম যেমন একবার জলভেদ করিয়া উঠিলে, তাহাকে আর পুনর্ব্বার ডুবাইতে পারে না—জলের উপরি ক্রীড়া করিতে থাকে, সেই প্রকার যখন আমি, পাপভেদ করিয়া উঠিলাম, তখন আর পাপ আমাকে ডুবাইতে পারে না, তখন আমি পাপের উপর ক্রীড়া করিতে থাকি। তখন দেখি, যে আমাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, এখন আমি তাহার উপরই ক্রীড়া করিতেছি। আমরা যখন সংসার ভেদ করিয়া উঠি, তখন আর সংসার কিছুতেই আমাদিগকে ডুবাইতে পারে না। তখন কেবল একমাত্র পরমেশ্বরই সেব্য বলিয়া জানি—গত জীবনের জন্য কষ্ট হয়।

আমার এমন ক্ষমতা নাই যে, আমি কেবল পাপেই ডুবিয়া থাকি। সূর্য্য যেমন পদ্মকে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য সর্ব্বদা আকর্ষণ করিতেছে, সেই প্রকার করুণাময় পরমেশ্বর পৃথিবীস্থ সমস্ত নর নারীকে আকর্ষণ করিতেছেন। যতক্ষণ আমরা পাপে ডুবিয়া থাকি, ততক্ষণ বুঝিতে পারি না। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবার পাপভেদ করিয়া উঠিতে পারিলে, আমি আর অন্য কিছুতেই তৃপ্ত থাকিতে পারি না ; তখন তাঁহার কৃপা বুঝিতে পারিয়া তাঁরদিকেই প্রাণ ধাবিত হয়। এখন সৎকার্য্য করিতেছি, আর কতক্ষণ পরে অন্যের অনিষ্ট করিতেছি, এখন ঈশ্বর ঈশ্বর বলিতেছি, তৎপর-মূহুর্ত্তেই আবার আমি কুকাজ করিলাম, ইহাতে আমার কিছুই হইবে না। ঈশ্বরের দিকে একবার যার হৃদয় ফিরিয়াছে, সেকি আর কুকাজ করিতে পারে? সে যে, নিজে মরিয়াছে—তাহার কি আর কুকাজ করিবার ক্ষমতা থাকে? আমাকে মরিতে হইবে, না মরিলে কিছুই হইবে না। যতক্ষণ বীজ না মরে, ততক্ষণ সে অঙ্কুরিত হইতে পারে না। সেইপ্রকার আমাকেও মরিয়া বাঁচিতে হইবে। দয়াময় পরমেশ্বর প্রথমতঃ যখন নরনারীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখনই তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ে ধর্ম্ম-বীজ রোপণ করিয়া দিয়াছেন। সেই বীজ কাহারও বিনষ্ট করিবার সাধ্য নাই। যতক্ষণ পাপে নিমগ্ন হইয়া থাকে, ততক্ষণ তাহা অঙ্কুরিত হইতে পারে না।

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ নবিভেতি কুতশ্চন।" পরমেশ্বরের আকর্ষণ যখন আমার উপর পতিত হয়, তখন আমার আর ভয় থাকে না—তখন সংসারের এমন ক্ষমতা নাই যে, সে আমাকে ডুবাইয়া রাখে। সংসার আমাকে যতই আকর্ষণ করুক না কেন, আমি তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিতে থাকি। দয়াময়—করুণাময় পরমেশ্বর, প্রত্যেক নরনারীকে আকর্ষণ করিতেছেন। আমি এখন ধর্ম্ম করিলাম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর কতক্ষণ পরেই পাপ করিতেছি, এরূপ করিলে চলিবে না ; খাঁটি হওয়া চাই। বীজ যেমন না মরিলে অঙ্কুরিত হয় না, সেই প্রকার আমাকেও মরিতে হইবে। আমি সর্ব্বদা সত্যে বিরাজ করিব—পবিত্রতাতে পূর্ণ থাকিব। আমার পরমেশ্বর, এখন আছেন, তখন নাই এমন নয় ; তিনি সর্ব্বক্ষণই আছেন। যখন দেখি, আমার সেই ভাব মনে নাই, তখন আমার পাপপঙ্ক ভেদ করা হয় নাই। আমি এই ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছি, পরক্ষণেই আবার পরস্ত্রীর প্রতি লোভ করিতেছি ; আমি এই পরমেশ্বরের পূজা করিতেছি, তৎপরেই আবার দেখি যে, আমি অন্যের কুৎসায় ব্যাপৃত ; এই সব যতক্ষণ, ততক্ষণ আমি বাস্তবিক সেই পরমেশ্বরকে পূজা করিতে পারি নাই। আমি হয়তো আমার কোন রিপুর সেবা করিতেছি, আমি হয়তো আমার কামক্রোধাদি রিপুর সেবাই এতদিন করিয়াছি। কেবল যদি কতকগুলি কথা বলি, কিন্তু জীবনে যদি সত্যলাভ না হয়, তাহাতে আমার ধর্ম্ম হয় না—সে কেবল আমার বিড়ম্বনামাত্র। যদি আমার জীবন, ধর্ম্ম চায়, তবে কেবল সেই পরমেশ্বরের দিকে নিয়ত চলিবে। সাংসারিক বিষয়ে ডুবিয়া থাকা ধর্ম্ম নয়। আমি সেই পরমেশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিব—আমি সেই সত্য-ধর্ম্মকে চাই—তাঁহাকে না পাইলে আর চলে না। এই—সমস্ত জীবনে অনেক কথা বলিয়াছি, আর কথা বলিতে চাই না। এখন আমার মৃত্যু নিকটে—কখন মৃত্যু হইবে জানি না, এখন আর কথা বলিবার সময় নয়। জীবন শেষ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফেলিয়াছি, এখন সত্যধর্ম্ম চাই। অনেক পাপ করিয়াছি, পাপ করিতে করিতে এমন অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে যে, এখন সেই অভ্যস্ত পাপ পরিত্যাগ করিতে পারি না। অনেক সময় অনেক চেষ্টা করিতে যাই, দেখি কিছুতেই কিছু হয় না; তখন ভাবি, সেই পরমেশ্বর, নিজে উদ্ধার না করিলে আর আমার উপায় নাই। আমাকে না মরিলে হইবে না—আমার অহঙ্কারকে আমি ফেলিয়াও ফেলিতে পারি না। একবার মরিয়া যদি জীবন পাই, তবে আমার মরণই ভাল। একটু শিরঃপীড়া হইলে আমি অস্থির হইয়া পড়ি, সামান্য একটু ব্যাধি আমি সহ্য করিতে পারি না, আমি বুঝিয়াছি সেই কৃপাময় ব্যতীত, আমার আর উপায় নাই। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমি সেই দিকে যাই। আমি এই পশু-জীবন আর ধারণ করিতে পারি না; আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমার পশুজীবন দূর হইয়া যাউক—আমি মরিয়া জীবন পাই। দয়াময় প্রভু! আমাকে কৃতার্থ কর।

ঢাকা—পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ২৪শে শ্রাবণ—১২৯৩ সন।

উপদেশ।

মুসলমান সাধকদিগের একখানা গ্রন্থ আছে, তাহাতে এরূপ লেখা আছে যে, —কোন বাদসাহ, ঘোষণা করিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমার রাজ্যে যত লোক আছে, তাহারা কেহই অন্য ঈশ্বরকে মানিতে পারিবে না—কেবল আমাকেই ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিবে, যে কেহ অন্য নাম করিবে, তাহার শিরচ্ছেদ করিব।" তাঁহার অধিকারে যাঁহারা সাধু ছিলেন, তাঁহারা গোপনে গোপনে ঈশ্বরের নাম সাধন করিতে লাগিলেন। এক দিবস ঐ বাদসাহের বাটীস্থিত একজন দাসী, যখন তাঁহার কন্যার চুল আঁচড়াইয়া বাঁধিয়া দিতেছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁহার হস্ত হইতে চিরুণী পড়িয়া যাওয়াতে "বিস্‌মোল্লা" বলিয়া উঠিলেন। তখন বাদসাহের কন্যা বলিল, তুমি আমার পিতাকে কি "বিস্‌মোল্লা" বলিলে ? তখন সেই দাসী বলিয়া উঠিলেন, না—এতদিন গোপনে গোপনে রাখিয়াছিলাম, কিন্তু আজ আর পারিলাম না। তোমার পিতার এমন ক্ষমতা নাই যে, তিনি একটি শস্য জন্মাইতে পারেন, অথবা একটি সামান্য প্রাণী সৃষ্টি করেন, তাঁহাকে কেন আমি "বিস্‌মোল্লা" বলিব। তখন সেই কন্যা বাদসাহকে সমস্ত কথা জানাইলে, বাদসাহ তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি অন্য নাম ত্যাগ কর, নচেৎ তোমার উপায় নাই, তোমার সর্ব্বস্ব বিনাশ করিব।" তখন দাসী বলিলেন, "আমার কিছু মাত্র ভয় নাই—তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, তথাপি আমি সেই নাম ত্যাগ করিয়া কখনই তোমাকে পূজা করিব না।" তখন বাদসাহ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তপ্ত তৈলের কটাহে তাঁহার কন্যাদিগকে এক এক জন করিয়া বিনষ্ট করিতে লাগিলেন, তাহাতে তিনি দৃক্‌পাতও করিলেন না !! তৎপর তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তৈলের কটাহে নিক্ষেপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন, তিনি তাহাতে কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব না করিয়া হাসিতে হাসিতে আনন্দের সহিত ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন !! তখন বাদসাহ নিজে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে লোকে তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করে না, অথচ এত কষ্ট অকাতরে কি প্রকারে সহ্য করে। তখন অন্য একজন সাধক, তাহাকে বলিলেন যে, "যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে জানিয়াছে, সে কি আর পৃথিবীর লোককে ভয় করিয়া তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতে পারে ?"

আমরা এই প্রকার সংসারের দিকে দেখিলে, দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই যেন ঈশ্বর। আমরা যে সমস্ত পদার্থ ব্যবহার করি, তাহার প্রত্যেক বস্তু বলিতেছে, আমিই তোমার দেবতা, তুমি সব ছাড়িয়া আমাকেই পূজা কর ; কিন্তু যদি তাহা না করিয়া দাসীর ঐ পড়া জিনিসের মত, "বিস্‌মোল্লা" বলিয়া তুলিয়া লই, তখন সেই বস্তু বলিবে, "তুমি আমাকেই বিস্‌মোল্লা বলিলে !" আর আমরা যদি বলি, "না—তোমাকে নয়" ; তাহা হইলে সে আমাদিগকে উৎপীড়ন করিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে চায়—সে কি আর উৎপীড়নে ভয় করে ? সে বলে, "তোমকে আমি আমার পরমেশ্বর বলিতে পারিব না। পরমেশ্বর আমার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা—তিনি কথার কথা নন।" তাঁহাকে প্রত্যক্ষ না করিলে, লোকে বলিবে, ঈশ্বর কতকগুলি কথা, আমি পুস্তকে পড়িয়াছি, ঈশ্বর কতকগুলি অক্ষর, কেহ বলিবে, তোমার কতকগুলি মনের ভাব। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি যদি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা হইলে কি আর আমি বলিতে পারি যে, তিনি কতকগুলি কথা, কতকগুলি অক্ষর? তখন বলি, না,—তিনি প্রত্যক্ষ দেবতা, তিনি কথার কথা নন। আমরা সূর্য্যকে দেখিতেছি, তাহার কিরণ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য জল, বায়ু, জীব, জন্তু প্রভৃতি যে কিছু বস্তু দেখিতেছি, একি কল্পনার কথা? এ সকল যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি ঈশ্বরও প্রত্যক্ষ। "যো দেবোগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং-ভুবনমাবিবেশ। য ওধধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥" প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন, যে দেবতা অগ্নিতে, যে দেবতা জলেতে, যে দেবতা সর্ব্বভূতে, তাঁহাকে নমস্কার করি। যে দেবতা সকলের মধ্যে আছেম, তিনি কি কথার কথা? হে বিশ্বাসী! যদি বিশ্বাস থাকে, তবে দেখ, এই যে মেঘ বর্ষণ করিতেছে, এই যে বৃক্ষের পাতা পড়িতেছে; সকলেই আমার ঈশ্বরের কথা বলিতেছে। যদি তোমার প্রকৃত বিশ্বাস থাকে তবে কি আর কেহ তোমাকে ভুলাইতে পারে? কাহার সাধ্য যে, সে বলিবে, "এস আমার পূজা কর।" ভগবানকে যদি আমি প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তবে আমার প্রত্যেক রিপু—কাম ক্রোধাদি বলিবে, না,—আমরা তোমার উপর আর আধিপত্য করিতে চাই না। তখন তাহারা আমার প্রত্যেক সৎকার্য্যে সায় দিবে। পরমেশ্বর কি আমার কথার কথা? না,—তিনি বাস্তবিক আমার প্রত্যক্ষ দেবতা। মৃত্যুকালে আমার কে সহায় হইবে? এইতো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিলাম, এতকাল যাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিলাম, যাঁহারা সংসারের বন্ধু ছিলেন, এখন তাঁহারা কোথায়? পুরাতন বন্ধুদিগের নিকট যদি আমাকে বিক্রয় করিতাম, তবে আমি এখন কোথায় দাঁড়াইতাম? আমার এখন কি গতি হইত? সংসারে যাঁহারা বন্ধু ছিলেন, যদি তাঁহাদের মুখের দিকেই চাহিয়া থাকিতাম, তবেই বা আমার এখন কি গতি হইত? সংসারের কেহই আমার নয়। আমার প্রভুই পুরাতন—আমার প্রভুই নূতন। "আমার দেবতা" এই কথা যখন প্রাণ ভরিয়া বলি, "এই যে আমার দেবতা" এই কথা যখন বলি, তখন তিনি ধরা দেন। ঈশ্বর আমার দেবতা—ঈশ্বর আমার প্রাণ। তাঁহাকে যদি আমার প্রাণ মন চায়, তাহা হইলে বাস্তবিক তাঁহাকে ধরা যায়, তিনি ধরিবার বস্তু।

বেদীতে উপাসনা করিলাম তাহাতে যদি কেহ সুখ্যাতি করিল, তাহা হইলে মনে বড় সুখ হয় এবং যদি কেহ নিন্দা করিল, তখন মনে বড় কষ্ট হয়, এইরূপ উপাসনা বাস্তবিক ঈশ্বরের উপাসনা নয়। ঈশ্বরের উপাসনা, তাহাতে আমায় সুখ্যাতি অখ্যাতি কি? আমার মন একবার বল দেখি, তোমার উপাস্য দেবতা কে? হে আমার ধর্ম্মবন্ধোগণ! আপনারা বলুন দেখি আমার প্রভু কে? "যিনি মাতৃগর্ভে আমার সঙ্গে থাকিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই।" তিনি আমার বাল্য-কালের সঙ্গী, বৃদ্ধকালের সঙ্গী, সেই প্রভু কখনও আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না। আমি ব্রাহ্মসমাজে আসিলাম, ঈশ্বরের উপাসনা করিলাম, কিন্তু দেখিতে হইবে যে বাস্তবিক আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাসনা হইল কি না? আমি সম্প্রদায় চাই না। আমি ব্রাহ্মসমাজও চাই না, হিন্দু সমাজও চাই না, খৃষ্টান সমাজও চাই না, আর দলাদলি চাই না। এখন সেই প্রাণের দেবতাকে চাই। এতদিন যে পূজা করিলাম, আমার কি প্রাণে কিছু সঞ্চয় হইল, না আমি পূর্ব্বেও যাহা ছিলাম, এখনও তাহাই রহিলাম? আমি কি সেই দাসীর মত পরীক্ষা দিতে পারিলাম? আমার পরীক্ষা আসুক, আমি পরীক্ষা চাই, আমি সেই দাসীর মত তপ্ত তৈলের কটাহে পড়িব। প্রভু! বিশ্বাস চাই, কেবল বল্‌বো "হরিবোল", "হরিবোল"। প্রভু! আমা হইতে সব কে'ড়ে লও, আমাকে শ্মশানে লইয়া যাও, আমাকে কটাহে ফেল, আমার অস্থিমাংস ভস্ম হইয়া যাউক, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "হরিবোল", "হরিবোল" বল্‌বো। কে আমার এমন বন্ধু আছেন? যিনি থাকেন, তিনি আমাকে শ্মশানে পোড়াইয়া আমার প্রকৃত বন্ধুর কাজ করুন। এইরূপ করিলেই প্রকৃত বন্ধুর কাজ করা হইবে। আমি মান যশ—চাই না, আমাকে পোড়া'য়ে খাঁটী করুন। আমি এখনও খাঁটি হইতে পারিলাম না, আমার মন এখনও এদিক ওদিক দোলে, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয় যে, আমি এখনও ঠিক হইতে পারিলাম না। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন আমার প্রাণ খাঁটি হউক, আমি সেই পরমেশ্বরকে খাঁটি হইয়া সেবা করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঢাকা-পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ৭ই ভাদ্র—১২৯৩ সন।

উদ্বোধন।

মনুষ্য-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরাতন পদার্থের প্রতি অনুরাগ মনুষ্যের স্বভাব। মানব, পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে; যখন কোন স্থানে ভ্রমণ করিতে যায়, তত্রত্য নূতন সকল পরিত্যাগ করিয়া, প্রাচীনকীর্ত্তি সকল—প্রাচীনমন্দির প্রভৃতি দর্শনে ব্যগ্র হয়। তজ্জন্য কত দুর্গমস্থানে, অরণ্যে গমন করে। প্রাচীনপুস্তক, পুরাতন দেশ এ সকলের উপর লোকে বিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই সংসারে যে সকল পদার্থ দর্শন করি ইহার সকলই সৃষ্ট, অনন্ত কালের সহিত তুলনা করিলে, ইহার একটিকেও তত পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, পুরাতনের অনুসন্ধান করিতে গেলে, সেই অনাদি, নিত্য, পরাৎপর, পরব্রহ্মের মত পুরাতন আর কাহাকেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তিনিই প্রাচীনের প্রাচীন—পুরাতনের পুরাতন। তিনি আদিসত্য, আদি-শক্তি, পরা-শক্তি। জগতের প্রাচীন পদার্থ সমূহ তাঁহা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। প্রকৃত সত্য তিনি, আর সব ব্রহ্মাণ্ডাদি তাঁহারই ছায়ামাত্র। তাঁকে একবার পুরাতন বলিয়া বুঝিতে পারিলে, আপনা হইতেই তাঁহার দিকে প্রাণ ধাবিত হয়। পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধা হইতেই মানবের প্রাণ সেই প্রাচীনতম পরমেশ্বরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদান করিয়া থাকে, মানবের প্রাণ স্বভাবতঃই সত্য, সুন্দর, মঙ্গল, অনন্তকে প্রার্থনা করে। সেই "সত্যংশিবং সুন্দরংকে" প্রাপ্ত হইলেই তাহার এই অনুরাগ চরিতার্থ হয়। সত্য প্রভৃতিতে যে অনুরাগ, তাহা হইতেই আমরা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হই। ইহার একটিকে ধরিতে পারিলেই, তাঁহার নিকটে উপনীত হওয়া যায়। আমরা সেই পুরাতন পুরুষের পূজার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি। সেই পূজা বাহিরের কিছু নহে, অন্তরের ব্যাপার। তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কোথাও প্রাণের আশার পরিসমাপ্তি নাই। যাঁর সঙ্গে আমাদের এমন যোগ, তাঁর পূজার জন্য এখানে আসিয়াছি। তিনি সামান্য পুরাতন মন্দির প্রভৃতির ন্যায় নহেন, তিনি পূর্ণ পুরাতন। তিনি স্বয়ংই তাঁহার পূজার জন্য প্রাণকে লালায়িত করেন। সেই পরাৎপরকে পূজা করিতে চাই। তিনিই ইষ্টদেবতা। যিনি প্রাণে এত ক্ষুধা দিয়াছেন তিনি দূরে নহেন, তাঁকে অনুসন্ধান করিবাব জন্য দূরে যাইতে হয় না—বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। তিনি সর্ব্বব্যাপী প্রাণের প্রাণ হইয়া সর্ব্বদা অন্তরে বাস করিতেন। তাঁর পূজা করিলে প্রাণের মলিনতা দূরে চলিয়া যায়, প্রাণের সকল আশা তখনই চরিতার্থ হয়। প্রাণ যদি একমাত্র তাঁকে পূজা করিতে চায়, তবেই তাঁর পূজা হয়। কিন্তু তা হয় কোথায়? প্রায়ই আমরা কামাদি রিপুসকলের—নিজের স্বার্থেরই পূজা করি; তাই অনেক সময় তাঁর পূজা করিতে আসিয়াও নিরাশ হইয়া চলিয়া যাই। যাহারা পাপে রত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে, তাহারা তাঁহাকে মুখে সর্ব্বব্যাপী বলে, কিন্তু কাযে, কল্পনা বা একপ্রকার চিন্তা বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করে। যেমন মেঘে সূর্য্য আবৃত থাকিলে, তাহার তেজঃদৃষ্ট হয় না, সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার পাপের আবরণ হইতে মুক্ত না হইলে, ভগবানের প্রকাশ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। আমরা যাঁহার নিকট আসিয়াছি, তিনি জাগ্রত, জীবন্ত, অন্তর্য্যামী দেবতা, তিনি সমুদায় জানিতেছেন। তাঁর পূজা করিতে হইলে অন্তরের আর সমস্ত বাসনা দূর করিতে হয়, নতুবা তিনি প্রকাশিত হন না। তিনি স্বপ্রকাশ, স্বয়ং প্রকাশিত না হইলে, সাধন করিয়া কেহই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। সাধনের দ্বারা প্রাণের মলিনতা—অপবিত্রতা দূর হইয়া যায়, প্রাণ তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। সাধনের দ্বারা হৃদয়-দর্পণ পরিষ্কৃত মার্জ্জিত না হইলে, সেই পবিত্র সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত হইতে পারে না, এই জন্যই সাধনের প্রয়োজন। একবার প্রাণের সহিত যদি বলিতে পারি, "দোহাই প্রভু! তোমাকে চাই", তবে তথক্ষণাৎ তিনি প্রাণকে কৃতার্থ করিবেনই করিবেন. সন্দেহ নাই। "দীনবন্ধু! কৃপা কর, এই যে তুমি সম্মুখে বর্ত্তমান" এই বলিয়া একবার তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারিলেই যথেষ্ট। এই কর প্রভু! যেন তোমাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখিয়া একটি প্রণাম করিতে পারি। এই যেন জপ হয়, "প্রভু! সুখ দুঃখে তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

"তিনি আমার পিতা, মাতা, আশ্রয়, আর ভয় নাই", প্রাণের সহিত এই বিশ্বাস হইলেই ধর্ম্ম হইল। শোনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথায় ও বইর কথায়, প্রাণ বাঁচে না, প্রকৃত বিশ্বাস চাই। তিনি সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ দেবতা, ইহা কল্পনা নয়। তাঁকে দেখা যায়, ধরা যায়, আস্বাদন করা যায়, শোনা যায়; এ কথার কথা নয়, আমি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া বলিতেছি। তিনি যখন প্রকাশিত হন, তখনই আমার শক্তি, নতুবা আমি অসার। তাঁকে একবার দেখিলে উৎসাহ ফুরায় না, শক্তি কমে না। ঐযে পূর্ব্বে আসক্তি রিপু-সকল বিদ্রূপ করিয়াছিল, তাহারা আসিলে বলি—"একবার না হয় পড়িয়া গিয়াছিলাম তাতে কি?" তখন সমস্তরিপু, তাঁরই পূজা করিতে থাকে। তখন আর তারা রিপু থাকে না, বন্ধু হইয়া যায়। রিপু সকল একবার তাঁর পূজা করিলে আর বিদ্রূপ করে না, তাহারা বলে, "আমরা কেবল তোমার প্রভুকেই পূজা করিব।" তখনই চিদানন্দ। এইযে এখানে তিনি! (চীৎকার) ত্বংহি-ত্বংহি-ত্বংহি! কেবলই তুমি, কেবলই তুমি, আর যাহা দেখি, সব শূন্য, সব অন্ধকার; আর সব তোমাতেই দেখা যাইতেছে। ত্বংহি। জয়দেব—জয়দেব! ধন্যদেব ধন্যদেব! ধন্য পরিত্রাতা! করুণাময়-দীননাথ দীনবন্ধু! এমন ক'রে তুমি রক্ষাকর, না হইলে কি আর পারিতাম! দুর্দ্দিনে কেবল তুমিই রক্ষাকর, মানুষ সাহায্য করে না। তুমিই আমার দরদী, হে আমার প্রাণের দরদী! তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য! তোমাকে বার বার প্রণাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপদেশ।

মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে যে, মুশা একদিন পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! তোমার ভক্ত কোথায় আছেন?" ভগবান বলিলেন, "ঐযে সম্মুখে পাহাড় দেখিতেছ, ঐস্থানে আমার ভক্ত বাস করিয়া থাকে।" মুশা, ঐ ভক্তকে দর্শন করিবার জন্য, ঐ পাহাড়ে আরোহণ করিলেন। নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়া একটি জীর্ণ-শীর্ণ লোক দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ভগবানের ভক্ত?" তিনি বলিলেন "হ্যাঁ।" পরে মুশা বলিলেন "আপনার মনে কোন বাসনা থাকিলে, অনুমতি করুন, আমি তাহা পূরণ করিয়া দিই।" সেই ব্যক্তি বলিলেন, আমার আর অন্য অভিলাষ নাই—পরমেশ্বরই আমার একমাত্র বাঞ্ছনীয়।" এই কথা বলিয়াই, ক্ষণকাল পরে বলিলেন, "না,—আমার আরও তুইটি অভিলাষ আছে,—একটি মুশা প্যাগাম্বরকে দর্শন করা, অপরটি শীতল জল পান করা।" মুশা বলিলেন, "আমিই মুশা প্যাগাম্বর, সুতরাং আপনকার প্রথম অভিলাষ তো পূর্ণ হইল; দ্বিতীয়টি পূর্ণ করিতেছি" বলিয়া সুশীতল জলের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। প্রস্রবণ নিকটে ছিলনা বলিয়া, জল আনয়ন করিতে কিয়ৎকাল বিলম্ব হইল। ইতিমধ্যে এক হিংস্র জন্তু আসিয়া ঐ ভক্তের প্রাণ সংহার করিল। মুশা, প্রত্যাগমন করিয়া ভক্তের মৃতদেহ দর্শনে বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "পরমেশ্বর! এই কি তোমার বন্ধুর কার্য্য? এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকারেই কি তুমি তোমার প্রেমিককে রক্ষা করিয়া থাক ?” তখন পরমেশ্বর প্রকাশিত হইয়া মুশাকে বলিলেন, “হে মুশা ! সাবধান ! তোমার রসনাকে সংযত কর—কি বলিতেছ ? যে আমার বন্ধু—যে আমার প্রেমিক, সেকি আমাছাড়া অন্য পদার্থের অভিলাষ রাখে ? তাহার যে সমুদয় বাসনা কামনার স্থলই আমি। এই ব্যক্তি কখনও আমার ভক্ত নহে, যদি ভক্ত হইত তবে তোমাকে দেখিবার ও শীতল জল পান করিবার বাসনা আছে, এই কথা কি মুখে উচ্চারণ করিতে পারে,—না, মনে আনিতে পারে ? যে আমার ভক্ত সে আমাকে ছাড়া অন্য জানে না, তাহার বাসনাও আমাভিন্ন অন্যে থাকিতে পারে না।” মুশা, পরমেশ্বরের এইরূপ ভাব দর্শন করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন প্রভু ! আমি কি আপনার ভক্ত হইতে পারিব ?

এই আখ্যায়িকাটি শুনিয়া মনে হয় আমরা কি ভক্ত হইতে পারিয়াছি ? কৈ জীবনতো তাহার সাক্ষী দিতে পারে না। তাঁর ভক্ত হওয়া তাঁর সখা হওয়া কি সহজ কথা ? এখনও তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারি নাই—এখনও অনেক সময় তাঁকে না দেখিয়াও আমোদ-আহ্লাদে সময় যাপন করিয়া থাকি। একদিন কষ্ট উপস্থিত হইলে চারিদিক অন্ধকার দেখি। যিনি তাঁহাকে মঙ্গলস্বরূপ, রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জানেন, তিনি কখনও দুঃখিত কি চিন্তিত হইতে পারেন না। আমার দেবতা আমার প্রভু মঙ্গল করেন, আর আমার ভয় কি ? সুখ কি দুঃখ আমি বুঝি না, কষ্টেতেও মনে করি, উহাতেই আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাল হইবে। লোকে বলে, "কেন পরমেশ্বর পরমেশ্বর করিতেছ ? কষ্ট দুঃখ হইল, তবু পরমেশ্বর ছাড়না ?" তাঁকে যদি একবার আমার বলিয়া ধরিতে পারি, তা হইলে আমার আর দুঃখ কি ? তাঁর জন্য সকল সইতে পারি—কষ্টও সুখ হইয়া যায়। এখনও তো এই অবস্থা আসিল না। কষ্ট উপস্থিত হইলে তাহা দূর করিবার উপায় চিন্তা করি, তাহা দূর করিবার জন্য মনুষ্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হই, কৈ তাঁকে আশ্রয় করিয়া তো নির্ভয় হইতে পারিতেছিনা। এখনও মনুষ্য, অন্য পদার্থ ও সংসার, আমার অবলম্বন রহিয়াছে। হে প্রভো! এখনও মনুষ্যের উপর, সংসারের উপর, অন্য পদার্থের উপরই রহিলাম, তোমাকে চিনিলাম না! এখনও আমার সেই অবস্থা হইল না। অন্যকে বলিতেছি না, আমার নিজকে বলি। আমি সরল ভাবে বল্‌ছি, আমি আপনাদিগকে উপদেশ দিতেছি না ; আমার নিজকে উপদেশ বলিতেছি। আমি উপদেশ দিই না, আপনারা আমাকে উপদেশ দিন্। আজিও আমি তাঁহাকে প্রভু বলিতে পারি নাই। এমন কুঅভ্যাস হইয়াছে যে যখন কোন দুর্ঘটনা কি অসুখ উপস্থিত হয়, তখন তাঁরদিকে দৃষ্টি যায় না। তিনি যে, আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন, ইহা বুঝিলে আর ভাবনা কি ? আমি কি তাঁর ভক্ত, তাঁর দাস হইতে পারি ? এখনও অনেক সময় তাঁকে ভুলিয়া যাই, তাঁহার বিস্মৃতির সময় কোন দুর্ঘটনা হইলে, বিহ্বল হইয়া পড়ি। তাঁকে মনে হইলে আর ভয় হয় না, আর ভাবনা থাকে না। তিনি যখন সম্মুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না থাকেন, তখন হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতি রিপু সকল অত্যাচার করিতে থাকে। অন্যকে কি উপদেশ প্রদান করিব, আমার নিজের এই দুরবস্থা। অভ্যাসের এই ফল। বাল্যকাল হইতে যাহা করিয়াছি, সেই কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে। অবিশ্বাস ও আসক্তি এখনও রহিয়াছে। আমি প্রভুর পূজা করিতে যাই, পূর্ব্বপরিচিত আসক্তি, আসিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলে, "সেই তো তুমি, তুমি আবার পরমেশ্বরের পূজা করিবে?" বস্তুতঃ আসক্তির আস্ফালনে আমি ম্লান হইয়া যাই। প্রকৃত পক্ষেই আমার কি সাধ্য, আমি তাঁর পূজা করি? আমার কোন শক্তি নাই—আপনার বলে কিছু হয় না—মানুষ অসার—অসার। যখন প্রাণে এই দীনতার অবস্থা আসিয়া তাঁহাতে নির্ভর শিক্ষা দেয়, তখনই তিনি প্রাণে প্রকাশিত হন্। তখনই দেখি, তিনি—সম্মুখে দণ্ডায়মান। এই যে তিনি—এই যে তিনি! (চীৎকার) প্রভো! কেন তোমাকে ভুলি, কেন অন্ধকারে পড়ি? দীননাথ! দীনবন্ধু! এইরূপে তুমি রক্ষা কর, তখন আর চিন্তা কি?

ঢাকা-পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ১৪ই ভাদ্র—১২৯৩ সন।

উদ্বোধন।

যাঁহারা মহাজনের নিকট ঋণ করিয়া ব্যবসা করেন, তাঁহারা সর্ব্বদা ভীত থাকেন যে, কোন্ সময় মহাজন আসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টাকা চাহিবে, না দিতে পারিলে, দেউলিয়া হইতে হইবে—লোকে আর বিশ্বাস করিবে না। মহাজন যখন জিজ্ঞাসা করে টাকা কি করিলে? তখন যদি দেখাইতে পারে যে, জিনিষ সকল জমা রহিয়াছে, যাহা ক্রয় করিয়াছেন তাহা নষ্ট করে নাই, তবে এক প্রকার। যদি বলে বাকী বিক্রয় করিয়াছি, যাহারা বাকী নিয়াছে তাহারা মূল্য দেয় না; এইরূপ অবস্থা ঘটিলে মহাজনের নিকট অপ্রস্তুত হইতে হয়, আর অর্থ চাহিলে পায় না। আমাদের মহাজন—পরমেশ্বর, আন্তরিক ধর্ম্মভাব—অর্থ। তিনি যে ধর্ম্মধনে ধনী হওয়ার জন্য আমা-দিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ধনকে বাড়াইতে হইবে; তদ্দ্বারা আমোদ আহ্লাদ করিতে হইবে। কিন্তু আমরা সেই সকল ভাবকে সংসারের নিকট বাকী বিক্রয় করিয়াছি, কতক স্ত্রীকে, কতক পুত্রকে, কতক পদমর্য্যাদায়, কতক বিভবকে, তাহা বাকী দিয়াছি। এখন তাহারা আর চাহিলে দেয়না, তাই মহাজনের নিকটে শূন্য হাতে আসিতে ভয় হয়। যখন আমরা তাঁহার পূজার জন্য আসিয়া উপস্থিত হই, তখন যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কি আনিয়াছ? মনের মধ্যে যদি কোন উপকরণ না থাকে, কিম্বা মনের মধ্যে এক কড়া আধ কড়া থাকিলেও তাহা দিয়া কি সন্তুষ্ট থাকিতে পারি? তবে কিনা, আমাদের মহাজন বড় ক্ষমাশীল, উদার, তাই রক্ষা। তাঁর ধন ষোল আনা প্রায় শেষ করিয়াছি, এক পয়সা আধ পয়সা থাকিতে পারে, এরূপ মনে হয়। আমি তাঁর কি পূজা করিব? ষোল আনা অনুরাগ না থাকুক, বার আনা থাকিলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষতি ছিল না, এ হৃদয় লইয়া কি তাঁর উপসনা করা যায়? কত যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র, তাঁর পূজা করিতেছেন, আমরা কি দিয়া তাঁর পূজা করিব? অনেক সময় পরমেশ্বর, পরমেশ্বর বলিতেছি তিনিতো সর্ব্বব্যাপী, জাগ্রত জীবন্ত দেবতা, কৈ তাঁকে দেখি না কেন? না মন অন্যত্র বিক্রীত হইয়া রহিয়াছে। অনেক সময় মনে করি, তাঁর পূজা করিতেছি, কিন্তু ভাবিলে দেখি অন্যের পূজা করিতেছি—নিজের বাসনা কামনা পূজা হইতেছে। এইরূপ অনেক সময়ে আত্ম-প্রতারিত হইতে হয়। সত্যস্বরূপ দেবতা, তাঁকে ষোল আনা প্রাণ দিতে পারিলে এখনই সব শূন্যস্থল পূর্ণ হইবে—অন্ধকার আলো হইয়া যাইবে। তিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ—কল্পনা নন, বাক্য বা ভাব নন; ষোল আনা অনুরাগে ডাকিলে এখনই তাঁর প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন যে করুণাময়, দীননাথ-দীনবন্ধু, তাঁর পূজা করিতে আসিয়াছি। তিনি আমাদের সমস্ত প্রাণ মনকে টানিয়া লউন। আমরা তাঁর পূজা করি।

উপদেশ।

শৈশবকালে শিশুরা যখন খেলা করিতে যায়, তখন কোন শিশুকে অপর কোন শিশু আঘাত করিলে, কি গালাগালি করিলে, যে সবল, সে তার প্রতিশোধ লইয়া থাকে; আর যে দুর্ব্বল, সে বারংবার বলিতে থাকে, "দেখ! তুমি যে আমাকে গালাগালি দিতেছ, মারিতেছ, আমি কিন্তু মা'র কাছে বলিয়া দিব।" ঐ শিশুর বিশ্বাস, তাহার জননী, সকলকেই শাসন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে পারেন, সকলেরই কর্ত্তা। যখন শিশুরা খেলায় মত্ত হইয়া পড়ে, তখন আত্মীয়গণ আসিয়া বলেন, "ওরে! অনেক বেলা হইয়াছে, যা, বাড়ী যা।" তখন শিশুগণ খেলার মত্ততায় আত্মীয়গণের কথায় কর্ণপাতও করে না। কিন্তু যখন খেলা ভঙ্গ হয় তখন মা'র কথা মনে পড়ে, আর "আমি মা যাব—মা যাব" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে। তখন পরিচিত কি অপরিচিত লোক বলিয়া কোন বিচার করে না, লোক পাইলেই তার সঙ্গে মা'র নিকটে যাইতে চায়। খেলায় প্রথমে প্রহারের সময়ে "মাকে বলিয়া দিব" বলিয়া মা'র কথা মনে করে, কিন্তু মধ্যম অবস্থায় খেলায় মত্ত হইয়া মা'র কথা ভুলিয়া যায়, খেলা ভঙ্গের অবস্থায় আবার মা'র কথা মনে পড়ে।

শিশু, সর্ব্বদা মাকেই ভাবে, সুখ দুঃখ যাহা কিছু মাকেই বলে, আমোদ আহ্লাদের কথাও মাকেই জানায়। সে মনে করে, এ সংসারে মা'র মতন আর কেউ নাই, মা'র কাছে শয়ন করিলে যেমন ভাল লাগে, মা'র নিকট ভাত খাইতে যেমন সুখ হয়, এরূপ আর কোথাও হয় না, শিশু মা'র মতন সুন্দর আর কিছুই দেখিতে পায় না, শিশুর কাছে মাই সর্ব্বস্ব। কিন্তু সেই শিশু, যখন বড় হইয়া সংসারে প্রবেশ করে, যতই সংসারে মত্ত হইতে থাকে, ততই মা'র নিকট হইতে দূরে সরিতে থাকে, আর ছোট কালের ভাব থাকে না, তখন আর মায়ের কথা সর্ব্বদা মনে পড়ে না, প্রতি কথা মা'র কাছে বলে না, মা আর তখন শৈশবের মত সর্ব্বস্ব থাকেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু আমরা, বিশ্ব জননী মা আনন্দময়ীর নিকটে চিরকালই বালক থাকিব, চিরকালই তাঁর কাছে খেলা করিব। যদি এই বিশ্বাস থাকে যে, আমার মা আছেন, তবে সংসার যত কেন আঘাত করুক না, আমরা সেই শিশুর মত বলিতে থাকিব "সংসার! তুমি বুঝি ভে'বেছ আমি কাঙ্গাল, আমার কেউ নাই! তা না আমার মা আছে, আমি সব তাঁকে ব'লে দেব।" যখন সেই বিশ্বজননীকে সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে হয়, তখন আমাদের যখন যাহা ঘটে, সবই তাঁকেই বলিয়া থাকি। যদি সে ভাব মনে না হয়, তবেই কেহ কিছু করিলে, নিজেরাই তাহার প্রতিবিধান করিতে থাকি। প্রকৃতপক্ষে মা'র উপর বিশ্বাস হইলে, যদি কেহ আমাদিগকে প্রহার করিতেও থাকে, তবু হাতখানা নাড়ছিনা, কেবল "মা", "মা" বলিয়া ডাকিতে থাকি। তখন মা'র প্রাণও কেমন করে! তিনি ছুটিয়া বলেন "ওরে! তোরা কেন আমার ছেলেটাকে মার্চ্ছিস্? তোরা মনে করেছিস্ বুঝি, এর কেউ নাই?" বিশ্বজননীকে আমার প্রতিপালক—রাজা বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, সংসারে আর ভয় নাই। সব লোক, শত সহস্র কোটী কোটী লোকও যদি বিরোধী হইয়া দণ্ডায়মান হয়, তাহাদিগকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিতে থাকি "ওরে? আমার মা এ'লে তোরা দৌড়িয়া কোথায় পালাবি।"

খেলায় মত্ততার অবস্থায় যেমত আত্মীয়গণ, বাড়ী যাওয়ার জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন, সেইরূপ যখন আমরা সংসারে, ইন্দ্রিয় সুখে প্রবৃত্তির প্রলোভনে মত্ত হইয়া থাকি, তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁহারা ধর্ম্মজগতের আত্মীয় স্বজন—সেই সাধু ভক্ত সকল, আমাদিগকে বিশ্বজননী মা-আনন্দময়ীর কাছে—নিজের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য কত চীৎকার করিতে থাকেন। আমরা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাতও করি না। তাঁহারা কত করিয়া বলেন "ওরে! সন্ধ্যা হইল, চল, তুমিতো মাকে ছেড়ে রাত্রিতে একাকী থাকিতে পার না, মা'র কাছে না শুইলেতো তোমার ঘুম হয় না।" এরূপে মা'র কথা তাঁহারা মনে করিয়া দিলেও আমাদের মনে পড়ে না।

আমি যেমন ছোট বেলায় সব কথা মাকে বলিতাম, মা তখন খেলাবার, বেড়াবার, শোয়ার সঙ্গী ছিলেন, সেই অবস্থা আবার না আসিলে আর সুখশান্তি নাই। ছোট বেলা যেমন মাকে সর্ব্বদা মনে করিতাম, সেইরূপ বিশ্বজননীকে ভাবিতে না পারিলে আর উপায়ন্তর নাই। লোকে যত প্রহার করে করুক, যত বিপদ আসিতে পারে আসুক, প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়গণ যত অত্যাচার করিতে সক্ষম, করুক, কিছুতেই আমি নিজে কিছুই করিব না, কেবল উচ্চৈঃস্বরে বলিব—"ওরে! তোদের সব কথা আমার মাকে ব'লে দেব!" একথা মুখে বলিলে চলিবে না, কাজে করা চাই। "লোকে আমাকে এরূপ বল্‌বে কেন"—"আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কর্‌বে কেন"—এই যে অহঙ্কার, ইহাই কষ্টের নিদান। "আমি কিছুই নই, মাই সব, নিন্দা প্রশংসা কিছু আমার নহে, মাই আমার সর্ব্বস্ব।" মনে এরূপ ভাব আসিলে, আর কষ্ট থাকিতে পারে না। "দেখ মা! এই যে ওরা আমাকে কাদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়েছে, সংসার আমাকে প্রলোভন দেখা'য়ে ভুলাইতে চেয়েছে, প্রবৃত্তি-ইন্দ্রিয় সকল আমার সঙ্গী—আমার দাস—আমার সেবক, তারা আমাকে কুপথে নিয়ে যেতে চায়"; এরূপ প্রাণের সহিত মাকে একবার বলিতে পারিলে, মা'র চোক'-রাঙ্গানী দেখিয়া সকলেই পরাস্ত হইয়া যায়। আমি কি মানুষ? একটুকু ইন্দ্রিয়-অত্যাচার, একটুকু কটুবাক্য, কি একটুক প্রশংসা সহ্য করিতে পারি না, চঞ্চল হইয়া যাই; আমি নরাধম, নিকৃষ্ট হইতেও নিকৃষ্ট। কিন্তু আমি যত কেন নিকৃষ্ট হই না আমার মা আছেন। আমি ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র হইয়া মা'র কোলে সর্ব্বদা থাকিব, রাত্রিতে মা'র কাছে শয়ন করিব, দিনে মা'র কাছে বসিয়া থাকিব—বিপদে সম্পদে মা'র কাছেই রহিব। আপনারা মা'র সন্তান, আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, পদধূলি দিন, আমি এরূপ হইয়া যাই।

মা! আমার সব্ ভুলা'য়ে দাও, যা জেনে অভিমান করি, তা সব্ ভুলা'য়ে দাও, সেই শিশুর মতন ক'রে দাও, যেন শয়নে স্বপনে মা বল্‌তে পারি। যেমন ছোট বেলায় ক'রে দিয়েছিলে, তাই আবার দাও। তুচ্ছ আমি, তুচ্ছ আমি, তুচ্ছ আমি। কেবল তোমার দিকে দৃষ্টি করিব আমার ভয় নাই—আমার মা। তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঢাকা—পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ২১শে ভাদ্র,—১২৯৩ সন।

উপদেশ।

কলিকাতা নগরীর যে স্থানে, গঙ্গার পুল নির্ম্মিত হইয়াছে, আমি একদিন সেখানে দণ্ডায়মান হইয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতেছিলাম। হাবড়ার ষ্টেষন নিকট বলিয়া তথায় অসংখ্য গাড়ী, ঘোড়া, লোকজন, যাতায়াত করিতেছে দেখিতে পাইলাম। আমার উভয়পার্শ্বে গঙ্গারমধ্যে বহুসংখ্যক জাহাজ, নৌকা রহিয়াছে। এ সকল দেখিয়া অবাক হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম যে এত অল্প সময়ের মধ্যে, কত গাড়ীঘোড়া, কত লোকজন যাতায়াত করিতেছে, কত লোক কত কথা বলিতেছে,—কত প্রকার ব্যবসাই না চলিতেছে; কেহ "ঘটী তোলা" বলিয়া চীৎকার করিতেছে, কেহ "খাবার নেবে" বলিয়া ডাকিতেছে, এক এক জন এক এক কথা বলিতেছে। এই প্রত্যেক লোকের মধ্যে, এমন কিছু না কিছু সদ্‌গুণ বর্ত্তমান রহিয়াছে যে, যাহা আমি তাহাদের চরণতলে বসিয়া শিক্ষা করিতে পারি। ইহারা প্রত্যেকেই কোন না কোন বিষয়ে আমা হইতে শ্রেষ্ঠ; ইহারা যাহা করিতে পারে, আমি তাহা পারি না। ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনায় পৃথিবী কত ক্ষুদ্র, পৃথিবীর মধ্যে আবার ভারতবর্ষ সামান্য দেশমাত্র, তাহার সহিত তুলনায় কলিকাতা নগরী কত ক্ষুদ্র, আবার এস্থানটুকুও কলিকাতার সামান্য অংশ মাত্র, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলে কিছুই নয় বলিয়া বোধ হয়। এই সামান্য স্থানে, অতি অল্প সময়ে যাহা ঘটিতেছে, আমার মন তাহার কিছুই ধারণা করিতে পারে না, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাবিলে তো কথাই নাই। হায় হায়! আমি কত ক্ষুদ্র! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমি এত ক্ষুদ্র হইয়া আমাকে কত বড় মনে করিতে-ছিলাম, এখন দেখি, ইহা আমার অজ্ঞানতা মাত্র। আমার প্রাণে নানাবিষয় অবগত হওয়ার জন্য যে জ্ঞান রহিয়াছে, তাহাই বা কত ক্ষুদ্র; এই স্থানটুকুর অতি অল্প সময়ের ব্যাপারের কিছুই জানিতে পারিতেছি না, তবু আপনাকে জ্ঞানী, শিক্ষিত মনে করি। আমি যখন বুঝিলাম, এত গুলি লোকের প্রত্যেকের কাছে এমন কিছুনা কিছু গুণ রহিয়াছে, যাহা আমি তাহাদের নিকট শিক্ষা করিতে পারি, তখন আমার মনে হইল, ধর্ম্মতো গুরুতর বিষয়—যিনি ত্রিভুবনের পতি যাঁকে অনন্ত বলিতেছি, তাঁর সঙ্গে তুলনায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও কিছুই নয়। এমন যে তিনি, তাঁর বিষয় আমার মত ক্ষুদ্রা-দপি ক্ষুদ্রে কি জানে? ভাবিয়া দেখি, আমি কতকগুলি কথা শিখিয়াছি। আত্মচিন্তা করিয়া দেখিলাম, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" প্রভৃতি বলিতেছি, কথাগুলি প্রাণে সংলগ্ন হইতেছে বটে, কিন্তু এই স্বরূপগুলি, বাহির হইতে প্রাণে যাইতেছে, প্রাণ হইতে বাহির হইতেছে না। এইরূপে উপনিষদের অনেক কথা হৃদয় হইতে বলিতে পারি না। এই প্রকার চিন্তা করিয়া দেখিলাম, ধর্ম্মের যে সকল কথা বলিতেছি, ইহার কিছুই, আমার নিজের কথা নহে—শোনা কথা—শিক্ষা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংস্কার মাত্র; কেবল প্রাণের মধ্যে একটি আকর্ষণ আছে সেটি এই—"আমার ও জগতের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন। তাঁহার দিকে প্রাণ টানিতেছে, প্রাণ তাঁহাকে জানিতে চায়।" এটি আমি কোথাও শিক্ষা করি নাই—এই আকর্ষণটি আমার হৃদয়ের বস্তু। এই আকর্ষণে পড়িয়াই পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরমেশ্বরের পূজা-অর্চ্চনা হইতেছে—তাঁহার নিকট প্রার্থনা উঠিতেছে। এই যে ভগবানের প্রতি আকর্ষণ, ইহা আমার হৃদয় হইতে সংসারের পদার্থ সকলে কাড়িয়া লইয়াছে; আমার হৃদয় যে শূন্য হইয়াছে, তাহা কেবল অহঙ্কারে বুঝিতে দিতেছে না।

সেই দিন হইতে বুঝিলাম—আমি অসার, কিছুই নই। সেই দিন বুঝিলাম, আমার মত লোকে আর কি উপদেশ দিবে? কিন্তু প্রাণের কথা লোকের নিকট না বলিয়া থাকিতে পারি না, তাই বলি, উপদেশ দিই না। এই কথা উল্লেখ করিলাম কেন? না, অনেক সময় ধর্ম্মের কথা বলি, কিন্তু প্রাণে অনুসন্ধান করিয়া দেখি হৃদয়ে ধর্ম্মের সার হওয়া দূরে থাকুক, অঙ্কুরও জন্মে নাই। পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, ধর্ম্মের যে সকল কথা বলিতেছি, কেউ যদি বলে, "ইহা কি তোমার নিজের কথা? তখন কি বলিতে পারি, হাঁ, ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছি। মুখে বলি, পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী, কৈ কাজের সময়ে তো সে ভাব থাকে না। প্রহ্লাদ যেমন বলিয়াছেন, "আমার ভগবান এই স্ফটিকস্তম্ভেই রহিয়াছে" তেমন ধারাতো হৃদয়ের সহিত বলিতে পারি না। পরমেশ্বর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য দেবতা। তিনি প্রহ্লাদের নিকট প্রকাশিত হইলেন, আমার কাছে হইবেন না কেন? অতি ক্ষুদ্র হইলেও তিনিই আমাকে তাঁহার দিকে টানিতেছেন। সকলেরই পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক, প্রাণে এই আকর্ষণ আছে কিনা? এই আকর্ষণ, স্ত্রী, পুত্র, বিষয় বিভব, যশঃ মান, ইহার কোন্‌টির দিকে যাইতেছে? যদি সে চিদানন্দ—সত্য-সুন্দরের দিকে টান না থাকে, তবে উপদেষ্টা, হাজার হাজার ধর্ম্মোপদেশই দিন্, কিছুতেই আমাকে ধর্ম্মের দিকে লইয়া যাইতে পারিবেন না। প্রাণে এই টান থাকিলেই রক্ষা। যেমন নদী, শুষ্ক হইয়া গেলেও তাহাতে একটুকু স্রোত থাকিলেই, একদিন না একদিন উহা সাগরে যাইয়া পড়িবেই পড়িবে, কিন্তু স্রোত যদি একেবারে না থাকে, তবে কালে উহা বদ্ধ বিলে পরিণত হইবে, উহাতে কাদা ও দল জন্মিবে, তেমনি আমার প্রাণ যতই কেন শুষ্ক হউক না, ঐ ভগবানের প্রতি আকর্ষণটুকু থাকিলে, একদিন না এক দিন তাঁর সহিত যুক্ত হইবেই হইবে। ঐ আকর্ষণটুকু না থাকিলে প্রাণ ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া কেবল দল বাঁধিতে অগ্রসর হইবে, উপাসনা কেবল বাক্যাড়ম্বরে পরিণত হইবে, কর্ম্মসকল যশোলিপ্সার ফল হইয়া দাঁড়াইবে। যদি প্রাণে টান থাকে তুমি কথা নাই বল; যদি প্রাণে একবার তাঁকে ডাক, দেখিবে তার পরক্ষণেই তোমার ধর্ম্মের গাছটি বাড়িয়াছে, এইরূপে ক্রমশঃই উহা ফলে ফুলে সুশোভিত হইতে থাকিবে। যদি প্রাণের এই টান না থাকে, তবে তুমি এধর্ম্মসম্প্রদায়েও ধর্ম্ম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্প্রদায়ে যেখানে যাওনা কেন, কোথাও কিছু হইবে না। প্রাণে টান না থাকিলে, শেষে পরমেশ্বরের নামে পর্য্যন্ত— প্রাণ সরস হয় না; প্রাণনাথ, দীনবন্ধু, যত কেন বলনা, উহাতে আরও প্রাণ শুষ্ক হইয়া যায়। যদি প্রাণে টান থাকে, তবে দেখিবে, রাস্তায়ও যদি কেউ পরমেশ্বরের নাম করে, তোমার প্রাণ অমনি গলিয়া যাইবে। পরমেশ্বর স্বয়ং মানবের প্রাণে এই আকর্ষণ দিয়াছেন। এই আকর্ষণ, অন্য পদার্থে ধাবিত না হইলেই, আপনা আপনি তাঁহার দিকে যাইবে, তখন অন্য পদার্থ সকলও, তাহার সহায়তা করিবে। গঙ্গার স্রোত প্রবলবেগে সমুদ্রে গমন করে। সেই গঙ্গার স্রোত, যদি সমুদ্রের দিকে না যাইয়া, তাহার উপনদী সমূহে প্রবিষ্ট হইত, তবে শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া পড়িত; কিন্তু সমুদ্রের দিকে যাওয়াতে, উপনদীসমূহের স্রোতে অধিকতর বেগবতী হইয়া চলিতেছে, পর্ব্বতাদি নানা পদার্থ ভেদ করিয়া যাইতেছে। সেইরূপ মানবের প্রাণও যদি পরমেশ্বরের দিকে ধাবিত না হইয়া স্ত্রী পুত্রাদিতে ধাবিত হয়, তখন তাহার প্রাণ শুষ্ক হইয়া পড়ে। কিন্তু যখনই তাহার হৃদয় ভগবানের দিকে চলিতে থাকে তখন স্ত্রী পুত্রসকল, তাহার সহায়তা করিয়া তাহাকে অধিকতর বেগশালী করিয়া তাঁহার দিকে লইয়া যায়। তখন সে, নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়।

আমরা বাহিরের কিছুতেই ভুলিব না—উপাসনা কালে সুমিষ্ট বাক্য বাহির হইল কিনা, সঙ্গীত ভাল হইল কিনা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এসকলের অপেক্ষা করিব না—কেবল দেখিব প্রাণে তাঁহার প্রতি টান রহিয়াছে কিনা। কেন না মৃত্যুর দিনে বাহিরের কিছুতেই আমার সাহায্য করিতে পারিবে না, কেবল আত্মার জিনিসই আমার সহযাত্রী, "পরমেশ্বর", একি মুখের কথা বলিলে চলে ? আমার সত্য দেবতা ; তাঁহাকে কল্পনা করিলে কি প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় ? কল্পনা করিলাম্, আহার ও পান হইল, ইহাতে কি ক্ষুৎপিপাসার নিবারণ হইল ? সেইরূপ সত্য-দেবতাকে কল্পনা করিলে কি লাভ হইবে ? যদি আমি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া সকলের নিকট বলিতে না পারি, তবে আমার মত হতভাগ্য আর কে আছে ? অনেক দিন এভাবে কাটাইয়াছি—অনেক দিনের কুঅভ্যাসে প্রাণের আকর্ষণ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমি সেই ছড়ান টানকে সংগ্রহ করিয়া যেন ভগবানের দিকে চলিতে পারি। আপনারা সকলে স্রোত দিন্, আমি বেগশালী হইতে হইতে সমুদ্রের দিকে চলিয়া যাই। আর বৃথা অসার ভাবে সময় কাটাইতে পারি না। সেই সারাৎসার সত্যদেবতাকে চাই। দীননাথ-দীনবন্ধু—প্রাণনাথকে চাই। তাঁর সম্বন্ধে আর সব সার হইয়া যাউক। যথার্থ পরমেশ্বর, সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল, তাঁকে প্রাণ সমর্পণ করিয়া যেন কৃতার্থ হই।

দীননাথ! দীনবন্ধু! দয়াকর—দয়াকর—দয়াকর। শীঘ্র টে'নে লও। তোমার স্রোতে পরিপূর্ণ ক'রে দেও—দিবা-নিশি ক'রে দেও। কিছু জানিনা—কিছু জানিনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঢাকা-পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার—২৮শে ভাদ্র—১২৯৩ সন।

উপদেশ।

শাক্যসিংহ, আমাদের দেশের কত লোককে উদ্ধার করিয়াছেন, কত অন্ধকে চক্ষু দিয়াছেন, কত মৃতমনুষ্যকে জীবন দিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেকেই মনে করেন, তিনি পরমেশ্বরের চিন্তা করিতেন না, তাঁহার ধর্ম্ম—নাস্তিক ধর্ম্ম, মাত্র নীতির উপরি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থ সকল পাঠ করিলে দেখা যায়, বুদ্ধ, একজন যথার্থ বিশ্বাসী ছিলেন। ললিতবিস্তর নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে, বুদ্ধ যখন সফলকাম হন, তখন বলিয়াছিলেন, "আমি ব্রহ্মে স্থিতি করিতেছি।" মানব, এইরূপ ব্রহ্মে স্থিতি করিয়া শান্তিলাভ না করিলে, জরা, মৃত্যু, শোকের হস্ত হইতে রক্ষা পায় না। সত্য কথা বল, পরোপকার কর, এসকল শুষ্ক নীতির কথাতে বক্তা শ্রোতা উভয়ের ভার ভার বোধ হয়, শান্তিলাভ হয় না। তাই শুষ্ক নীতিতে কোন ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম কথায় হয় না, ধর্ম্ম প্রাণের অবস্থা; প্রাণে সেই অবস্থা লাভ করিলে ধর্ম্মলাভ হইল। বৌদ্ধধর্ম্মের কথা যতই যে প্রকারে বলনা কেন, যখন সেই ধর্ম্মে বহুসংখ্যক নরনারীর প্রাণে শান্তি প্রদান করিয়াছিল, তখন তাহাতে পরমেশ্বরের ভাব নাই, ইহা কখনও হইতে পারে না। পুরাণে, শাক্যসিংহের নাম গয়াস্থুর। গয়াস্থুর, তপস্যাবলে এমন শক্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে দিকে দৃষ্টি করিতেন, সেইদিক পবিত্র হইয়া যাইত, একথাও পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দুরা, বুদ্ধদেবের ঘোরতর বিরোধী হইয়াও, পরিশেষে তাঁহাকে দশাবতারের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। কেননা বুদ্ধদেব, ধর্ম্ম সম্বন্ধে কেবল উপদেশ দিতেন না, তিনি মনুষ্যের প্রাণে এমন এক শান্তি দেখাইয়া দিতেন, তাহাতে মনুষ্য শান্তিলাভ করিত। মনুষ্যকে আমি উপদেশ প্রদান করিলাম, তাহাতে হয়তো দুই চারিদিন উপকার প্রাপ্ত হইল, পরে প্রবৃত্তির অত্যাচারে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল; এরূপ উপদেশ, কে চিরদিন গ্রহণ করিয়া থাকে? যাহাতে প্রাণে রিপু সকল শান্ত হয়, আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহাই লোকে অবলম্বন করিয়া থাকে।

শাক্যসিংহ রাজপুত্র, তাঁহার ঐশ্বর্য্যভোগের সীমা ছিল না। তাহাতে কি হইবে? তিনি দেখিলেন, পৃথিবীর নরনারী, রোগে, জরামৃত্যুতে জর্জ্জরিত হইতেছে, ইহাতে তাঁহার প্রাণ কান্দিয়া উঠিল, কিসে মানবের কষ্ট দূর হয়, কিসে শান্তিলাভ হয়, তজ্জন্য স্ত্রী পুত্র—রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি তজ্জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন। ছয়বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া দেখিলেন, তখনও প্রাণে পাপের মূলসমূহ চলিয়া যায় নাই, শান্তি আসে নাই, এ অবস্থা দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। তখন কঠোর তপস্যাতে শান্তি নাই বলিয়া, তাহা পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার শিষ্যগণ, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল—ভণ্ড প্রতারক বলিয়া গালি দিতে লাগিল। এসময়ে তাঁহার পক্ষে কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভয়ানক পরীক্ষা উপস্থিত হইল। একদিকে ছয় বৎসরের পরিশ্রম পণ্ড হইয়া গেল, আর একদিকে যাঁহারা সেবা শুশ্রূষা করিতেন, সান্ত্বনা দিতেন, তাঁহারাও পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; মানবের পক্ষে ইহা সামান্য উৎকট-অবস্থা নহে। কিন্তু বুদ্ধ, সেই প্রকারের লোক ছিলেন না। তিনি ইহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হে আত্মন্! দেখ! শান্তি পাইলে কিনা? যখন শান্তি প্রাপ্ত হও নাই, তখন ভাগ্যে যাহা ঘটে ঘটুক, কিছুতেই তাহার অনুসন্ধান ছাড়িবে না।" পুনরায় এই প্রকার উৎসাহ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত শান্তিলাভ করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। "যদি শান্তি পাই তবে উঠিব, নতুবা এই শেষ উপবেশন," এই প্রতিজ্ঞা করিয়া 'বোধিদ্রুমতলে' বসিয়া গেলেন। যখন প্রাণের টান একদিকে চলিল, তাঁহার আত্মাতে যে শক্তি লুক্কায়িত ছিল, তাহা জাগ্রত হইল। প্রাণ এমন আকর্ষণে পড়িয়া গেল, কিছুতেই আর তাঁহার প্রাণকে ফিরাইতে পারিল না। কাম, তাহার সহচরদিগকে সঙ্গে করিয়া কতই পরীক্ষা করিল, কত প্রলোভন দেখাইল, কিছুতেই বুদ্ধের প্রাণকে বিচলিত করিতে পারিল না। সেই স্রোত— যে স্রোত বুদ্ধের প্রাণে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহার সম্মুখে হিমালয় কেন, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ফেলিয়া দাও, সে সমস্ত তৃণের মত ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। এ আকর্ষণে পড়িয়া যখন বুদ্ধের প্রাণের শক্তি জাগ্রত হইল, তখন তিনি প্রাণের মধ্যে আর এক জগৎ দেখিতে পাইলেন, প্রাণ বদ্ধাবস্থা হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্তাবস্থা লাভ করিল। তিনি দেখিলেন প্রাণের ভিতরে আর এক চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আলোকময় বোধ হইতেছে; "বোধিদ্রুম" উজ্জ্বল হইয়া গিয়াছে; যাহা দেখিতেছেন সব উজ্জ্বল বোধ হইতেছে। প্রাণে, আনন্দ নৃত্য করিতেছে, শান্তির স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। তখন তিনি বলিলেন "আমি ব্রহ্মেতে স্থিতি করিতেছি।" কি উপায়ে শান্তিলাভ হয়, এত দিনে শাক্যসিংহ সেই পথ বাহির করিলেন। আমাদের উপাসনাতে, গির্জ্জাতে, মন্দিরে, মসজিদে, সেই ধর্ম্মের টানের পরিচয় দিতেছে। এইজন্যই নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সকল সম্প্রদায়ই, সেই এক দেবতার নিকট যাইতে চায়। কিন্তু সে আকর্ষণ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কতক স্ত্রীপুত্রেতে, কতক বিত্ত-বিভবে, কতক যশমানেতে চলিয়া গিয়াছে, এই জন্যই এক-দিকে আকর্ষণ হইতেছে না। কখনও কখনও ভগবানের কথা স্বপ্নের মত এক একবার মনে হয়, কখনও মনে হয় ঈশ্বর আছেন, আবার মনে হয়—না, নাই। এ অবস্থায় কি তাঁর উপাসনা হয়? কখনও উপাসনাদি করিয়া প্রাণে একটুকু আনন্দ পাইলাম, প্রবৃত্তি সকল দুই চারিদিনের জন্য সংযত হইল, আবার যেই দুরবস্থা, সেই দুরবস্থা—আর সেই আনন্দ নাই—আর সেই শান্তভাব নাই—প্রবৃত্তি সকল স্বীয় স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। যে উপাসনায় স্থায়ী-ভাব হয় না তাহাকে উপাসনা বলে না, যথার্থ উপাসনাতে নিত্য একই ভাব হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমেশ্বর, বাহ্যজগতের যেরূপ নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, অন্তর্জগতেও সেই প্রকার বিধিই সংস্থাপন করিয়াছেন। যেরূপ চারি পাঁচটি ঝরণার জল, একত্র হইলে, অধিকতর বেগ লাভ করে, তখনই উহা নদীতে পরিণত হইয়া বেগে সমুদ্রের দিকে চলিয়া যায়; কিন্তু এক একটি ঝরণার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্রোতে তাদৃশ নদীর উৎপত্তি হয় না। সেইরূপ মানুষের প্রাণের নানাদিকের আকর্ষণ যখন একীভূত হইয়া যায়, তখন তাহা অধিকতর বেগশালী হইয়া এক পরমেশ্বরের দিকে ধাবিত হয় এবং যথার্থ শান্তিলাভ করে। শাক্যসিংহও ছয় বৎসরকাল কঠোর তপস্যা করিয়া যখন এই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া দেখিলেন, প্রাণের আকর্ষণ নানাদিকে রহিয়াছে, তখন তাহার একটি একটি দূর করিয়া দিতে লাগিলেন, আর প্রাণে অধিকতর বেগ আসিতে লাগিল। সেই বেগেই তাঁহার প্রাণের শক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া গেল, শান্তি লাভ করিলেন। এ জগতে সকলের জন্যই এক ব্যবস্থা। একবার যদি প্রাণে এই ভাব আসে যে, পরমেশ্বরকে লাভ করিতেই হইবে, ইহাতে প্রাণ থাকে থাকুক, যায় যা'ক; সর্ব্বদর্শী, যখন এই অবস্থা দর্শন করেন তখন প্রাণের যেখানে যে বন্ধন থাকে, তাহা তিনি স্বয়ং খুলিয়া দেন; "যে করে আমার আশ, তার করি সর্ব্বনাশ। তবু যদি না ছাড়ে আশ, তারে করি দাসের দাস।" ইহা অতি সত্য কথা। তবে কি পরমেশ্বর অমঙ্গল করিয়া থাকেন? তাহা নহে। যে সকল সুখ, তাঁহার দিকে যাইতে বাধা দিতেছিল, তাহা তিনি তুলিয়া লইয়া যথার্থ মঙ্গলই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া থাকেন। এইরূপে যখন প্রাণের গ্রন্থিসকল খুলিয়া যায়, তখনই আত্মশক্তি জাগ্রত হয়। সেই শক্তির স্রোত আর কেহ রোধ করিতে পারে না। যদি একবার প্রাণের সেই স্বাভাবিক স্রোত, যাহা অনন্ত সাগরে গমন করিবে, সেটি নানা দিক হইতে একমুখীন করিতে পারি, তবে আর কোন অভাব থাকিতে পারে না। যত দিন অন্য বস্তুতে আকর্ষণ থাকে ততদিন সেইটি হয় না। আবার যখন ভগবানের দিকে টান হয়, তখন সকল বস্তুই তাঁর এই বলিয়া— আমার প্রিয়তমের এ সকল পদার্থ, এই বলিয়া, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থের প্রতি প্রাণের টান উপস্থিত হয়। তখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থকে যেরূপ ভালবাসা যায়, আগে কি তেমন ধারা হয়। আমার প্রিয়তমের বস্তু বলিয়া যে ভালবাসা, তার কি তুলনা আছে? এ সংসারে যদি কেহ প্রণয়ীর পত্র পায়, তাহাকে কত চুম্বন করে, কত আদর করিয়া সোনার কৌটায় রাখিয়া দেয়—উহাকে ইষ্টকবচ করিয়া রাখিলেও যথোচিত আদর করা হইল না মনে করে। এই যে বৃক্ষপত্র, এই যে চন্দ্র তারা, এসকল তাঁর হাতের অক্ষর, আমার প্রিয়তমের অক্ষর,—ইহা বুঝিলে এদের আমি কোথায় রাখিয়া দেব? না, আমি "হিরণ্ময়ে পরে কোষে" রাখিয়া দেব।

মুখে পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলি, কিন্তু তাঁর প্রতি যদি প্রাণের আকর্ষণ না হয়, তবে সকলই মিথ্যা। এই ভাবে আমাদের কত কালই নষ্ট হইয়া গেল! ছয় বৎসরের তপস্যান্তে, শাক্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিংহ যেমন প্রাণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তেমনি প্রত্যেকেই আপনার আত্মাকে জিজ্ঞাসা করুন, হে প্রাণ! তাঁর প্রতি কি তোমার টান হইয়াছে? যতদিন প্রাণে সে স্বাভাবিক টান না আসে, ততদিন ধর্ম্ম হইবে না, এবং যে শান্তি পাইলে—রোগ, মৃত্যু, জরা অতিক্রম করা যায়, সেই শান্তি মিলিবে না, সেই টান—সেই স্রোত, আমি নিজে আনিতে পারি না; যদি একবার প্রাণের সহিত বলিতে পারি, "পরমেশ্বর, এই দুর্ব্বল শক্তিতে কিছু হইবে না, তুমি আমার একমাত্র সর্ব্বস্ব, আমি তোমাকেই চাই," যদি প্রাণ হইতে এই প্রার্থনা উত্থিত হয়, দেখ্‌বে একটি একটি করিয়া তোমার প্রাণের গ্রন্থিগুলি খুলিয়া যাইবে, প্রাণে অনন্ত স্রোত খেলিতে থাকিবে।

নদীর জল, যেরূপ একবার সাগরে যাইতেছে, আবার তথা হইতে মেঘরূপে আসিয়া পৃথিবী শীতল করিতেছে, আমরাও সেই প্রকার এই স্রোতবেগে একবার পরমেশ্বরেতে ডুবিব, আবার পৃথিবীর নর-নারীকে হৃদয় ঢালিয়া দিব। আমি কেবল সাগরে যাইব না, সাগরে যাইব আবার মেঘ হইয়া পৃথিবীতে বর্ষিত হইব। প্রকৃত ব্রহ্মচক্র—যোগচক্র এইরূপে ঘুরিতেছে। এই টান চাই—এই স্রোত চাই, মুখে পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলিলে চলিবে না। আমি কোন্ দেবতার পূজক, কাম কি ক্রোধ কোন্ বাসনা, আমার দেবতা, পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। শাক্যসিংহের তত্ত্ব সারতত্ত্ব; এই পথ, সকলের পথ। শাক্যসিংহ যেমন বলিয়াছিলেন, "আমি ব্রহ্মে স্থিতি করিয়া পরাশান্তি পাইলাম", এইরূপ বলিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিলে যথার্থ ধর্ম্মলাভ হইল। আমি আপনাদিগকে উপদেশ দিতেছি না, নিজেকে নিজে বলিতেছি ; অনেক দিন প্রচারক, ধার্ম্মিক ব'লে, অহঙ্কার ছিল, আপনারা যদি আমার বন্ধু হন, আমার আর সুখ্যাতি করিবেন না, আমায় তিরস্কার করুন্। এখনও আমি নিন্দা প্রশংসার অধীন রহিয়াছি, আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন্।

কাকিনীয়া—ব্রহ্মমন্দির।

শনিবার—৩১শে আশ্বিন—১২৯৩ সন।

উপদেশের সারাংশ।

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, একদা পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাথ! ভগবান অনন্ত, পূর্ণ ; তিনি কেমন করিয়া বাসুদেব নাম গ্রহণ পূর্ব্বক বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন ?" তখন মহাদেব বলিলেন "দেবি! ইহার তাৎপর্য্য আছে।" আমি সেই তাৎপর্য্য, আপনাদের নিকটে ব্যাখ্যা করিতেছি।

বাসুদেব শব্দের অর্থ —যিনি সমস্ত জগতে বাস করিতেছেন, এবং সমস্ত জগৎ যাহাতে বাস করিতেছে, অর্থাৎ পরমেশ্বর। বসুদেব শব্দের অর্থ শুদ্ধান্তঃকরণ, দেবকী শব্দে ভক্তিকে বুঝায়। যখন মানবাত্মা পবিত্র হয় এবং তাহাতে ভক্তি জন্মিয়া থাকে তখনই সেই আত্মাতে ভগবান্ প্রকাশিত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই যে পবিত্র ভক্ত-হৃদয়ে ভগবানের প্রকাশ, ইহাকেই বসুদেব ও দেবকীর সহবাসে বাসুদেবের জন্ম বলিয়া থাকে। যে হৃদয়ে ভগবানের প্রকাশ হয়, তাহা আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, এইজন্য উহাকে নন্দালয় বলা যায়, ভগবানের বিরাজ-স্থান নন্দালয়। যশোদা কি? না, ভক্তের সাধুকার্য্যসকল। যতই, ভক্ত আনন্দে ভাসিতে ভাসিতে পরোপকারাদি সাধু-কার্য্য করিতে থাকেন, ততই তাঁহার হৃদয়ে ভগবান্ সুরক্ষিত হন্। গো শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। ভগবানই ইন্দ্রিয় সকলের রক্ষক, এই নিমিত্ত তাঁহাকে গোপাল বলিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিকে গোষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্তরের সদ্ভাব সকলই গোপালের সখা—রাখাল সমূহ, প্রেমই শ্রীরাধিকা। প্রেমের সঙ্গিনী, আত্মার অন্যান্য বৃত্তি সকল সখীগণ। বংশীরব কি? না—ভগবদ্ভক্তের আত্মাতে ভগবানের মধুর ধ্বনি। একবার এ ধ্বনি শ্রবণ করিলে, ইন্দ্রিয়সমূহ আর ঐ মধুর-বংশীরব না শুনিলে নিজের বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে চায় না। ইন্দ্রিয়সকল তখন আর রিপু থাকে না, তাহারা বন্ধু হইয়া যায়। তখনই বুঝা যায়, ইহারা মানবের কি প্রকার উপকারী বন্ধু। ইহাদিগের দ্বারা মানব, ভগবানের সেবা করিয়া ধন্য হইয়া যায়। অঘাসুর, বকাসুর কি? না, কু-প্রবৃত্তি-সমূহ। কংস—সংসার। ভগবান এই সংসাররূপকংস ও কুপ্রবৃত্তি-অসুরদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ভগবানের পূজা করিলে মানবের প্রাণ পবিত্র হয়, প্রেমে ভাসিতে থাকে, আসক্তি চিরদিনের জন্য পলায়ন করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা তাঁহার পূজা করিনা, কেহ কামের পূজা করিতেছি, কেহ যশের পূজা করিতেছি, তাই এরূপ দুর্দ্দশা! ভক্তেরা বলেন, "অন্য দেব দেবীর পূজা করিও না"। ইহার অর্থ কি? না, ঈশ্বর ভিন্ন কোন বাসনা কামনার পূজা করিও না। আত্ম-চেষ্টায়, ঈশ্বর পূজা, প্রেমভক্তি হয় না; চেষ্টাদ্বারা চিত্তকে শান্ত, সমাহিত করা যায় না। কাতর প্রাণে সেই ভগবানের কৃপা-ভিখারী না হইলে, আর রক্ষা নাই। একবার দীনভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তিনি প্রকাশিত হন, প্রাণ পবিত্র হয়, প্রেমে বিভোর হইয়া যায়। তখন ইন্দ্রিয়গণ, প্রবৃত্তিগণ, আর স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া পাপ করিতে পারে না। তাহারা ভগবানের বংশীরব শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুগত হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কোথায় যাইবে? এমন রস আর কোথায় পাইবে? এমন সুন্দররূপ—সেই সচ্চিদানন্দরূপ, একবার দেখিলে আর কি অন্য বিষয়ে আসক্তি থাকিতে পারে? তখন ভগবান, ভক্তহৃদয়ে নানাপ্রকার লীলা করিয়া থাকেন। ইহা কি বিচার করিয়া বুঝা যাইতে পারে? ইহার সম্ভোগেই জ্ঞান। শাস্ত্র পড়িয়া ইহার কি বুঝিবে? বেদ, বেদান্ত—জঙ্গল। সেই জঙ্গলময় শাস্ত্রসিন্ধুর মধ্যে যত অন্বেষণ কর, কেবল "নেতি নেতি" দেখিবে। যখন তিনি স্বয়ং হৃদয়ে প্রকাশিত হন, তখন হৃদয় বৃন্দাবন—বৈকুণ্ঠ—গোলক—ব্রহ্মলোক হয়। তখন চন্দ্র, সূর্য্য, জল, স্থল, মনুষ্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, "পরিপূর্ণমানন্দং" হয়। তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থেই সর্পফণার পদ্মের ন্যায় ভগবানের পদচিহ্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন করিয়া, ভাই ভগিনীর মাথায় তাঁহার পদচিহ্ন দেখিয়া, আর কাহাকেও—কোন পদার্থকেও পর বলিতে পারা যায় না,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনার হইয়া যায়। ইহা কল্পনার কথা বা রূপক নহে, সত্য সত্যই পরমেশ্বরকে এভাবে দেখা যায়। আমার অস্থিতে, রক্তেতে তাঁহার নাম উজ্জ্বলরূপে জ্বলিতেছে, এ কল্পনা নয়—সত্য সত্য—বাস্তবিক বাস্তবিক। আমরা তাঁহার কৃপাতে নির্ভর করিয়া যেন তাঁহার যথার্থ পূজা করিতে সক্ষম হই।

কাকিনীয়া-ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ২২শে কার্ত্তিক—১২৯৩ সন।

উদ্বোধন।

মনুষ্য-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বাল্যকাল হইতেই তাহার কতকগুলি অবস্থার প্রতি ভালবাসা রহিয়াছে। ছোট বালকের নিকটে কতকগুলি বস্তু লইয়া যাও, দেখিতে পাইবে, সে, ছোটগুলি ফেলিয়া বড় বস্তুটি লইতে চেষ্টা করিতেছে। মনুষ্যের অন্তঃকরণ বড়র বড় পক্ষপাতী, তাই প্রকৃতির মধ্যে যাহা বৃহৎ, তাহা দেখিবার জন্য সমুৎসুক হয়, পাহাড়, পর্ব্বত, সমুদ্র দেখিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়। আবার দেখি, যাহা কিছু সুন্দর, তাহার প্রতিও ছোট-কাল হইতে ভালবাসা জন্মিয়া থাকে। শিশুকে একখানা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুন্দর রাঙ্গা কাপড় দেও, সে আনন্দে নৃত্য করিবে; আকাশের চাঁদ সুন্দর, তাই শিশু, হাত বাড়াইয়া বলে, "আমায় চাঁদ ধরিয়া দাও।" বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই সৌন্দর্য্য-স্পৃহা, অধিকতর বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন মানুষ নানা-প্রকার সুন্দর পদার্থে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। আবার যাহা কল্যাণকর, সেই দিকেই মানবের আকর্ষণ। যে আমার মঙ্গল ইচ্ছা করে, যে আমাকে ভালবাসে, মন স্বতঃই তাহার প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে। একটি শিশুকে ক্রোড়ে লওয়ার জন্য হাত বাড়াইলে, তাহার প্রতি ভালবাসা-স্নেহমমতা না থাকিলে, সে কখনও কোলে আসিবেনা। যাহার ভালবাসা দেখিবে, শিশু ঝাঁপ দিয়া তাহার ক্রোড়ে যাইয়া পড়িবে। আবার যাহা পুরাতন, তাহার দিকেও মানবের টান; ঐ ভাঙ্গা বাড়ীটি, ঐ যে পুরাতন জিনিসটি, উহাতে প্রাণ টানিতেছে। যাহার সহিত অনেক দিনের আলাপ, তাহাকে কেমন ভাল লাগে। প্রাচীনকীৰ্ত্তি ও পূৰ্ব্বপুরুষগণের প্রতি অনুরাগও সকলের মধ্যেই বৰ্ত্তমান দেখিতে পাই। শিশুও অনেকদিন যাবৎ যাহাকে দেখিতেছে, তাহার কাছেই থাকিতে ভালবাসে। এই যে মানবের প্রাণ, বৃহৎ, সুন্দর, মঙ্গলকর, পুরাতন বস্তুরদিকে শিশুকাল অবধি আকৃষ্ট হইতেছে, ইহার চরিতার্থতা কোথায়? এমন বড় কি, এমন সুন্দর কি, এমন মঙ্গল কি এবং এমন পুরাতন কি, যাহার মতন আর কিছু নাই? বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ সকলের প্রতি আকর্ষণ আরও বাড়িতে থাকে। এ সংসারে বৃহৎ পদার্থের অনুসন্ধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া দেখে এখানে সকলই পরিমিত, তখন মানবের হৃদয় খুঁজিতে খুঁজিতে এই সংসারের অতীত, ভূমা পরব্রহ্মের নিকটে উপস্থিত হয়। এইরূপেই ঋষিরা বলিয়াছিলেন, "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বৃহৎ, পরমেশ্বরের মত আর বৃহৎ নাই, তাই লোকে পরমেশ্বর—পরব্রহ্মকে ভাল বাসিয়া থাকে। পরমেশ্বরের তুল্য আর সুন্দর কে? তিনি, আপনার কণিকামাত্র সৌন্দর্য্যে প্রকৃতিকে ঢাকিয়াছেন, তাহা দেখিয়াই আমরা মুগ্ধ হইয়া যাই; তাঁর মতন আর সুন্দর কে? তাঁহার মত আর মঙ্গল কোথায়? তাঁহার বিন্দুমাত্র মঙ্গল ভাব জগতে থাকিয়া জগতকে কেমন মধুর করিয়াছে! তাঁর মতন পুরাতন কোথায়? শৈশব হইতে প্রাণ যাহাকে চাহিতেছে, তাঁহাকে পাইলে কি আর ছাড়িতে পারে? ছোট বেলায় যাঁর জন্য মা, চাঁদের দিকে হাত বাড়াইয়া দিতেন, তিনি আমার ব্রহ্ম। আমি কি তাঁহাকে ভালবাসি? না— প্রাণ, আপনা আপনি তাঁহার দিকে দৌড়ায়। আমি কি তাঁহার পূজা করিতে পারি? তিনি আমার প্রাণের ব্রহ্ম— তিনি "সত্যং শিবং সুন্দরং" তিনি সকলের আদরের বস্তু। আমরা সেই বস্তুর কাছে আসিয়াছি—আমাদের সেই প্রাণের দেবতা—"পরিপূর্ণমানন্দং" এখানে বর্ত্তমান। আমরা তাঁর কাছে, তিনি এই বর্ত্তমান। আমরা সেই প্রাণের বস্তুকে ডাকি, সেই প্রাণের বস্তুকে করোযোড়ে বিনীতভাবে প্রণাম করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপদেশ।

মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে, একদিন মুশা-প্যাগাম্বর, ভগবানকে বলিলেন, "প্রভো! ভক্তেরাই আপনার সর্ব্বস্ব সম্ভোগ করিতেছেন—লুঠিতেছেন। আপনি আমাকে ভক্তমধ্যে পরিগণিত করিয়া গ্রহণ করুন। ভগবান্ বলিলেন, তোমাকে আমি প্যাগাম্বরের পদ প্রদান করিয়াছি, তাহাতেই তো যথেষ্ট। আমি জগতে এক এক ব্যক্তিকে এক এক ভার প্রদান করিয়াছি, তাহা সম্পাদন করিলেই তিনি আমার ভক্ত। তবে ইহা অপেক্ষা ভক্ত হওয়া বড় কঠিন। যদি সেই প্রকার ভক্ত দর্শন করিতে চাও, তবে অপেক্ষা কর। "মুশা! আমার এক পোয়া মাংসের প্রয়োজন। এক কার্য্য কর—জগতে ঘোষণা দাও যে, পরমেশ্বরের এক পোয়া মাংসের প্রয়োজন। যদি কেহ পরমেশ্বরের প্রিয়-ভক্ত থাক, তবে নিজের উরুদেশ হইতে একপোয়া মাংস প্রদান কর।" এতদ্বারা প্রথমেই মুশার পরীক্ষা হইল; কেননা তিনি স্বয়ং সেই মাংস দিয়া, ভগবদ্ভক্তের ন্যায় স্বীয় প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইলেন না। এরূপে যখন মুশা, স্থানে স্থানে ঘোষণা করিতে লাগিলেন, তখন সকলে বলিতে লাগিল, মুশা বুঝি পাগল হইয়াছে। যখন মুশা চীৎকার করিয়া পরমেশ্বরের নামে মাংস চাহিতেছিলেন, সেই সময়ে জীর্ণকম্বলে আবৃত এক বৃদ্ধ বাহির হইয়া, হুঙ্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, কেরে আমায় নাম শুনাইল! কেরে আমার প্রিয়তমের কথা বলে! কে, মুশা? তুমি আমার প্রিয়তমের নাম করিতেছ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি ধন্য! কি মুশা! আমার প্রিয়তম, মাংস চাহিয়াছেন? এযে বড় আহ্লাদের কথা! তুমি শীঘ্র অস্ত্র আন, কি জানি, হঠাৎ বা আমার মন পরিবর্ত্তিত হয়। মুশা অস্ত্র বাহির করিলেন, সেই বৃদ্ধ স্বীয় উরুদেশ পাতিয়া দিলেন। মুশা মাংস উত্তোলন করিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত উরুর মাংসেও একপোয়া হইল না; তখন বৃদ্ধ, এ অঙ্গ, ও অঙ্গ দিতে লাগিলেন, তথাপি এক পোয়া হইল না; তখন ভগবানের প্রিয়ভক্ত বলিলেন, "মুশা! আমি সমস্ত শরীর প্রদান করিলাম, সমুদয় মাংস গ্রহণ কর।" এরূপ সময়ে পরমেশ্বর প্রকাশিত হইয়া মুশাকে বলিলেন, "দেখ মুশা! তুমি সমস্ত পৃথিবী ঘোষণা দিয়া, এমন একজন লোক পাইলে না যে আমার জন্য নিজের শরীরের মাংস প্রদান করিতে পারে; কিন্তু এ ব্যক্তি আমার জন্য সমস্ত শরীর অর্পণ করিল। বলতো মুশা! যে আমার জন্য এমন করিয়া শরীর কাটিয়া দেয়, এমন করিয়া সর্ব্বস্ব প্রদান করে, সমস্ত আমার জন্য অর্পণ করে, তাহাকে আমি কি প্রদান করিয়া এ ঋণ পরিশোধ করি? তাই আমি তাহাকে আমার নিজেকে অর্পণ করিয়া থাকি।"

আমরা উপাসনা করি, মুখে বলি পরমেশ্বরকে ভালবাসি, কিন্তু কাযে তা নয়। পরমেশ্বরে যাঁর প্রেম হয়, তাঁর প্রথমেই স্বার্থনাশ হয়। যদি তাঁকে আমি প্রিয় মনে করি, তখন কি অন্যেতে আমার মন বদ্ধ থাকিতে পারে? যখন দেখি, আমি রিপু সকলের সেবা করিতেছি, তখন কেমন করিয়া বলি, পরমেশ্বরকে ভালবাসি? তাঁকে ভালবাসিতে

৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিলে, তিনি যাহা ভাল বাসেন, সেই সমস্তই আমি ভাল বাসিব। আমি ভক্তির কথা মুখে বল্লেই কি হইল? না, আমি নৃত্য করি, ক্রন্দন করি, উল্লম্ফন করি, ভাবে মাতিয়া থাকি, একেই কি ভক্তি বলে? ভক্তি কি? না, অনন্যভাবে তাঁহাকে ভালবাসা। সমস্ত শরীর মন তাঁহাকে উৎসর্গ করিলে তবে হয়। রূপগোস্বামী লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভাবের অঙ্কুরমাত্র হৃদয়ে উদিত হইলে, এ সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। যথা—"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং, বিরক্তির্মানশূন্যতা। আশাবদ্ধসমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদা রুচিঃ॥ আসক্তিস্তগদ্ গুণাখ্যানে, প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে। ইত্যাদয়োনুভাবাঃস্যুঃ, জাতভাবাঙ্কুরেজনে॥"

প্রথমতঃ যদি ভাবের অঙ্কুরও হয়, তবে তাঁর ক্ষমা হবে। তিনি আমার প্রভু, চরাচর ব্রহ্মাণ্ড—এই সব নরনারী তাঁর—আমার প্রিয়তমের—আমার প্রভুর এরূপ যথার্থ জ্ঞান হইলে যদি কেহ আমাকে নির্য্যাতন করে, অপমান করে, তখন আমি বলিব খুব্ কর, তোমরা আমার প্রিয়তমের, আমি কি তোমাদের কিছু বলিতে পারি? তোমরা আমায় নির্য্যাতন কর, প্রহার কর, খুব্ কর।

দ্বিতীয়তঃ—সেই ব্যক্তি কাল ব্যর্থ যাইতে দেয় না। যাহাতে প্রভুর নাম নাই, সেবা নাই, অর্চ্চনা নাই, এমন কার্য্য তিনি করিতে পারেন না। একটি শ্বাস প্রশ্বাসও ব্যর্থ যাইতে দেন না। কখনও সৎসঙ্গে, কখনও ধর্মগ্রন্থ পাঠে, কখনও প্রভুর সেবাতে রত থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয়তঃ—তাঁহার জীবন বৈরাগ্যময় হইয়া যায়। তিনি সর্ব্বদাই "আর সব অসার আমার প্রভুই সার, আমি তাঁ'ছাড়া আর কিছু বুঝি না, আর সব তাঁর সৃষ্ট" ইহাই ভাবিয়া থাকেন। বনে যাওয়া, গৈরিক পরা, ছাই মাখা, কৌপিণ পরা, বৈরাগ্য নয়; গোস্বামীরা এই সকলকে মর্কটবৈরাগ্য বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। বস্তুতঃ যথার্থ বৈরাগ্য কি? না, অনাসক্তি—পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য পদার্থে বীতানুরাগ।

চতুর্থতঃ—সেই জীবনে মানশূন্যতা লক্ষিত হয়। যাঁহার সর্ব্বদাই অনন্তের দিকে দৃষ্টি থাকে, তিনি নিজেকে ধূলি হইতেও লঘু মনে করেন। যিনি তা নন, তিনিই নিজেকে বড় ভাবিয়া থাকেন। যে অনন্তেতে সব ডোবা দেখে, সকলকে সে সুন্দর দেখে, মর্য্যাদা করে। নিজকে সে দেখে না, আর সকলকে দেখে, তাই আর অহঙ্কার আসিতে পারে না।

পঞ্চমতঃ—তাঁহার প্রাণে আশাবদ্ধসমুৎকণ্ঠা বর্ত্তমান থাকে। "এই আমার প্রিয়তম, এই যে প্রভু, আর ভয় নাই" এই বলিয়া তিনি নিশ্চিন্ত। তিনি নিজের জন্য প্রভুর কাছে কিছু বলেন না, প্রভু! খে'তে দাও, পরতে দাও, এরূপ কিছুই প্রার্থনা করেন না। বৃক্ষ যেমন ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র প্রভৃতির অত্যাচার সহ্য করিয়া স্থির হইয়া থাকে, তেমনি তিনিও দুঃখ বিপদে অটল হইয়া থাকেন। "আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্" একথা ঋষিরাও বলিয়াছেন। তাঁর আনন্দের পরিসীমা নাই, অথচ তাঁর প্রাণে, ইষ্টদেবের প্রতি লোভ, সর্ব্বদাই বর্ত্তমান।

ষষ্ঠতঃ—ভগবানের নাম গানে সর্ব্বদাই তাঁহার রুচি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি যে, নাম করেন, কর্ত্তে হবে ব'লে না, রুচির সঙ্গে। তাঁর স্থুর মিলল কি না, বাদ্য হইল কি না, এ সকলের প্রতি দৃষ্টি নাই, কেবল নামই তাঁহার লক্ষ্য। পথের মু'টে মজুরে যে নাম করে, তাহা শুনিয়া, "ও, কে নাম কল্লেরে!" বলিয়া মোহিত হইয়া যান।

সপ্তমতঃ—তিনি সর্ব্বদাই ভগবানের গুণবর্ণনে আসক্ত থাকেন। তিনি দেখেন ঐ পাহাড় পর্ব্বত, ঐ নদী সমুদ্র, ঐ তরু লতা, ঐ পশুপক্ষী, ঐ আকাশে কত চন্দ্র তারা, সমস্ত চরাচর—কত যোগীন্দ্র, কত মুনীন্দ্র, সর্ব্বদা তাঁহার স্তব করিতেছেন। তিনি পরমেশ্বরের গুণের কথা যতই বলেন, ততই আরও অধিকতর রূপে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হন বলিয়া কিছুতেই তাঁহার আশ্ মিটেনা।

অষ্টমতঃ—সেই ব্যক্তি ভগবানের বাসস্থান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রাণের মত ভালবাসিয়া থাকেন। আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি, কোন ব্যক্তি বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া পরমেশ্বরের এক ভক্ত, নিজের অঙ্গ ভাঙ্গিলে যেমন শব্দ বাহির হয়, সেইরূপ "উহু উহু" করিয়া উঠিলেন।

যখন মানুষের এরূপ অবস্থা ঘটে, তখন কি আর পাপ থাকিতে পারে? ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন, "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো না সমাহিতঃ। নাশান্তো মানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।" যদি সত্যপ্রেম জন্মে, তবে আপনা হইতেই প্রাণ শান্ত হইবে। যদি আমি পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলি, নাচি কুঁদি, কিন্তু পরস্ত্রীকে কুভাবে দর্শন করি, মিথ্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলি, স্বার্থ স্বার্থ করিয়া বেড়াই, তবে আমি এখনও তাঁকে চিনিতে পারি নাই, আমার ভালবাসা পাপে। একটুকু প্রেম হইলে, আর কি পাপ থাকে? সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন, সত্য-সত্য প্রেম হইলে আর পাপ থাকে না। যখন মহাপ্রভূ, জগাই মাধাইকে নাম দিলেন, তখনই তাঁহাদের পাপ বোধ হইল—প্রাণে গভীর জ্বালা উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা মহাপ্রভুকে বলিলেন, "প্রভু! পাপের জ্বালাতো যায় না।" মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা খেয়াঘাটে যাও, তথায় যত লোক পার হইবে, তাহাদের পদধূলি গ্রহণ কর, ইহাতেই তোমাদের জ্বালা দূর হইয়া যাইবে। যতদিন পাপের জ্বালা না হয়, ততদিন আমরা রিপুর পূজা করিয়া থাকি, এতে পরমেশ্বরের পূজা হয় না। যত দিন পরমেশ্বরকে জীবন্ত, সাক্ষাৎ জাগ্রত দেবতা বলিয়া না বুঝি, ততদিন ধর্ম্ম হয় না। শোনা কথায় ধর্ম্ম হয় না। যতদিন, পরমেশ্বর আছেন, এটি, যেমন জলে হাত দিয়ে, আগুনে হাত দিয়ে হয়, তেমনি ধারা প্রতীতি না হয়, ততদিন প্রেম হয় না। তবে প্রথমেই কি তার দর্শন? না, তা হয় না। আত্মা পবিত্র না হইলে হয় না। তবে কিনা যেমন হিমালয় না দেখিলেও, নিকটে গেলে, ঠাণ্ডা বোধ হয়, সূর্য্য না দেখিতে পাইলেও, যেমন কিরণ গায় লাগিলেও, টের পাওয়া যায়, প্রথমে তেমনি অনুভূতি হইয়া থাকে।

পরমেশ্বর সাকার কি নিরাকার, ইহা লইয়া তর্ক বিতর্ক চলিতেছে; তিনি নিরাকার, কেননা যাহা সৃষ্ট, তার মতন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নন্। আবার তিনি সাকার, কেননা তিনি আছেন, নিরাকার বলিয়া শূন্য নহেন। সত্য সত্যই তাঁহাকে দর্শন করা যায়, স্পর্শ করা যায়, শ্রবণ করা যায়, আঘ্রাণ করা যায়, আস্বাদন করা যায়, তাঁর সেবা করা যায়, ইহা রূপক বা কল্পনা নহে; ইহা বলিয়া বুঝান যায় না, বোবার স্বপ্ন দেখার মতন। পরমেশ্বর সাকার, ইহার অর্থ সৃষ্ট পদার্থ নহে, অথচ তিনি আছেন, শূন্য নহেন। ভক্তেরা তাঁহাকে "সচ্চিদানন্দবিগ্রহ" বলিয়াছেন। সৎ, চিৎ, আনন্দ কি, তাহা বর্ণনাতীত। বিল্বমঙ্গল বড় কবি ছিলেন, তিনি যতদিন পরমেশ্বরকে না দেখিয়াছিলেন, ততদিন কবিত্বের দ্বারা পরমেশ্বরের খুব বর্ণনা করিতেন। পরমেশ্বর যখন তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া বলিলেন, "বিল্বমঙ্গল! এখন আমাকে বর্ণনা কর" তখন বিল্বমঙ্গল বলিলেন, "প্রভো! এখন আর বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই।" যতক্ষণ পরমেশ্বরকে না দেখি, ততক্ষণ কবিত্বের দ্বারা কত বর্ণনা করি, কত কথা বলি, কিন্তু যেই দেখিলাম, আর কথা বন্ধ; কেননা ভয় হয় কি বলিতে কি বলিয়া ফেলি। তাঁর ভাষা নাই, উপমা নাই।

যেমন বীজের মধ্য হইতে গাছ হয়, বীজে গাছের সব আছে। শুনেছি এমন এক যন্ত্র হইয়াছে, তদ্দ্বারা বীজের মধ্যেই, সমস্ত বৃক্ষটি দর্শন করা যায়। তেমনি আত্মা-বীজে, ধর্ম্মবৃক্ষের সমস্তই রহিয়াছে। যা নাই, তা হয় না; আত্মাতে যাহা আছে, তাহারই বিকাশ হয়। জ্ঞান আছে, শ্রদ্ধা আছে, তাই বিকাশ হয়। যখন বিকৃত ভাবে প্রকাশ পায়, তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহারাই রিপু হয়। যখন হস্ত দ্বারা, চক্ষু দ্বারা, অন্যায় করি, তখনই উহারা রিপু, ভাল করিবার সময়ে উহারাই বন্ধু। আত্মসুখের নাম কাম, যখন ভগবৎসেবা করি তখন উহারই নাম প্রেম। যখন ভক্তির উদয় হয়, তখন বুঝিতে পারা যায়, এই কাম আর রিপু নয় বাস্তবিক বন্ধু। এই যে ক্রোধ, ইহাকে তেজরূপে ব্যবহার করিলে উহা উপকারী বন্ধু; যখন কেহ অন্যায় করে, তখন উহাদ্বারা নিবারণ না করিলে মনুষ্যত্বই থাকে না। লোভ, পরমেশ্বরে প্রযুক্ত হইলেই যথার্থ বন্ধুর কার্য্য করে, অন্য পদার্থে গেলেই শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। পরমেশ্বরে মোহ হইলেই, মোহ পরমোপকারী, অন্য পদার্থে আসক্ত হইলেই সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। মাৎসর্য্য—পরশ্রী-কাতরতা; পরের শ্রী দেখিয়া হিংসা করিব না, কিন্তু সেইরূপ হইতে ইচ্ছা করিব, ইহাই মাৎসর্য্যের সদ্ব্যবহার। আমার যাহা আবশ্যক, ভগবান, সে সমস্তই আমার ভিতরে প্রদান করিয়াছেন। যেমন পুত্রস্নেহ, পুত্র না হইলে হয় না; ভাই'র ছেলেকে যে ভালবাসি, উহা পুত্রস্নেহ নয়, উহাকে স্নেহ বলিয়া থাকে। যে বৃত্তির যাহা বিষয়, তাহা না পাইলে, সেই বৃত্তি বিকাশ পায় না। ভক্তি-বৃত্তির বিষয় পরমেশ্বর, যতদিন তাঁর সঙ্গে দেখা না হবে, ততদিন আমার ভক্তি হবে না; গৈরিকই পর, আর ছাই মাখ, নৃত্য কর, কিছুতেই কিছু হইবে না। ভক্তি না হইলে, কান্দি, কাটি, যত কিছু করি, কিছুতেই পাপ যায় না। সজীব বৃক্ষের যেরূপ, প্রতিদিনই পরিবর্ত্তন—পরিবর্দ্ধন হইয়া থাকে, প্রকৃত ধর্ম্মলাভ হইলেও, সেইরূপ কাল যাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলাম, আজ আর তাহা থাকিব না। পাপ আর তিষ্ঠিতে পারিবে না। ভাগবতের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, অন্যান্য যে সকল প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে, তাহা কুঞ্জরশৌচবৎ, হস্তীর স্নানের পর যেই সেই, অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের পরে পুনরায় পাপ আসিয়া থাকে। ভক্তি-সূর্য্যোদয়ে নীহারবৎ, অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইলে যেমন নীহার আর থাকিতে পারে না, সেইরূপ ভক্তি প্রাণে উদিত হইলে, পাপ আর তিষ্ঠিতে পারে না। যথার্থ ভক্তি উপস্থিত হইলে, উল্লিখিত ক্ষান্তি প্রভৃতি গুণ সকল প্রাণে আসিবেই আসিবে। ইহা রূপগোস্বামী প্রভৃতি অনুমান করিয়া লিখিয়া যান নাই, পরীক্ষা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। যতদিন তাঁকে না জানি, ততদিন অন্যে ভালবাসা থাকিতে পারে, তাঁকে দেখ্‌লে আর থাকে না; তবে ইহা তাঁহার বলিয়া সকল পদার্থেই প্রেম হইয়া থাকে।

বাল্যকাল হইতে আমি তাই চাই। আধখানা সন্দেশ নয়, বড়টি চাই, সুন্দর সুন্দর ফুল, চাঁদ চাই, এতেতো তাঁকেই চাই। কেননা তিনিই একমাত্র বড়, একমাত্র সুন্দর। একবার যদি তাঁকে—যাঁহাকে মা'র কোল হইতে চাহিয়াছি, একবার তাঁকে পেলে, আর কি না ভালবাসিয়া থাকিতে পারি? কবে আমার সেদিন আস্‌বে—এখনও স্বার্থপরতা আছে—এখনও প্রশংসা শুনিলে সুখী, নিন্দাতে কাতর হই। আপনারা আমাকে পদধূলি দিন, আমার স্বার্থ নষ্ট ক'রে দিন্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঢাকা-পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ১৩ই অগ্রহায়ণ—১২৯৩ সন।

উদ্বোধন।

পরমেশ্বরের উপাসনা, সর্ব্বস্থানেই প্রচলিত। যে স্থানে মনুষ্যের বাস, সেই স্থানেই তাঁহার পূজার নানাপ্রকার আয়োজন। মনুষ্যমাত্রেই, নানাভাবে সৃষ্টিকর্ত্তার পূজা-অর্চ্চনা করিতেছে। নানাদেশে, তাঁর পূজার নানাপ্রকার প্রণালী দেখিতে পাই। আমরা বাহিরে কেবল তাঁহার পূজার প্রণালী ও মন্দির সকল দর্শন করিয়া থাকি, তিনি কোথায়? সমস্ত জগতের বিধাতা, পিতা-মাতা, পরমেশ্বর কোথায়? তাঁহাকে যদি না পাওয়া যাইত, তিনি যদি কেবল কল্পনা হইতেন, তাহা হইলে চিরকাল, নানা দেশের লোক, ব্যাকুল হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল করিতে পারিত না। এমন স্থান আছে যেখানে বহুকাল যাবৎ, পরমেশ্বরের উৎসব, দিবারাত্র অবিশ্রান্তভাবে চলিতেছে, এক মুহূর্ত্তও বিরাম নাই। পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ দেবতা; তাঁহাকে কেহ কেহ প্রত্যক্ষ করেন। কোন সময়ে এক ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিলে, সহস্র লোকের আশা হয়। যদি একব্যক্তিও, "তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি" একথা বলিতে পারেন, তবে সহস্র সহস্র ব্যক্তির প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। আমরা যে দেশের বিবরণ পাঠ করি, তথায়ই পরমেশ্বর, তাঁর মহিমা প্রচার করিয়াছেন দেখিতে পাই। এ সকল কল্পনা নয়, বাস্তবিক পরমেশ্বরকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যক্ষ করা যায়! চিরকাল যদি লোকে চক্ষু বুজিয়া অন্ধকার দেখিত, তবে এরূপ ব্যাকুলতার সঙ্গে চিরকাল কেহ তাঁহাকে ভজনা করিত না। "পরমেশ্বর" এই শব্দ তিনি নন্, তিনি আছেন—সেই পরব্রহ্ম বর্ত্তমান। সেইরূপ উপযুক্ত-ভাবে, প্রাণের ব্যাকুলতার সহিত তাঁর কাছে গেলে, আমরা তাঁর সাক্ষাৎ পাই। তাঁর উপাসনা, প্রত্যক্ষ ব্যাপার। প্রত্যক্ষ বলিয়াই, সকল দেশের নরনারী, তাঁর নিকটে অভাব জানাইতেছে। তিনি কথার কথা নন্, সত্য সত্যই তাঁকে দেখা যায়। একবার সত্য সত্যই যদি তিনি এই ইহা বলিয়া তাঁকে সম্মুখে দেখিতে পাই, তবে হৃদয় উজ্জ্বল হইয়া যায়, ব্রহ্মাণ্ড জোতির্ম্ময় হয়, প্রাণ আনন্দে ভাসিতে থাকে। এ জন্যই ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন, "আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" তিনি সাক্ষাৎ-জ্বলন্ত-জীবন্ত, তাঁকে দেখা যায়। এখানে কেবল কথা বলিতে আসি নাই, তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছি। আমরা ব্যাকুলভাবে তাঁর উপাসনায় প্রবৃত্ত হই, তিনি আমাদের আশা পরিপূর্ণ করুন্।

উপদেশ।

আমি একটি ঘটনা শুনিয়াছি, বোধ হয় আরও অনেকে এ বিষয় অবগত আছেন। ঘটনাটি এই—একবার ইয়ুরোপের কোন একটি নগরে অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইয়াছিল; তথায় যাঁরা ধার্ম্মিক লোক ছিলেন, তাঁহারা অনাবৃষ্টিতে নগরবাসীদিগের অতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া অনাবৃষ্টি নিবারণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত, একদা রাত্রি-কালে গির্জাতে চলিলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে এক বালকও যাইতেছিল। সকলে চাহিয়া দেখিলেন, ঐ বালকের স্কন্ধে এক ছাতা রহিয়াছে। তখন কেহ কেহ কুতুহলান্বিত হইয়া সেই বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে! কেহই ছাতা লইয়া যাইতেছে না, তুমি এই অনাবৃষ্টি-সময়ে, রাত্রিকালে, বিনা প্রয়োজনে, কেন ছাতা লইয়া যাইতেছ?" বালক উত্তর করিল "কেন, আপনারা তো বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিবেন, তাহাতে যে বৃষ্টি হইবে, আমি এখন ছাতা লইয়া না গেলে, তখন বাড়ী যাওয়ার জন্য কোথায় ছাতা পাইব?" সকলে বালকের প্রার্থনাতে বিশ্বাস দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তাঁহারা গির্জায় উপস্থিত হইলে, তথাকার পাদ্রি সাহেব, যথারীতি উপাসনা করিলেন। পরে সকলে মিলিত হইয়া এক প্রাণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, বালকও ঊর্দ্ধমুখে, ব্যাকুল-ভাবে, প্রার্থনা করিল। তদনন্তর যখন সকলে বাহিরে আসিলেন, তখন আকাশে অল্প অল্প মেঘ হইয়াছে দেখিতে পাইলেন, দেখিতে দেখিতে একেবারে ঘনঘটায় আকাশ আচ্ছন্ন হইল এবং মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তখন সেই বালক, সকলকে হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, দেখ! তোমরা কেহ ছাতা আনয়ন কর নাই, আনিলে আমার মত অনায়াসে এখনই বাড়ী যাইতে পারিতে।"

পরমেশ্বরকে বলিলে আমাদের দুঃখ দূর হয়, প্রার্থনা পূর্ণ হয়, বাস্তবিক যদি এরূপ বিশ্বাস থাকে, তবে ঠিক ঐ বালকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মতই অবস্থা হইবে। এই বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল। প্রার্থনা পূর্ণ হয়, ইহা যুক্তিতর্কে স্থির করিয়া করিলে কিছু হয় না। শিশু সন্তান, "মা! উহা আমাকে দাও" বলিয়া মা'র নিকটে আব্দার করে; শিশু সন্তানের যেমন যুক্তিতর্ক নাই, কিন্তু মা'র নিকট চাহিলে নিশ্চিত পাইব, তাহার প্রাণে এই বিশ্বাস আছে, তাই ক্ষুধা পাইলে কান্দে। তেমনি প্রার্থনাও যুক্তি-তর্কে হয় না; যাহা চাইব, তাহা পাইব, এরূপ বিশ্বাস থাকিলে, প্রাণ হইতে আপনা আপনি প্রার্থনা বাহির হয়। হাতে ধরি, চক্ষে দেখি, পায়ে চলি, ইহা যেমন স্বভাব; প্রার্থনাও তেমনি মনুষ্যের স্বভাব। অর্থের অভাব হইলে ধনীর নিকটে চাই, ঔষধের প্রয়োজন হইলে চিকিৎসকের নিকট চাই, ইহাও প্রার্থনা। অভাব হইলে তাহার পরিপূরণের ইচ্ছা হইলেই প্রার্থনা। দাস দাসীর নিকটও প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকি। জলে ডুবিবার সময়ও বলি "ভাই! ধর, ধর", এও প্রার্থনা।

যখন শিশু ছিলাম, তখন মা ভিন্ন কিছুই জানিতাম না। নিকটে সিংহ ব্যাঘ্র থাকিলেও মা'র কোলে যাইয়া তাহাদিগকে পা দেখাইতাম, ভ্রুকুটি প্রদর্শন করিতাম। একখানা ভাল কাপড়, কি ভাল জিনিস দেখিলে, মাকে বলিতাম, "মা! আমাকে উহা দাও।" মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, মা সবই দিতে পারেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন দেখিলাম, এমন অনেক অভাব উপস্থিত হয়, যাহা মা পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন না, তখন মা ছাড়া যে সকল ব্যক্তি ঐ অভাব দূর করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারেন, তাহাদের সাহায্য প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইলাম। এই-রূপে সংসারে যদি এমন অভাব উপস্থিত হয়, যাহা ব্রহ্মাণ্ডের কোন ব্যক্তি দূর করিয়া দিতে পারেন না, তখন পূর্ণ করিয়া দেবার লোক চাই, সেই পূর্ণ করিয়া দেবার লোকই, সংসারের অতীত, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর; মানবাত্মা তাঁহার নিকটে আত্মনিবেদন করিয়া থাকে। সংসারে, পাপে তাপে পড়িয়া, যাহার প্রাণে রাবণের চিতার মত জ্বালা হয়, সে যদি অজ্ঞাত-সারে বলে যে, "আমার জ্বালা-নিবারণকারী কে আছ! আমার দুঃখ নিবারণ কর।" অমনি শুনিতে পাইবে, প্রাণের কাছে কে বলিতেছে, "ভয় নাই! ভয় নাই! এই যে আমি আছি" এইরূপে দুই তিনবার শুনিলেই বিশ্বাস হইবে। তখন সে যদি বলে, "কে আমাকে আশ্বাস দিতেছ, তুমি কে? একবার আমায় দেখা দাও।" তখন সেই জ্বালানিবারণকারী, তাহার সাক্ষাতে প্রকাশিত হইয়া বলেন, "দেখ! এই যে আমি।" এইরূপে তিনি কথার উত্তর দেন, দেখা দেন। এইরূপ হইলে আর কি যুক্তিতর্ক থাকে? তখন আমরা যুক্তিতর্ক উপেক্ষা করিয়া বার বার তাঁহার নিকটে উপস্থিত হই। আমি শিশু-কালে যেমন মাতার ক্রোড় হইতে হিংস্র জন্তুদিগকে পা দেখাইতাম, ঠিক সেইরূপ আমি জগজ্জননী—বিশ্বজননীর কোলে বসিয়াও, আব্দার ক'রে সকলকে পা দেখাইয়া থাকি।

মার কাছে আর প্রার্থনা কি? আমি আব্দার করি! তোমাদের সাধু ভাষা-টাসা, আমি বুঝি না, আমি আব্দার ক'রে কত কি বলি, কত কি চাই। তোমরা বল, মা আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টাকা দেন না, ঔষধ দেন না ; না, মা আমাকে সব দেন ; ধন দেন, ঔষধ দেন, গায়ে হাত বুলান, ঘুম পাড়ান। রাজারাজরা কেউ, আমাকে কিছু দেয় না, আমার মা আমাকে সব দেন।

একবার দাঁড়াইয়া বলতো, এ জগতে কে আছ? পরমেশ্বর-টরমেশ্বর কিছু ব'ল না—শোনা কথা কিছু ব'ল না, বল এ জগতে কে আছ? আমাকে রক্ষা কর। এরূপ কর, দেখ্‌বে কি মজা! আমার মা যদি মনে করে, এখনই এখানে হাজার সূর্য্য, চন্দ্র, সমুদ্র এ'নে দিতে পারে। ইহা তোমরা যুক্তি তর্কে পাও না। আমার জননী—যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ক'রেছেন, তাঁর অসাধ্য কি? আমার মা, আমি বগল বাজায়ে চলে যাব। "আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" যদি প্রার্থনায় বিশ্বাস কর, তবে ঐ বালকের মত ছাতা লইয়া আসিতে হইবে। এই জল কে করেন? মা করেন। সূর্য্যে, না বাতাসে, না মেঘে? না, আর কেউ করে না। গাছে ফুল মা করেন, জলে মাছ মা করেন, তুমি জলে ডোব ত? মা তারে জলে রেখেছেন, তোমাকে স্থলে রেখেছেন। মা, কাহাকে বাতাসে, কাহাকে বা আগুনে রেখেছেন। এ দে'খে তথাপি কি আমরা অবিশ্বাস কর্ব্বো? যাঁকে অনন্ত বল্‌ছি, তাঁকে বুদ্ধিদ্বারা জানা যায় না, তিনি স্বপ্রকাশ। এক সাধু বলেছেন, বৃষ্টির জলধারা অবলম্বন করিয়া আকাশে উঠাও যেমন অসম্ভব, তেমনি বুদ্ধির দ্বারা ভগবানকে লাভ করাও অসম্ভব। একবার মার দিকে তাকাও, বড় মজা! তাঁর মধ্যে ইহলোক, পরলোক, প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে। সত্য—যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাবে। অতএবের মা, যুক্তির মা'য় হইবে না; যথার্থ মা, এই বিশ্বাসে ডেকে দেখ। আমার মা, আমাকে সব দেন, ইহা আমার শোনা কথা নয়, দেখা কথা,—আমি দে'খে বলছি—জোর ক'রে ব'লছি; আমার দেখা, শোনা নয়। মা'র অনেক রাজা ছেলে আছে, আমি কাঙ্গাল, কীট হইতে কীট, অধম হইতে অধম, আমার প্রাণে যখন তিনি আরাম দেন, তখন কারু ভয় নাই; সকলেরই আশা। আমার মত কীটানুকীট যদি তাঁর আশীর্ব্বাদ লাভ করে, তখন কারু ভয় নাই। "মাভৈঃ! মাভৈঃ!" সকলে শুন্‌তে পাবে; আমি ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। আমার মা—সত্য মা। সকলে পাবে, আমি এর নিদর্শন পাইয়াছি। অপমানে মাকে ডাক, পাপে ডাক, নির্য্যাতনে ডাক; সব আপদ, সব অবিশ্বাস দূর হবে; আমার মা সব পরিপূর্ণ কর্ব্বেন। আমার মা আনন্দময়ী, কেউ দুঃখে থে'কো না; আমার দুঃখ দেখ্‌লে বড় দুঃখ হয়। ভয় নাই। "আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" জয় মা আনন্দময়ী !!!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঢাকা—পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রহ্মমন্দির।

বৃহস্পতিবার, ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১২৯৩ সন।

তত্ত্ববিদ্যালয়ের উৎসবে বক্তৃতা।

বিষয়—"মানবজীবনের লক্ষ্য কি ?"

"মানবজীবনের লক্ষ্য"—এবিষয়ে কিছু বলিবার জন্য, আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল; আমার শরীর দুর্ব্বল, তথাপি যতদূর সাধ্য আমি এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হই।

বিশ্ববিধাতা—জগতের স্রষ্টা পরমেশ্বর, যে সকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন—জড়, উদ্ভিদ, কীট-পতঙ্গ, পশু পক্ষী, মনুষ্য, যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সকলের মধ্যেই তাঁর গূঢ়-অভিপ্রায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে বস্তুই কেন আমরা দর্শন করি না, তাহার বিষয় আলোচনা করিলেই দেখিতে পাই, ঐ সকলের মধ্যেই উদ্দেশ্য আছে। মনুষ্যে দুইটি দেখিতে পাই,—একটি উদ্দেশ্য, আর একটি লক্ষ্য। করুণাময় সৃষ্টি-কর্ত্তা, প্রত্যেক পদার্থে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যে সকল উপায়-কৌশল রাখিয়াছেন, মনুষ্য তাহা অবগত হইয়া তাঁহাকে জানিতে পারে। যদি এই বিশ্বসংসার বিশৃঙ্খল হইত, তবে ইহা দেখিয়া কেহই বিশ্বপতিকে বুঝিতে পারিত না। অরণ্যের মধ্যে একখণ্ড প্রস্তর পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলে, তাহাতে মনোযোগ দেই না; কিন্তু যদি তাহাতে কোন কৌশল-কারু-কার্য্য দেখিতে পাই, কিম্বা কোন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন করি, তখন আমাদের কার্য্য-কারণ অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তি, কার্য্য করিতে থাকে। ইহা কোথা হইতে আসিল, অবশ্যই কোন ভাল শিল্পী, ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এরূপ ভাব মনে উপস্থিত হইয়া থাকে। এরূপ অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, যদি একটি ফুল দেখি, বা কতকগুলি ফুল ছড়ান রহিয়াছে দেখিতে পাই, সে দিকে মন আকৃষ্ট না হইতেও পারে, কিন্তু এক ছড়া ফুলের মালা গাঁথা দেখিলে, সেই দিকে মন যাইয়া থাকে। তখন আমরা মনে করি, কোন মালাকার ইহা গাঁথিয়াছে, ইহা আপনা আপনি হয় নাই। যে কারণ-অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তির দ্বারা প্রস্তরের কারুকার্য্য এবং মালাতে কৌশল দেখিয়া তাহার নির্ম্মাতার জ্ঞান জন্মে, সেই কারণ অনুসন্ধিৎসা-দ্বারাই আমারা এই জগৎ দেখিয়া জগৎকর্ত্তাকে জানিতে পাই। তিনি এই জগতে যে সকল কৌশল রাখিয়াছেন, তদ্দ্বারা একদিকে আমরা নানাপ্রকার উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, অপর দিকে এতদ্দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করিতেছি। একটি তৃণ লইয়া দেখিলে, অজ্ঞ ব্যক্তি কিছু বুঝিতে পারে না; কিন্তু যিনি উদ্ভিদ্‌বেত্তা, তিনি উহার মধ্যে কত কৌশলই দেখিতে পান। এই যে চারি দিকে কত তরু-লতা-গুল্ম রহিয়াছে, এ সকলের মধ্যে কত কৌশল বর্ত্তমান রহিয়াছে, ঔষধাদিতে কত প্রয়োজনে লাগিতেছে। কোন স্থানে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা বিনা প্রয়োজনে সৃষ্ট হইয়াছে। পরমেশ্বর সকল পদার্থের মধ্যে তদুদ্দেশ্য সাধনের উপায় সকল রাখিয়া দিয়াছেন। একটি আম্র বৃক্ষ, তার বীজ রোপন করিলে,

৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা উত্তম-ক্ষেত্রে রোপিত না হইলে, টবে রোপন করিলে, গাছটি বাড়িবে বটে, দুই চারি মাস জীবিতও থাকিবে বটে, কিন্তু উপযুক্ত মত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না, তাহার উদ্দেশ্যপথে সে চলিতে পারিবে না; কেননা পরমেশ্বর, সেই বৃক্ষকে যে উপায়ে, যে ভাবে বর্দ্ধিত করিতেন, তাহার বাধা ঘটিয়াছে। যে উদ্দেশ্য সাধন জন্য যাহা সৃষ্ট এবং তার মধ্যে তজ্জন্য সৃষ্টি-কর্ত্তা যে সকল উপায় রাখিয়াছেন, চারিদিকের বস্তু হইতে যে সাহায্য পাওয়ার বিধান করিয়াছেন, তাহার বাধা ঘটিলে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। বৃক্ষবীজের উদ্দেশ্য ফল প্রদান করা; যে সকল উপায়ে সেই ফল জন্মিবে, তাহা ঐ বীজের মধ্যেই রহিয়াছে এবং আলোক, প্রশস্ত-ক্ষেত্র, মৃত্তিকা, প্রভৃতি যে সকল পদার্থের সাহায্যের প্রয়োজন, তাহাও বর্ত্তমান আছে। যদি কোন প্রকারে ঐ সকল উপায় ও সাহায্যের বাধা জন্মে, তবে আর বৃক্ষবীজ, ফল প্রদান করিতে পারে না। সকল বৃক্ষের সম্বন্ধেই ঐ প্রকার। প্রত্যেক বৃক্ষের দ্বারাই এক একটি উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। উদ্ভিদ্ হইতে কত ফল, কত শস্য জন্মিতেছে, কত ঔষধ হইতেছে। এই উদ্ভিদের সঙ্গে আমাদের কত যে শারীরিক সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না।

আবার জগতের প্রত্যেক জীবেও উদ্দেশ্য আছে; পশু-পক্ষী কীটপতঙ্গ, সকলেই উদ্দেশ্যপথে চালিত হইতেছে। যাঁহারা ভূয়োদর্শন করিয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা জানিয়াছেন, কত জীব আমাদের কত উপকারী। হিংস্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্তু,—এমন কি সর্প পর্য্যন্তও, আমাদিগের কত উপকার করিয়া থাকে; অনেক পণ্ডিতের মতে সর্প না থাকিলে পৃথিবীর অনিষ্ট হইত। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পরমেশ্বর, সৃষ্ট জীবমাত্রেই উদ্দেশ্য রাখিয়া দিয়াছেন।

মনুষ্য-জীবনে কেবল উদ্দেশ্য নয়, লক্ষ্যও রহিয়াছে; অন্য পদার্থে লক্ষ্য নাই। আমগাছ জানে না সে কেন ফল প্রদান করে;—সূর্য্য জানে না, সে কেন কিরণ প্রদান করিয়া থাকে, তথাচ করিতেছে; উদ্দেশ্য করিতেছে কিন্তু জানিতে পারিতেছে না। তাহাদের কোন লক্ষ্য নাই, স্বাভাবিক নিয়মে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু মনুষ্যের লক্ষ্য আছে। মনুষ্যের দুইটি ভাগ—একটি শরীর, একটি আত্মা। মনুষ্যে জড়, উদ্ভিদ, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গাদির ভাব আছে, অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থের ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। মনুষ্যের শরীরে, জড় ও উদ্ভিদের ভাব আছে; প্রাণের অবস্থায়—আহার নিদ্রা প্রভৃতিতে পশু প্রকৃতি রহিয়াছে; এতদ্ভিন্ন যে উচ্চপ্রকৃতি আছে যাহাকে মনুষ্যত্ব বলা যায়, তদ্দ্বারাই বিশ্বস্রষ্টাকে জানিয়া ধন্য হইয়া থাকে। শরীরের যে প্রকার উদ্দেশ্য আছে, আত্মারও সেইরূপ উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য উভয়ই রহিয়াছে। শরীর যন্ত্র, আত্মা যন্ত্রী;—এই শরীর আমার বাস করিবার একখানা ঘর; পক্ষীর যেমন পিঞ্জর, আত্মার পক্ষে সেইরূপ শরীর। চক্ষুতে দেখা যায়, হাতে কার্য্য হয়; চক্ষু কি দেখে, হাতে কি কাজ করে? যদি তাই হইত, তবে মৃতব্যক্তির চক্ষু, হস্ততো বর্ত্তমান থাকে, সে দেখেনা কেন—কাজ করেনা কেন? না চক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতে পারে না, হাতেও কাজ করিতে পারে না, আত্মাই উহাদ্বারা দেখিয়া ও কার্য্য করিয়া থাকে।

এই শরীরকে সুস্থ না রাখিলে, উপযুক্তরূপ আহার বিহার-দ্বারা রক্ষা না করিলে, শরীর রুগ্ন হইয়া যায়; তখন আর এই শরীরের দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। এই জন্যই পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।" শরীরই ধর্ম্মসাধনের আদি। অনেকে ধর্ম্ম সাধন করিতে যাইয়া শরীরকে অবজ্ঞা করেন, কিন্তু ইহা কোনক্রমেই উচিত নহে। শরীরটি ঈশ্বরদত্তধন, যাঁহারা ইহার প্রতি অবজ্ঞা অথবা অযত্ন করেন, তাঁহারা ইহার স্রষ্টার প্রতিই অবমাননা করিয়া থাকেন। অনেক সময়ে না বুঝিয়া শরীরকে রুগ্ন করি, তাহাতে উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাঘাত হইয়া থাকে। যাহাদের অল্পবয়স, তাহাদের যাহাতে শরীর রক্ষা হয়, এরূপ নিয়ম অবগত হইয়া তৎপ্রতিপালনে যত্ন করা একান্ত আবশ্যক। একবার যদি শরীর ভগ্ন হয়, তবে চিরকাল যন্ত্রণা পাইতে হইবে, সংসার এবং ধর্ম্মক্ষেত্রে—উভয়স্থলেই কষ্ট পাইবেন। পরমেশ্বর, অন্যান্য যে সকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা স্বীয় স্বীয় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে না, কিন্তু মনুষ্যকে জ্ঞান প্রদান করিয়া তাহা বুঝিবার অধিকারী করিয়াছেন। মনুষ্য যখন জ্ঞানদ্বারা শরীরের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন, তখন যেন শরীরের প্রতি অবজ্ঞা না করেন।

পরমেশ্বর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে যাহা রাখিয়া দিয়াছেন, মনুষ্যের মধ্যে তাহার সমস্তই প্রদান করিয়াছেন, কেননা মানুষ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনার মধ্যেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। আমরা যেমন অন্য পদার্থের উদ্দেশ্য বুঝিয়া থাকি, সেই প্রকার নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বুঝিতে হইবে। আমার শরীরের উদ্দেশ্য সহজে বুঝিতে পারি, কিন্তু আমার আত্মার উদ্দেশ্য বুঝা কঠিন; কেননা শরীর বাহিরের, আত্মা ভিতরের। "আমি কি" ইহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যদি "শরীরই আমি" বলিয়া সিদ্ধান্ত করি, তাহা হইলে আর আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি না। আমি যে শরীর হইতে পৃথক, তাহা জানিতে পারিলে, উদ্দেশ্য বুঝিতে সক্ষম হই। পণ্ডিতেরা, শরীরকে আপনি বলিয়া অর্থাৎ দেহকে আত্মা জ্ঞান করাকে, সংসার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ যদি আহার পান করিয়া এবং উৎকৃষ্ট বসনভূষণ পরিধান করিয়া মনে করেন, আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা ও সজ্জার কার্য্য সম্পন্ন হইল, তবে তিনি নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এজন্য পূর্ব্বাচার্য্যেরা, "শরীর আমি নই—আমি ও শরীর পৃথক," এই চিন্তা করিতে উপদেশ প্রদান করিতেন। মানুষ, যখন "দেহ আমি নই" বুঝেন, তখনই আত্মতত্ত্ব চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন দেখেন প্রত্যেক মনুষ্য এক একটি কার্য্যের জন্য সৃষ্ট হইয়াছেন। তখন তিনি বুঝিতে পারেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন একটি বড় কল, প্রত্যেক মানব যেন তাহার অঙ্গীভূত এক একটি ক্ষুদ্র কল। যদি কেহ কোন কলের কারখানায় যাইয়া দেখেন, তবে তিনি দেখিতে পাইবেন যে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলের সমষ্টি ও একটি বৃহৎ কল লইয়া সমস্ত বড় কলটি চালিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলপিনও আছে, খণ্ড খণ্ড ফিতাও রহিয়াছে। এসকলের একটিকে বাদ দিলেও কল চলিতে পারে না। মনুষ্য-সমাজ একটি বৃহৎ যন্ত্র; প্রত্যেক মানুষ তাহার অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল। আমরা যেন মনে না করি যে, আমরা যেমন জগতের হিতজনক গুরুতর কার্য্য করিতেছি, অন্য সকলে সেই প্রকার বড় কার্য্য করিতেছে না। প্রত্যেক ব্যক্তি জগতের কার্য্য করিতেছেন। রামচন্দ্রের সমুদ্রবন্ধন-কার্য্যে, নল, নীল, হনুমান প্রভৃতি মহাবীর সকলও সাহায্য করিয়াছিলেন, আবার সেই প্রকারে ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীও যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিল; সেইরূপ এই ভবসাগর—যাহা ইহকাল ও পরকালের মধ্যে অবস্থিত, তাহাতে বড় বড় লোকেও যেমন কাজ করিতেছে, ছোট লোকেও সেই প্রকার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে।

যতদিন "শরীরই আমি" এই মোহ না কাটে, ততদিন মানুষ নিজেকে বুঝে না—আপনার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে না; তাই মানুষ, একাজে ওকাজে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু কিছুতেই সুস্থির হইতে পারে না। যতদিন মনুষ্য, নিজের উদ্দেশ্য স্থলে না যান, ততদিন আর তাঁর সুস্থিরতা নাই। যাঁহারা আত্মতত্ত্ব ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, তাঁহারা এরূপে একাজে ওকাজে যাইয়া, ঠেকিয়া ঠেকিয়া আপনার উদ্দেশ্য বুঝিয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহারা আপনাকে "শরীর" বলিয়া মনে করেন তাঁহারা আপনার উদ্দেশ্য কখনও বুঝিতে পারেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক মনুষ্যের উদ্দেশ্য, অন্যে সাধন করিতে পারে না। যেরূপ লেবু, আম প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বৃক্ষ আছে, উহার একশ্রেণীর বৃক্ষেরদ্বারা অন্য শ্রেণীর প্রয়োজন সাধিত হয় না; আবার এক এক শ্রেণীর মধ্যেও নানা বিভাগ আছে। এক আম বা লেবুজাতীয় ফলই, কত প্রকার বর্ত্তমান আছে, উহারও একটির দ্বারা যে কাজ হয়, অপরটির দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইতে পারে না; সেই প্রকার মনুষ্যের মধ্যেও নানা শ্রেণী আছে, আবার প্রত্যেক মনুষ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র; উহার এক শ্রেণীর বা একজনের উদ্দেশ্য অপরের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। যে কার্য্য করিলে, মনুষ্য সুখ পান—উৎসাহ পান, দিন দিন আত্মার বিকাশ হইতে থাকে, সেই কাজই তাঁহার জীবনের ব্রত। সেই কাজ করিবার সময়, যদি শত-সহস্র লোকেও বাধা দেয়—হিমালয়ের মত পর্ব্বতও যদি সম্মুখে পতিত হয়, এসকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া "পরমেশ্বর আমাকে এই কার্য্য করিতে বলিতেছেন" বুঝিয়া তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন। যে ব্যক্তি এই প্রকারে নিজের উদ্দেশ্যকার্য্য করিতে থাকেন, সেই ব্যক্তি যৌবনেও যেরূপ উৎসাহী, বার্দ্ধক্যেও সেই প্রকার উৎসাহের অটল-ভাবে চলিতে থাকেন। তিনি তাঁহার জীবনের সেই কার্য্য করিবার জন্য কোন সময়েই দুর্ব্বল হন না। সেই কার্য্যই আমার উদ্দেশ্য—যাহা করিতে করিতে প্রাণ, উৎসাহে, আনন্দে, আত্মপ্রসাদে ভাসমান হইতে থাকে। আবার যাহা, আমার জীবনের কার্য্য নহে, তাহা করিতে গেলে, প্রাণ, নিরুৎসাহে, নিরানন্দে—গ্লানিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃতপ্রায় হইয়া যায়। সেই উদ্দেশ্যকার্য্য সামান্য হইতে পারে, তাতে কি? তাহা মু'টেগিরি, কেরাণীগিরি, পুস্তক-লেখা, ধর্ম্মপ্রচার, শিক্ষকতা, কৃষিকার্য্য, শিক্ষা, বাণিজ্যও হইতে পারে; কেবল্ ধর্ম্ম প্রচার করা মানুষের উদ্দেশ্য, মু'টেগিরি নহে, ইহা কে বলিতে পারে? পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, এই মানব-সমাজরূপযন্ত্রের প্রত্যেক মানুষই এক এক অংশ। যে যাহার জন্য সৃষ্ট, সে সেই কার্য্যই করিবে; যিনি যাহা করিবার জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন, তিনি যেমন সেই কার্য্য করিতে পারিবেন, অন্যে কখনও সেই প্রকার করিতে সমর্থ হইবে না। মুটের কাজ মুটে করিবে—ধর্ম্মপ্রচারকের কাজ ধর্ম্ম-প্রচারক করিবেন, কোন কাজই ছোট নয়।

কাজ মানবের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু লক্ষ্য নহে। উদ্দেশ্যের মতন, মানবের লক্ষ্যও বুঝিবার উপায় রহিয়াছে। শিশুকাল হইতেই আমরা বৃহৎ পদার্থ ভালবাসিয়া থাকি, দুটি সন্দেশ সম্মুখে ধরিলে, বালক বড়টি লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। আর কি? না, সুন্দর পদার্থের প্রতি ভালবাসাও, ছোটকাল হইতেই মানবপ্রাণে বর্ত্তমান। শিশু ঐ সুন্দর চাঁদ, ঐ সুন্দর ফুল, ঐ লাল কাপড় চাহিতেছে। যাহা কিছু কল্যাণ-কর তাহার দিকেও শিশুকাল হইতেই প্রাণের আকর্ষণ রহিয়াছে। যে শিশুকে ভালবাসে, শিশুরও তাহাকেই ভাল লাগিতেছে। এরূপ কতগুলি অবস্থা আমাদিগকে কেহ শিক্ষা দেয় না, ছোটকাল হইতে প্রাণের মধ্যে আপনা আপনি উদিত হইয়া থাকে। শিশুকাল হইতেই মানবের প্রাণে নির্ভরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবও দেখিতে পাই ; শিশুকালে মনে হয়, মা, সব পারেন ; শিশু মা'র কোলে উঠিয়া সিংহ ব্যাঘ্রকেও পা দেখাইতেছে ;—ঝড়ে সকলে ব্যাকুল, শিশু মা'র কোলে থাকিয়া হাসিতেছে। "মা'র কোলে আছি, আর ভয় কি ?" এ সকল্ ভাব বাল্য-কাল হইতেই কাজ করিতে থাকে ; কেন করে, জানি না। যত বয়স বাড়ে, আর আমরা জীবনে যত প্রবেশ করিতে থাকি, ততই পদার্থতত্ত্ব আলোচনা করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পর্ব্বত, সমুদ্র যত বৃহৎ পদার্থ সন্দর্শন করি, কিছুতেই আমাদের মন উঠে না ; এ সকল বড় হইতে আরও বৃহত্তরের দিকে—অনন্তের দিকে প্রাণ ছুটিতে থাকে, এজন্যই ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন—"ভূমৈব সুখং নাল্পেসুখমস্তি।" ব্রহ্মাণ্ডের সব সুন্দর পদার্থ দেখিলাম, তাহাতেও তৃপ্ত হইতে পারিলাম না। অনন্ত-সৌন্দর্য্যের পানে ধাবিত হইলাম। সেই প্রকার পৃথিবীর সীমাবদ্ধ ভালবাসায়ও প্রাণ তৃপ্ত হইল না, অনন্ত প্রেমের দিকে ছুটিল—সেই চির মঙ্গলের নিকট প্রাণ যাইতে চাহিল। সেই বৃহৎ—অনন্ত, সুন্দর, প্রেমময়—মঙ্গলময়, নির্ভরের স্থল কে ? না, আমার ব্রহ্ম !! "আনন্দং ব্রহ্মণো-বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।" "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।" যাঁহাকে জানিলে প্রাণ, নিত্যানন্দ লাভ করে, ভয় একেবারে দূরে পলায়ন করে, যাঁহা হইতে এই ভূত সকল জন্মিতেছে, রক্ষিত হইতেছে, প্রলয় কালে যাঁহাতে প্রবেশ করিতেছে, তিনিই ব্রহ্ম, ইহা ভিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপর যাহার উপাসনা করি, তাহা ব্রহ্ম নহে। সেই ব্রহ্মকেই চাই; তিনি "ব্রহ্ম"—বড়, তিনি "সত্যং শিবং সুন্দরং," তাঁকেই জানিতে ইচ্ছা করি! যেমন নদী, নিম্নদিকে দৌড়িতে থাকে, সেই প্রকার প্রাণের গতিও সেই অনন্তের দিকে—সেই মঙ্গলের দিকে—সেই সুন্দরের দিকে। যখন প্রাণে, এই অবস্থা হয়, তখন মানুষ আপন "লক্ষ্য" বুঝিতে পারে মানবের লক্ষ্য কি? না—সেই অনন্ত, সুন্দর, মঙ্গলময়, চিরনির্ভরের স্থল সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর। যিনি এইরূপে নিজের লক্ষ্য স্থির করিতে পারিয়াছেন, তিনি সেই লক্ষ্য যতদিন না প্রাপ্ত হন, ততদিন নিজের জীবন বৃথা মনে করেন।

যে প্রকার কোন মাঝি, নঙ্গরবাঁধা নৌকা পুনঃ পুনঃ বাহিলেও, নৌকা একপাও অগ্রসর হয় না, যেখানে প্রথমে ছিল, সমস্ত সময়-পরেও তথায়ই থাকে। সেই প্রকার কোন বিষয়ে আসক্ত হইয়া যত কেন পরিশ্রম করিয়া কাজ কর না, তাহাতে কোন ফলই লাভ করিতে পারিবে না, বিন্দু মাত্রও লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইবে না। মনুষ্য যখন লক্ষ্যস্থলে যায়—আপনার মা'র কাছে যায়, তখনই আপন শক্তি কি বুঝিতে পারে; যতদিন পরমাত্মা, আত্মাতে প্রবেশ না করেন ততদিন আত্মার শোভা কোথায়? যতদিন চন্দ্রে, সূর্য্যের কিরণ না পৌঁছছে, ততদিন চন্দ্রের শোভা কৈ? সূর্য্য আলো দিলে, চন্দ্র আলোকিত হইয়া পৃথিবীর অন্ধকার নষ্ট করে; তেমনি আত্মাতে পরমাত্মার আলোক পৌঁছছিলে, সে পৃথিবীর অন্ধকার নষ্ট করিয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্য স্থির না হইলে, লোক, কেবল নানা পদার্থে আকৃষ্ট হইয়া জীবন বৃথা কর্ত্তন করিয়া থাকে। যতক্ষণ লোকের লক্ষ্য বোধ হয় নাই, সে পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি কখনও ধর্ম্মসাধন করিতে পারে না। যতদিন ধর্ম্ম লক্ষ্য না হয়, ততদিন, আজ আমি ধর্ম্মের কথা বলিতেছি কাল আবার তাহার বিরুদ্ধে বলিব, আজও আমার প্রাণের যে অবস্থা কালও তাহাই থাকিবে। নঙ্গর বদ্ধ নৌকাতে দশখানা দাঁড় বাহিলেও বিন্দু-মাত্রও চলিবে না; সেই প্রকার পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য পদার্থে আসক্ত হইয়া দশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যত কেন কার্য্য করি না, জীবনপথে বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হইতে পারিব না। যার নৌকা চলে, সে চিঁড়ে খায়, তামাক খায়; আবার যাঁর জীবন, ভগবানের দিকে চলিতেছে, তিনিও ভগবানের কাজ করিতে করিতে বিমল আনন্দ-সুধা সম্ভোগ করিতে থাকেন। কলিকাতা হইতে শান্তিপূর যাওয়ার সময়ে নৌকা চলিতেছে কি না, কিরূপে জানিতে পারি? না, পথের স্থান সকল, গ্রাম সকল, পথে পড়িবে, একটি একটি ছাড়িয়া যাইবে, এরূপ করিতে করিতে শান্তিপূরে পৌঁছিবে। আর যদি পথের গ্রাম সকল না দেখা যায়, কেবল কলিকাতাই পুনঃ পুনঃ দেখা যাইতেছে, এরূপ ঘটিলে, নৌকা চলিতেছে না মনে করি; সেই প্রকার যাঁহার জীবন, ধর্ম্মপথে চলিতেছে, তিনি নিত্য নূতন অবস্থা সম্ভোগ করিতেছেন—জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা লাভ করিতেছেন। আর তা না হইয়া যদি পূর্ব্বের মত প্রাণের এক প্রকার অবস্থাই থাকে, পূর্ব্বেও যে প্রকার আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিথ্যা বলিতাম এখনও তাই বলি, পূর্ব্বে যে প্রকার লোকের প্রতি বিদ্বেষ করিতাম, এখনও সেই প্রকারই করিয়া থাকি, পূর্ব্বেও যে প্রকার পর-স্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিতাম, এখনও সেই প্রকারই করি, তাহা হইলে আমি বিন্দুমাত্রও জীবনের লক্ষ্যের দিকে চলিতেছি না—কিছু মাত্র ধর্ম্ম হইতেছে না। উপাসনা করিতেছি, সঙ্কীর্ত্তনাদি করিতেছি, সৎকার্য্য করিতেছি, তাহাতে আনন্দও পাইতেছি, অথচ জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া অসত্য হইতে সত্যের দিকে, বিদ্বেষ হইতে প্রেমেতে, পাপ হইতে পবিত্রতাতে যাইতেছে না, তাহা হইলে সে আনন্দ—ব্রহ্মানন্দ নহে, কাব্যাদি পাঠের আনন্দের ন্যায় সাময়িক ভাবুকতা মাত্র। এ অবস্থায় মনে করিতে হইবে, আজিও আমার লক্ষ্য স্থির হয় নাই। যদি দেখি আমার ছেলে পেলেকে যেমন ভাল বাসিতে পারিতেছি, অন্যকে তেমন পারি না, তাহা হইলেই জানিতে হইবে, আমার জীবন-নৌকা কোথাও আবদ্ধ হইয়াছে, লক্ষ্য পথে চলিতেছে না। আমি পথে হাজার চাকচিক্য দেখি, তবু আমি ভুল্‌বনা, আমি আমার মা'র কাছে যাব—বাড়ীতে যাব। যাহার লক্ষ্য স্থির হইয়াছে, সেই যাবে।

পূর্ব্বকার আচার্য্যেরা, লক্ষ্য স্থির না হইলে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন না। যীশুখ্রীষ্টের নিকটে দুইটি জেলে ধর্ম্ম-দীক্ষা চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা সুন্দর সুন্দর জাল ভাল বাসিতেন; খ্রীষ্ট বলিলেন, যদি তোমরা ঐ সুন্দর সুন্দর বোনা জাল জলে ফেলিয়া দিতে পার, তবে ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারি। আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজন সম্ভ্রান্ত অভিমানী লোক, খ্রীষ্টের নিকটে আসিলে সম্ভ্রান্ত সমাজে হেয় হইতে হইবে বলিয়া, গোপনে রাত্রিতে আসিতেন; তিনি ধর্ম্মোপদেশ চাহিলে খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, তোমার হইবে না। সনাতন-গোস্বামীর নিকটে এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা চাহিলেন, তিনি ব্রাহ্মণকে এক পরশমণি প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ টের পাইয়া মনে করিলেন, এ ব্যক্তি পরশ-মণি অপেক্ষা বহুমূল্য পদার্থ লাভ না করিয়া থাকিলে, কখনও এই মণি প্রদান করিতে সক্ষম হইতেন না। তখন ব্রাহ্মণ, সনাতন গোস্বামীকে বলিলেন "প্রভো! এমন কি রত্ন আপনি পাইয়াছেন, যাহাতে এই পরশমণি আপনার নিকটে অতিশয় তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতেছে? অতএব আপনি আমাকে সেই রত্ন প্রদান করুন।" সনাতন-গোস্বামী বলিলেন, ঠাকুর! যদি তুমি তোমার হস্তস্থিত এই পরশমণি যমুনাজলে ফেলিয়া দিতে পার, তবে সেই রত্ন দিতে পারি। বলিবামাত্র ব্রাহ্মণ, হস্তস্থিত-রত্ন জলে নিক্ষেপ করিলেন, তিনিও তাঁহাকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য আর কিছু নহে, লক্ষ্য স্থির না হইলে মানুষ কখনও ধর্ম্ম-পথে চলিতে পারে না। লক্ষ্যস্থানে যাইবার জন্য পিপাসা না হইলে, ধর্ম্মকার্য্য করিয়া কখনও ধর্ম্মের গৌরব বুঝিতে পারিবে না। এই জন্যই আচার্য্যগণ, আগে জমি ঠিক করিয়া পরে বীজবপন করিতেন।

আমি এ সংসারে চিরকাল থাকিব না, সংসার আমার চিরদিনের অবলম্বন নহে। পরলোকে, অনন্তকাল আমি কি অবলম্বন করিয়া বাস করিব, ইহা মনে না হইলে বৈরাগ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিবে না। যদি বাস্তবিক পরমেশ্বর—সত্য, সুন্দর, মঙ্গলময় দেবতা, আমার লক্ষ্য হন, তবে আমি তাঁহাকে না পাইয়া স্থির থাকিতে পারি না। সংসারের ধন-রত্ন সমস্ত পাইলেও পরিতৃপ্ত নহি। সকল সংসার দিয়েও যদি তাঁহাকে পাই, এই অনিত্য দিয়ে, যদি সেই নিত্য সারাৎসারকে লাভ করিতে পারি, তবে আমার মত চতুর বণিক আর কে আছে?

"যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ।" বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্ম লাভ করিতে হইবে। যাঁহারা ইহা অস্বীকার করেন, তাঁহারা ধর্ম্মের—মানবজীবনের লক্ষ্য বুঝিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ শরীর ও মনের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া, শরীরকে তদুপযোগী কর; পরে আত্মার উদ্দেশ্য—জ্ঞানের উন্নতি—সকল পদার্থের সঙ্গে জ্ঞানের যোগ করিয়া সংসারে প্রবেশ পূর্ব্বক ভগবানের উদ্দেশ্য সাধন করিতে করিতে সেই "সত্যং শিবং সুন্দরং" লক্ষ্য স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে। সংসার যেন নদী, জীবন নৌকা, প্রত্যেক কার্য্য দাঁড়, ভগবান গম্যস্থল। যেরূপ কলিকাতা হইতে শান্তিপুরে পঁহুছিলে দেখা যায়, যে সকল লোক কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছিল, কেহ ষ্টিমারে, কেহ বজরাতে, কেহ ডিঙ্গি নৌকায়, কেহ গয়নার নৌকাতে চড়িয়াছিল; তাহাদের মধ্যে কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র মু'টে-মজুর ছিল, তাহারা সকলেই শান্তিপুরে পৌঁছছিয়াছে। সেই প্রকার মানবের লক্ষ্য পরমেশ্বরকে লাভ করিলে দেখা যায় যে, সকল মনুষ্য নানা প্রকার কার্য্য করিয়া কেহ বা ধর্ম্মপ্রচার, কেহ বা মু'টেগিরি করিতে করিতে নানা উপায়ে আসল সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্য পরমেশ্বরকে লাভ করিয়াছেন। যিনি সিদ্ধ হইয়াছেন —লক্ষ্য-স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি দেখিবেন, মহাত্মা প্রভৃতির ন্যায় লোকই হউন আর মু'টেমজুরই হউন, সকলই সেই বিশ্বজননীর ক্রোড়ে রহিয়াছেন। ইহলোককে তাঁহার ক্রোড়েই দেখিবেন, পরলোকও তাঁহার ক্রোড়েই দর্শন করিবেন। ইহলোক হইতে লক্ষ্যস্থলে গেলেও পরলোক দেখা যায়, পরলোক হইতেও লক্ষ্যস্থলে গেলে ইহলোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেখানে পরিপূর্ণমানন্দং। ইংরাজ, খৃষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, সব তাঁর ক্রোড়ে। কত মুনি, কত ঋষি, কত ফকির, যিশুখ্রীষ্ট, নানক, সব তাঁর মধ্যে বিরাজ করিতে-ছেন। তিনি ভিন্ন আর আমাদের লক্ষ্য নাই। এই লক্ষ্যে যাইতে হইলে প্রতিদিন অগ্রসর হইতে হইবে ; যদি প্রতিদিন এগুতে পারি, তবে লক্ষ্য স্থানে যাইতে পারিব, "পরিপূর্ণমা-নন্দং" ধ্বনি উত্থিত হইবে, আমাদের জীবন মধুময় হইবে ॥

ঢাকা-পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রহ্মমন্দির।

অগ্রহায়ণ—১২৯৩ সন।

ছাত্র সমাজের অধিবেশনে বক্তৃতা।

বিষয়—"পরকাল"।

আমাদের দেশে কি অন্যদেশে, যে স্থলেই মনুষ্য বাস করে, তথায়ই "পরকাল" এ শব্দটি ঠিক্ না থাকিলেও এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরকালের ভাব বর্ত্তমান আছে। মৃত্যুর পর মানুষ থাকে, এভাব সর্ব্বত্র সাধারণের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। এ বিষয়টি সকলের মধ্যে প্রচলিত থাকার অবশ্যই বিশেষ গূঢ় কারণ আছে সন্দেহ নাই।

আমরা যে সকল পদার্থের বিষয় শিক্ষা করি, সেই সকল পদার্থ বাহিরে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু যে জ্ঞানের দ্বারা তাহা অবগত হই, সে জ্ঞান অন্তরের বস্তু। চন্দ্র, সূর্য্য, পাহাড়, সমুদ্র এ সকল বাহিরে স্থিত, যে জ্ঞানদ্বারা এ সকলের তত্ত্ব অবগত হই, তাহা আত্মার ভিতরে অবস্থিত। পশু-পক্ষীর মধ্যে এরূপ জ্ঞান দৃষ্ট হয় না, তাহাদের সংজ্ঞাবোধমাত্র আছে; কোন্ বস্তুর কি ব্যবহার, সে পদার্থের সহিত অন্যান্য পদর্থের কি সম্বন্ধ, তাহা তাহারা অবগত নহে; তাহারা কেবল তাহাদের প্রয়োজনীয় আহার্য্য, পানীয় ঔষধের বিষয় বুঝিয়া থাকে; সেই বোধও ভগবান জন্মাবধিই তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন; উহা শিক্ষা-সাপেক্ষ নহে; শিক্ষাদ্বারা সেই বোধশক্তির উন্নতিও দেখা যায় না। মনুষ্যের জ্ঞান, শিক্ষা সাপেক্ষ ও ক্রমোন্নতিশীল।

মনুষ্যের জ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত, একটি অন্তর্মুখ জ্ঞান, আর এক বহির্মুখ জ্ঞান। যে জ্ঞানদ্বারা বহির্জ্জগতের পদার্থসমূহের বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম বহির্মুখ জ্ঞান। এতদ্দ্বারা বাহিরের পদার্থ সকল জানিয়া তাহাদের তারতম্য বুঝিয়া পৃথিবীর কল্যাণ সাধন করা যায়। যাহারা বস্ত্র পরিধান করে না, এরূপ অজ্ঞলোকেরও এই জ্ঞান লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবার অধিকার আছে। জ্ঞানের আর একটি দিক অন্তর্মুখ। যেমন একটি বৃক্ষের মৃত্তিকার নিম্নে এক ভাগ থাকে, আর বাহিরে আর এক ভাগ থাকে; ভিতরে মূল, বাহিরে শাখা প্রশাখা প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে; সেই প্রকার জ্ঞানেরও একভাগ বাহিরে আর একভাগ অন্তরে সংস্থাপিত রহিয়াছে। অন্তরের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, সে সকল যে জ্ঞানেরদ্বারা শিক্ষা করি তাহাকে অন্তর্মুখ জ্ঞান বলে। কার্য্য দেখিয়া কারণ অনুমান, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা, সুনির্ম্মাতার প্রশংসা, জগতের অস্তিত্ব, আত্মার অস্তিত্ব, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তার জ্ঞান, এ সকল অন্তর্মুখ জ্ঞানের কার্য্য। এই সকল জ্ঞান, যে প্রকার স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যেক আত্মাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই প্রকার পরকালের জ্ঞানও আপনা-আপনি মানব প্রাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। বহির্মুখ জ্ঞানের আলোচনা দ্বারা তাহার যে প্রকার উন্নতি হয়, অন্তর্মুখ-জ্ঞানেরও আলোচনা দ্বারা সেই প্রকার উন্নতি হইয়া থাকে। বাহিরের পদার্থ—গ্রহ নক্ষত্রাদির জ্ঞান যেমন জ্যোতিষ শাস্ত্রাদি-আলোচনা সাপেক্ষ, সেই প্রকার অন্তরের সত্য সকল জানিবার জন্য অন্তর্মুখ জ্ঞানের অনুশীলন আবশ্যক; তদ্দ্বারাই সমস্ত আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব জানা যায়। কৃতজ্ঞতা, দয়া, অন্যান্য যে যে ভাব, ইহার সকলই হৃদয়ে আছে; অন্তর্মুখ-জ্ঞানের যত আলোচনা করিবে, ততই সেই সকল অন্তরের ভাব ভালরূপ জানিতে পারিবে। অসভ্য জাতি যাহারা লেখা পড়া কিছু-মাত্র জানে না, তাহারাও পরলোক স্বীকার করিয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুকি, গারো, অন্যান্য দেশীয় অসভ্য লোকেরাও ইহা স্বীকার করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, মানবপ্রাণে এই পরলোক সম্বন্ধীয় জ্ঞান স্বাভাবিকই আছে, তবে শিক্ষা-দ্বারা উহা উজ্জ্বল হয়, নতুবা আভাসমাত্র বুঝিতে পারে। পৃথিবীর সমুদায় জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে পরলোকের কথা আছে। আমাদের দেশে, মৃতব্যক্তির আত্মীয়গণ যে, "ফে'লে গেলে", "কোথায় গেলে" বলিয়া ক্রন্দন করেন, ইহার কারণ কি? মৃতব্যক্তির শরীরতো আছেই, তবে ক্রন্দন কেন? না, তাঁহারা মনে করেন শরীরের মধ্যে যে বর্ত্তমান ছিল, সে আর এখন ঐ শরীরে নাই। এ জন্যই শরীরকে অপবিত্র জ্ঞানে গোবরছড়া দেয়। একথা দ্বারাই পরলোক সম্বন্ধে স্বাভাবিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অনেকে বলিতে পারেন, এতেই কি পরলোকের প্রমাণ হইল? না, প্রমাণ আছে কি না দেখা যাউক।

প্রথমতঃ মৃত্যুটা কি? মৃত্যু—ম'রে যাওয়া কি? মৃত্যুর পর শরীরতো থাকে, তবে মরণ কি? না, চেতনা থাকে না, জড়—শরীর মাত্র থাকে। পরমেশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ দুইভাগে বিভক্ত, চেতন ও জড়। যে সকল পদার্থের চিন্তাশক্তি আছে, স্বেচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে, স্মৃতি আছে, সে সকল পদার্থ চেতন; আর যাহাদের এ সকল কিছু নাই, এ সকল বিষয়ে অক্ষম, তাহারা জড়। চার্ব্বাক প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিত-গণ, আধুনিকও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, চেতন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, জড়পদার্থের সংযোগেই চেতনা একটি রাসায়নিক গুণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন যেমন হরিদ্রা পীতবর্ণ এবং চূণ শ্বেতবর্ণ, উভয়ের মিশ্রণে নূতন এক প্রকার রঙ্গের উৎপত্তি হয়; পারদ ও গন্ধকে মিলিত হইয়া যে হিঙ্গুল জন্মে, তাহাতেও এক প্রকার নূতন বর্ণ উদ্ভূত হয়; সেইরূপ পূর্ব্বে জড়পদার্থে চেতনা না থাকিলেও তাহাদের মিশ্রণে চেতনা এক প্রকার গুণ জন্মিয়া থাকে, ইহা অযৌক্তিক হইবে কেন? কিন্তু যাহারা এ মতের বিরোধী, তাঁহারা বলেন, যে সকল পদার্থ মিশ্রিত করিবে, তাহাদের মূলে একেবারে যাহা নাই, সংযোগে নূতনরূপে তাহার কিছুই জন্মিতে পারে না। প্রথমতঃ বর্ণ, জড়পদার্থের একটি গুণ; দ্বিতীয়তঃ হরিদ্রা ও চূণ, পারদ ও গন্ধক মিলাইলে যে নূতন বর্ণ সমুৎপন্ন হইল, সংযোগের পূর্ব্বেও ঐ সকল মূলপদার্থে ঐ ঐ বর্ণের আভাস ছিল, সংযোগে তাহা আরও উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র; কিন্তু যাহা ছিল না তাহা জন্মে নাই, নূতন কিছুরই উৎপত্তি হয় নাই। শরীর জড় পদার্থের সংযোগে নির্ম্মিত, জড়পদার্থে চেতনা গুণ নাই, সুতরাং "মূল পদার্থে যে গুণ নাই সংযোগে তাহা জন্মিতে পারে না।" পূর্ব্বোল্লিখিত এই নিয়মানুসারে জড় পদার্থের সংযোগে চেতনা জন্মিতে পারিল না। যদি জড় পদার্থে চেতনা থাকিত বা সংযোগে উৎপন্ন হইত, তবে বৃহৎ বৃহৎ জড়পিণ্ডের—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রের, চেতনা নাই কেন? সুতরাং চেতনা, জড় পদার্থের গুণ নহে; উহা জড়াতীত স্বতন্ত্র একটি পদার্থ, উহাকে আত্মা বলিয়া থাকে। মৃত্যুটা কি? না, শরীর যে সকল পদার্থে নির্ম্মিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার বিয়োগ। যখন শরীরের পরমাণু সমূহ শিথিল হয়, তখন জীবাত্মা, আর উহাতে থাকিতে পারে না। যেমন ঘরটি কি জানালাগুলি আমরা স্বেচ্ছামত ব্যবহার করি, আমি অর্থাৎ জীবাত্মা, শরীরকেও সেই প্রকার স্বেচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্মা জড়পরমাণুর সংযোগে জন্মে নাই, সুতরাং তার বিশ্লেষণও নাই। জড় পরমাণুও বিনষ্ট হয় না, কেবল বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং মৃত্যুর পরেও আত্মা ঠিক বর্ত্তমান সময়ের মত এই ভাবেই থাকিবে, অতএব পরকাল আছে।

দ্বিতীয়তঃ পরমেশ্বরের ইচ্ছা নিত্য, সৃষ্টি যখন তাঁহার ইচ্ছা, তখন সৃষ্টিও নিত্য, বিনাশ সৃষ্টির বিরোধী, সুতরাং পরমেশ্বরের রাজ্যে বিনষ্ট হওয়া অসম্ভব। অতএব আত্মা চিরকাল থাকিবে, কাজেই পরকাল আছে।

তৃতীয়তঃ—মনুষ্যের প্রাণে কতকগুলি স্বাভাবিক সত্য আছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পরকালের ভাবও একটি, সুতরাং পরকাল আছে।

চতুর্থতঃ—পরমেশ্বর ন্যায়বান, সুতরাং পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা, পাপের দণ্ডদাতা। যদি দণ্ড ও পুরস্কারের ফল, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভোগ না হয়, তবে অবশ্যই তৎপরে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে; মৃত্যুর পরে আত্মা বর্ত্তমান না থাকিলে কর্ম্মফল কে ভোগ করিবে? সুতরাং আত্মার বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, অতএব পরকাল আছে। এই কর্ম্ম ফল অনেক পণ্ডিতই স্বীকার করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চমতঃ—মনুষ্যের অনন্ত-জীবন বাঁচিবার ইচ্ছা রহিয়াছে; পরমেশ্বর যে ইচ্ছা দিয়াছেন, তাহার চরিতার্থেরও বিধান করিয়াছেন। পিপাসা, ক্ষুধা দিয়াছেন, পানীয়-আহার্য্য-বস্তুর ব্যবস্থাও আছে। অনন্ত-জীবনের-ইচ্ছাও যখন দিয়াছেন, তখন অনন্ত কাল বাঁচিবার ব্যবস্থা থাকাও সঙ্গত। সুতরাং মৃত্যুর পরেও আত্মা থাকিবে, অতএব পরকাল আছে।

পরকাল কি? না, মৃত্যুর পরের সময়—পরবর্ত্তি-কাল, যথা প্রাতের পরকাল বৈকাল। মৃত্যুর পরে আত্মা, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যে স্থলে বাস করে, তাহার নাম পরলোক। কেহ কেহ মনে করেন, পরলোক নির্দ্দিষ্ট কোন স্থান; কিন্তু যাঁহারা সত্য-প্রিয়, তাঁহারা বলেন, যত দিন স্থানের বিষয় না জানিতে পারিব, ততদিন এ সম্বন্ধে কল্পনা করিয়া কিছু অবধারণ করিতে পারি না। মৃত্যুর পরেও যে আত্মা থাকিবে এবং কর্ম্মফল ভোগ করিবে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন; কিন্তু স্থান সম্বন্ধে ঐক্যমত নাই। অনেক পুস্তকে পরলোক, পৃথিবীর ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। আরবদেশীয় পুস্তকে পরলোক-বর্ণনায় সেই দেশের প্রয়োজনীয় প্রস্রবণ ও মেওয়া প্রভৃতি ভাল ভাল জিনিস কল্পিত হইয়াছে। যাঁহারা সুখাভিলাষী তাঁহারা পরলোকে নানাপ্রকার সুখ-সেব্য বস্তুর সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, মৃত্যুর পরে আত্মা, যত সকল নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, তাহার প্রত্যেকটিতে ভ্রমণ করিবে; আত্মা যেমন পৃথিবীর বিষয় শিক্ষা করে, সেই প্রকার প্রত্যেক নক্ষত্রে নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া তত্রত্য সকল বিষয় শিক্ষা করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাকে লোক-লোকান্তর-ভ্রমণ বলে। ইহার কোন স্থির সিদ্ধান্ত নাই। মানুষ কি? না, শরীর নয়, চেতনা। এই জীবাত্মা থাকে কোথায়? জড় পদার্থ, স্থান ভিন্ন থাকিতে পারে না; জীবাত্মা—চিৎপদার্থ, থাকে কোথায়? না, পরমাত্মাতে থাকে। ইহকালেও তাই, পরকালেও তাই। তার আশ্রয় এখনও পরমেশ্বর, তখনও তিনি; তিনিই "পরলোক"। আমাদিগের ঋষিমুনিরাও অনেকে এই শেষোক্ত কথা অর্থাৎ "ঈশ্বরই পরলোক" ইহা বলিয়া গিয়াছেন। আমরা পরকালের ন্যায় পরলোকের সত্তা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি, কিন্তু সেই পরলোকে বাড়ীঘর আছে কি না, একথা আমরা বলিতে পারিনা, ইহা আমাদিগের স্বাভাবিক জ্ঞানও নহে, কেননা তাহা হইলে সকলেরই এই জ্ঞান থাকিত।

ইহলোকেই হউক আর পরলোকেই হউক, যখন পরমেশ্বর ন্যায়বান অথচ দয়ালু, তখন পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার ভোগ করিতেই হইবে। মৃত্যুর পরক্ষণেই যে অমনি কর্ম্মফল আরম্ভ হয়, তাহা নহে; যে মুহূর্ত্তে পাপ বোধ ও পুণ্য বোধ হইয়া থাকে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই ফল ভোগ আরম্ভ হয়। আমরা পাপ দুই প্রকারে করিয়া থাকি, এক প্রকার শরীরের দ্বারা, আর এক প্রকার আত্মার দ্বারা। শারীরিক পাপে শরীরের রোগ ও যন্ত্রণা হইয়া থাকে, আত্মার পাপে প্রাণে জ্বালা জন্মে। পরমেশ্বর এই প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা করেন কেন? না, তিনি ভাল করিবার জন্য মাতা পিতার ন্যায় শাসন করেন। মানুষের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই পরকালে ও কর্ম্মফলে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকাতে—দৃঢ় প্রত্যয় না থাকাতে পাপ কর্ম্ম করিয়া ফেলে।

পরকালের বর্ণনায় অনেক পুস্তকে স্বর্গ নরকের বহুল বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে মহাভারতের একটি গল্প বলিতেছি। যুধিষ্ঠির স্বর্গে যাইয়া দেখিলেন, দুর্যোধন প্রভৃতি স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন। তখন যুধিষ্ঠির নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবর্ষি! অর্জ্জুনাদি কোথায় অবস্থান করিতেছে? অতঃপর নারদ, যুধিষ্ঠির সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনাদির নিকটে উপস্থিত হইলেন। তথাকার দুর্গন্ধে অস্থির হইয়া যুধিষ্ঠির যখন চলিয়া যাইতে-ছেন, তখন চতুর্দ্দিক হইতে চীৎকার হইতে লাগিল, "মহারাজ! থাকুন, আপনার আগমনে আমাদের সুখ হইতেছে।" তখন যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা কে? উত্তর হইল—আমি অর্জ্জুন, আমি ভীম, আমি নকুল, আমি সহদেব। যুধিষ্ঠির মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহারা কখনও কোন পাপ করে নাই, যুদ্ধে ক্ষত্র-ধর্ম্ম পালন করিয়াছে, তথাপি ইহাদিগকে কেন নরকে অবস্থান করিতে হইল? এরূপ সময়ে নারদ বলিলেন, তোমার ভ্রাতারা কি কখনও নরক ভোগ করিতে পারে? ইন্দ্র বলিলেন, মহারাজ! তুমি যেমন "অশ্বত্থামা হতঃ" বলিয়া, ছলনা করিয়াছিলে, তোমারও সেই প্রকার ছলে নরক দর্শন করিতে হইল। নারদ বলিলেন "স্বর্গ, নরক আর কিছুই নহে, মনের অবস্থামাত্র। তুমি স্বর্গের মন্দাকিনীতে অবগাহন কর, তোমার ত্রিগুণ নষ্ট হইলে, সব চলিয়া যাইবে।" কেহ কেহ বলিয়া থাকেন আত্মগ্লানি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নরক, আত্মপ্রসাদই স্বর্গ। আবার পূরাণেও স্বর্গ নরকের বর্ণনা আছে। পুরাণের ও কোরাণের বর্ণনা একই প্রকার। বাইবেলে, বৌদ্ধশাস্ত্রেও স্বর্গ-নরকের এক এক প্রকার বর্ণনা আছে। মনুষ্যের স্বভাবের বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, পরকাল জ্ঞান, কর্ম্মফল ভোগের জ্ঞান, এবং বাঁচিবার ইচ্ছা তাহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু পরলোক কি প্রকার তাহার জ্ঞান কিছু নাই। যতদিন ভগবানের ইচ্ছা হয় আমাদিগকে এই পৃথিবীতে রাখিবেন, ততদিন এখানেই থাকিব; মোটকথা আমাদের ধ্বংস নাই। মনুষ্যের কেন, একটি পরমাণুরও ধ্বংস নাই। সুতরাং পরলোক লইয়া তর্ক বৃথা।

বহির্মুখ-জ্ঞানের দ্বারা বাহিরের বিষয় জানা যায়, অন্তর্মুখ-জ্ঞানের দ্বারা ভিতরের নিহিত-সত্য অবগত হওয়া যায়। পরকাল, এটি একটি অন্তর্নিহিত সত্য, সকল মনুষ্যই এটি স্বীকার করিয়া থাকে। ইহা যে গ্রন্থ পাঠ করিয়া বা অন্যের নিকট শুনিয়া কেহ স্বীকার করে, তাহা নহে; যে সকল জাতির কোন লিখিত ভাষা নাই, কোন সভ্যজাতির সহিত আলাপ পর্য্যন্তও নাই, তাহাদিগের মধ্যেও এই পরকালের জ্ঞান দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন একজন ফকির অনেক দিবস কুকি জাতির মধ্যে বাস করিয়া তিনি তাহাদিগের মধ্যে পরকাল-জ্ঞানের সত্তা যে জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ বলা যাইতেছে—ইংরেজ রাজ্যে যে সকল কুকি বাস করে, তাহারা পক্কমাংস আহার করে, ইহাদিগকে পাকা কুকি বলে; আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহারা পাহাড়ে বাস করিয়া কাঁচা মাংস আহার করে, তাহাদিগকে কাঁচা কুকি বলে। ফকির সাহেব, যখন সেই পাহাড়ে কুকিদিগের নিকট যান, তাহারা তাহাকে কাটিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু তিনি একজন স্ত্রী-কুকির সাহায্যে রক্ষা পান। তিনি দেখিয়াছিলেন ঐ কাঁচা কুকি-দিগের মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোকের মৃত্যু হইলে, তাহার শবের সঙ্গে পাকা কুকি কাটিয়া সেই শরীর প্রদত্ত হইয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, ঐ শবের সঙ্গী কর্ত্তিত পাকা কুকি সকল, পরকালে তাহার দাসত্ব করিয়া থাকে। জাপানের নিকটবর্ত্তী কোন একটি দ্বীপে একজন সাহেব জাহাজ হইতে নামিয়া দেখিয়াছিলেন তত্রত্য অসভ্য জাতির মধ্যে কতকগুলি উলঙ্গ লোক, এক বৃদ্ধাকে লইয়া নাচিতে নাচিতে যাইতেছে। সাহেব, তাহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল, "এ বৃদ্ধা মা, এর অনেক বয়স হইয়াছে তাই একে পরলোকে পাঠাইবার জন্য লইয়া যাইতেছি। ইনি যেমন আমাদিগকে দশমাস পেটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছিলেন, আমরাও সেই প্রকার ইহাকে পেটের মধ্যে রাখিয়া দিব, তাই ইহাকে সকলে মিলিয়া কাটিয়া আহার করিব।" একথা তাহারা অতি গভীর ভাবে বলিল। সাহেব তাহাদিগকে এ কার্য্যে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনেক প্রকার বুঝাইলেন। তাহারা বলিল, "কেন ? ইহার শরীরটা খারাপ হইয়া গিয়াছে, তাই এখানে কষ্ট পাইতেছে সুতরাং পরলোকে যাইয়া থাকিলে বেশ সুখে থাকিতে পারিবে।" আর একজন সাহেব, পরকাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বন্ধে সকল জাতির মত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, পরলোক সম্বন্ধে নানা জাতীয় লোকে নানা প্রকার কল্পিত বর্ণনা করিয়াছেন; কেহ কেহ নরকে ঘোর অন্ধকার রহিয়াছে, ধূ ধূ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে, নানা প্রকার ময়লাপূর্ণ কুণ্ডসকল রহিয়াছে, আবার স্বর্গে নানা প্রকার সুখ সম্ভোগের কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

পরলোকের বর্ণনা সকল জাতির সমান নহে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও সকল জাতীয় লোকের এক প্রকার নহে; কিন্তু পরকাল আছে এবং কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়, এ সম্বন্ধে সকল জাতিরই এক মত। যাহা সত্য, তাহা সার্ব্বভৌমিক, কল্পনা সার্ব্বভৌমিক নহে। প্রায়ই দেখা যায় যে, আপনার রুচি ও মতে, সকলের রুচি ও মত গঠন করিতে যাইয়া, দলাদলি—সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করা হয়, কিন্তু সত্যে তাহা হয় না। যেমন বীজের মধ্যে সমস্ত বৃক্ষটি রহিয়াছে, ঐ বৃক্ষের মূল, শাখা প্রশাখা, সমস্ত ঐ বীজে বর্ত্তমান আছে; বীজের মধ্যে যাহা নাই তাহা কখনই হইবে না। যদি আমি মনে করি, নারিকেল গাছ হইতে চাঁপাফুল বাহির করিব, সেটি হইবে না; যার মধ্যে যা নাই, তার মধ্য হইতে তাহা বাহির হইবে না। সেইরূপ ভগবান সকল মানুষের প্রাণেই সত্য দিয়াছেন, যাহা প্রাণে নাই, তাহা কিরূপে প্রকাশিত হইবে? মানুষের মধ্যেও বৃক্ষের ন্যায় বিচিত্রতা আছে; সে কিসে? না—দেশ-কালভেদে রুচিতে। শরীর যন্ত্র আমরা যন্ত্রী, শরীরকে আমরা চালাই। পরমেশ্বরের সৃষ্ট কোন পদার্থেরই ধ্বংস নাই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং আমারও বিনাশ নাই। পরকাল আছে, কর্ম্মফলও আছে, ভোগ করিতে হইবে, এই সত্যের জ্ঞান স্বাভাবিক এবং সকল জাতীয় মনুষ্যেরই সমান।

ঢাকা-পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ২৭শে অগ্রহায়ণ—১২৯৩ সন।

উদ্বোধন।

বাল্যকালে পল্লীগ্রামে যখন গমন করিতাম, তখন দেখিতাম, ছেলেরা আমোদ করিয়া খেলা করিতেছে, এমন কি প্রাতঃকাল হইতে সারাদিন খেলাতে মত্ত। এ অবস্থায়ও দেখা যাইত যে, যখন সায়ংকাল উপস্থিত দেখিয়া তাহাদের মা আসিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিতেন, তখন সকলেই "ঐ যে আমার মা ডাকিতেছে" বলিয়া খেলা ফেলিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিত। এই যে মাতৃ-ধ্বনি, ইহা শুনিয়া আর বালকের খেলা ভাল লাগিতেছে না। তখন যদি কেউ সেই বালককে খেলা করিতে বলে, কি আবদ্ধ করে, তার তাহা ভাল লাগে না। সে সব ফেলিয়া কেবল "মার কাছে যাব" "মার কাছে যাব" বলিতে থাকে। ছোটবেলাতে যখন এ সকল ব্যাপার দেখিতাম, তখন ইহার সার বুঝি নাই। এখন দেখি, যখন আমরা সংসার ক্রীড়ায় মত্ত হইয়া বিশ্বজননীকে ভুলিয়া যাই, অনেক সময় তাঁর ডাক আসিয়া আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদিও আমরা তাঁকে স্মরণ না করি, তবু তিনি মাঝে মাঝে ডাকেন। আমরা যত কেন আসক্ত হই না, এই রব কর্ণে প্রবেশ করিলে, আমরা তাঁর কাছে না আসিয়া পারি না। কেবল পুণ্যাত্মাকে নয়, পাপীকেও তিনি ডাকিতেছেন। এই ডাকেই উপাসনার আরম্ভ হয়। যারা সংসারে আসক্ত, যারা সর্ব্বদা বিষয়ে আসক্ত, তারা কেমন করিয়া তাঁহার পূজা করিবে? দিন ভরিয়া সপ্তাহ ভরিয়া সংসারে আসক্ত থাকি, একদিন এক সময়ে কেমন করিয়া সেই বিশ্বজননীর পূজা করিব? যখন মা এসে ডাকেন, "সন্ধ্যা হইল খেলা ছেড়ে এস," যখন মার এ ধ্বনি শুনি, তখন বলি কোথা হইতে ডাকেন? যখন এই ধ্বনি শুনি, তখন আর স্তব স্তুতি করিতে পারি আর না পারি, কেবল মা বলিয়া একটি প্রণাম করিতে পারিলেই খুব উপাসনা হইল। নতুবা সে ডাক্ না শুনিয়া যত কেন স্তব স্তুতি করি না, তাতে উপাসনা হয় না। তিনি সর্ব্বদাই ডাকিছেন, আমরা নানাদিকে ব্যস্ত, তাই সেই ডাক শুনিনা। যখন উপাসনায় আসিতে হইবে তখন আর সব খেলা ছাড়িতে হয়, মনকে সুস্থির করিতে হয়। মন স্থির হইলে সেই ডাক শোনা যায়। এরূপ ভাবে আসিলে উপাসনা হয়। আমরা, ইহলোক—পরলোকের আশ্রয় যিনি, তাঁর পূজা করিতে আসিয়াছি, সেই উপাসনা বিফল না হয়। যাতে প্রকৃতরূপে উপাসনা করিতে পারি, তজ্জন্য যত্ন আবশ্যক। তিনি উপাসনা না করাইলে উপাসনা হয় না। আমরা তাঁর ডাক শুনিয়া তাঁর উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপদেশ।

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন, রাম প্রস্তর দ্বারা সমুদ্র বন্ধন করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিলেন। তিনি রাবণের বংশ ধ্বংস করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বাস্তবিক তাহাই ঘটিল ; রাবণ সপুত্রে কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি সকলেই বিনষ্ট হইল, মাত্র বিভীষণ জীবিত রহিলেন। অতঃপর রাম সীতাকে সাক্ষাতে আনয়ন করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। সীতা যবনিকাবৃত শিবিকাযানে উপস্থিত হইলেন। রাম বলিলেন, এস্থলে সকলেই পুত্রসম সুতরাং সীতাকে আবৃত যান হইতে সকলের সাক্ষাতে লইয়া আইস। সীতা আনীত হইলে, রাম বলিলেন আমি রাক্ষসের হাত হইতে তোমাকে উদ্ধার করিলাম, এখন তোমার যে স্থানে ইচ্ছা গমন করিতে পার। এই কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ, হনুমান প্রভৃতি ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন, যদি জনকনন্দিনীকে আপনি গ্রহণ না করিলেন, তবে এত কষ্ট করিয়া সমুদ্রবন্ধন এবং সবংশে রাবণ বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিলেন কেন ? ইত্যবসরে সীতা বলিলেন, বৎস লক্ষ্মণ ! তুমি অগ্নি প্রজ্বলিত কর, আমি সকলের সাক্ষাতে অগ্নিপরীক্ষা প্রদান করিয়া সতীত্বের নিদর্শন দেখাইব। তুলসীদাস-মহাশয়, রামায়ণের এসকল বিষয়ের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন রাবণ কি ? না, মোহ। পরমেশ্বরকে ভুলিয়া সংসারকে আপনার জ্ঞান-করাকেই মোহ বলিয়া থাকে। টাকা কড়ি, ঘরবাড়ী, স্ত্রীপুত্র সংসার নহে, আসক্তিই সংসার। এই আসক্তি—এই মোহকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলসীদাস রাবণ বলিয়াছেন। এবং এই সংসারকে লঙ্কা, সীতাকে জীবাত্মা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

পরমেশ্বর যখন জীবাত্মাকে উদ্ধার করেন, তখন প্রস্তরের মত নীচ যে পরমেশ্বরের ভক্ত, তাহাদিগের দ্বারা কত শিক্ষা দিয়া থাকেন। যখন তিনি জীবাত্মাকে মোহ হইতে মুক্ত করিয়া দেন, তখন সেই আত্মা, জ্ঞানী হইতে পারে, সংসার অসার ভগবানই সার ইহা বুঝিতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বরকে যদি আপনার বলিতে চায়, তবে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়। আমার প্রভু—যিনি এ বিশ্বসংসারের—চরাচরের পরম দেবতা, তিনি আমার আমি তাঁর তিনি সকলের কর্ত্তা, আমার প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন; সর্ব্বস্ব আমার একমাত্র তিনি। যিনি সর্ব্বশক্তিমান তিনি আমার। একবার যদি তাঁহাকে আপনার বলিতে পারি, তবে আর চিন্তা নাই—ভয়-নাই। মুখে তাঁকে আপনার বলিতে হইবে, অথচ একটুকু ঝড়ে পড়িলে ভয় হইবে, পীড়া উপস্থিত হইলে অস্থির হইয়া যাইব, চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইব, এরূপ হইলে আমি তাঁহাকে সত্য-রূপে আপনার বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি নাই। যথার্থ তাঁহাকে আপনার বলিয়া জানিলে, আর চিন্তা ভয় থাকে না। আমি জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হইয়া পাপ পরিত্যাগ করিতে পারি, আমার স্বার্থের জন্য "পরমেশ্বর! আমাকে ভাল কর—নিষ্পাপ কর" এরূপ প্রার্থনাও সহজেই করিতে পারি, কিন্তু তাঁর হইয়া যাওয়া—তাঁকে আপনার বলা, বড় কঠিন। যিনি তাঁকে আপনার বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি কি তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকটে নিজের জন্য কিছু বলিতে পারেন! তিনি আপনার মঙ্গলের জন্য তাঁকে কিছুই বলিতে পারেন না। সেই প্রাণের প্রাণ সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর যখন মানবাত্মার এরূপ অবস্থা দর্শন করেন, তখন সেই আত্মাকে ভালরূপে প্রস্তুত করিবার জন্য একটি একটি করিয়া পরীক্ষা করিতে থাকেন। একটি একটি করিয়া বলেন, "কেমন এটি নেই, এটি নেই? যদি তোমার কষ্ট হয় চাই না।" তখন মানবাত্মা যদি বলে প্রভো! সব নেও, এতে আমার কোন কষ্ট নাই, তোমার জন্য আমি সব ত্যাগস্বীকার করিতে পারি। এ অবস্থায় তিনি সেই আত্মার সমস্ত বাসনা, একটি একটি করিয়া খসা'য়ে ফেলেন, আর অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ হয়। নানাদিক হইতে গালাগালি, অত্যাচার, নির্য্যাতন, রোগ শোক এ সকল ঘোরতর অগ্নি পরীক্ষা আসিবে। ইহা দ্বারা যখন সে পুড়িয়া পুড়িয়া জ্যান্তে মরা হবে, তখন তিনি তাঁকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহাকে আপনার বলিতে গেলে, সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতে হয়। একেবারে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। তিনি যে কেবল সুখ দিবেন তা নয় দুঃখও দিবেন। এসব পরীক্ষা না দিলে তাঁহাকে কেহ আপনার বলিতে পারে না। আমরা সহজে মুক্তি পাইতে পারি, ধার্ম্মিক হইতে পারি, কিন্তু তাঁকে সহজে আপনার বলিতে পারি না। আমি তুচ্ছ! আমাকে দিয়ে কেমন ক'রে সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিকে পাইতে পারি? তিনি কিছু মূল্য চাহিতেছেন না, আমি অসার, আমার জীবনের মূল্য কি? না—তিনি আমাকে দেখাইতেছেন, আমি তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাহিতেছি কি না? তিনি তো সবই জানেন, পরীক্ষা আবার কেন? না—আমাকে তাঁর জন্য প্রস্তুত করেন। মুক্তির জন্যও পরীক্ষা দিতে হয়, কিন্তু সে সব সহজ; তাঁকে আপনার বলিতে গেলে, নিজকে দাস বলিতে গেলে, সেবক বলিতে গেলে, সব সহ্য করিতে হইবে। যেমন প্রস্তর সকল বজ্র পর্য্যন্ত সহ্য করে; বৃক্ষ সকল কত ঝড় কত বৃষ্টি কত কি সহ্য করিতেছে, সেই প্রকার—সেই বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হইতে হইবে।

আমার কেবল প্রভু, আমি আর কিছু চাই না, তোমাকে চাই; প্রভো! তুমি অপমানে, শোকে, দুঃখে ফেলিয়া পোড়াও, তাতে কি? আমাকে কেহ পদাঘাত করিতেছে, অত্যাচার করিতেছে, আমি যখন বলিতেছি প্রভো! আমাকে তোমার ক'রে নেওয়ার জন্য যা ইচ্ছা হয় কর, তাতে কি? আমি যদি এ সকল অগ্নি পরীক্ষা দিতে না চাই, তবে তিনি বলিবেন, যথেচ্ছ গমন কর। অপমান, প্রহার, দরিদ্রতা, এ তুচ্ছ! এর কি মূল্য আছে? কেবল তিনি ভেল্কী দেখাইতেছেন। তাঁহাকে যদি লাভ করিতে পারি, তবে এ শরীরকে খণ্ড খণ্ড ক'রে যদি নূন দেন, সেও কি একটা পরীক্ষা। এজন্য যত অগ্নি-পরীক্ষা আসিবে সে সকল তাঁর দান, তাঁর কৃপা বলিয়া যদি গ্রহণ করিতে পারি—এরূপ যদি বাস্তবিক প্রাণের অবস্থা হয়, তবে একটুকু তাঁর দিকে দৃষ্টি যাইতে পারে।

যখন শিশু ছিলাম, যখন জন্মিলাম, তখন নিজের ক্ষমতা কিছু ছিল না, পিতা মাতা মে'রে ফেল্‌তে পার্ত্তেন; কিন্তু তিনি পিতা মাতার মধ্যে থে'কে রক্ষা করিলেন। কতলোক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ সংসারে আত্মীয় স্বজন ছিল, তাঁরা মরিয়া কোথায় গেল! যিনি বন্ধু ছিলেন তিনি ছাড়িয়া গেলেন, এক ব্যক্তিও তো আমার রহিল না! আমার তো কেহ নয়; আমি যখন মরিব কেহ তো সঙ্গে যাইবে না, স্ত্রী পুত্র, বিত্তবিভব কিছু যাবে না। আসার সময়ে কে আমার সঙ্গী জানি নাই, যাবার সময়েও কি সে ভবসাগরের কাণ্ডারী—আমার চির-সঙ্গীকে দেখিব না, বুঝিব না? আমি এখন তাঁকে বুঝেছি, চিনেছি, আমার মা আছেন, আমার সর্ব্বস্বধন আছেন। তোমরা আমাকে যত বল, বল; আমি কিন্তু কিছু বলিব না। আমি আমার মাকে ব'লে দেব। আমার মা আছেন, আমার ইহলোক পরলোকের আশ্রয় আছেন। যত অগ্নিপরীক্ষা আস্‌তে হয় আসুক, আমাকে পোড়ায়ে তাঁর ক'রে লউক। তাঁর হইয়া ইহকালে পরকালে নে'চে গে'য়ে বেড়াব।

ঢাকা—পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার—১৯শে পৌষ, ১২৯৩ সন। ২রা জানুয়ারী—১৮৮৭।

উদ্বোধন।

পরমেশ্বরের উপাসনা, সমস্ত জগতের মধ্যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র, যেখানে মনুষ্য সেখানেই হইতেছে। মনুষ্যের অন্তঃকরণের মধ্যে এমন এক অবস্থা আছে যে, আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, সেই অবস্থার টানে তাঁহার দিকে, তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজা করিতে আকৃষ্ট হই। জলের গতির ন্যায়, বায়ুর গন্ধ-বহনের ন্যায়, মধুকরের পুষ্পে আসার ন্যায়, আমরাও চিন্তা-যুক্তি করি না, অথচ প্রাণের টানে তাঁহার পূজা করিতে প্রবৃত্ত হই। কেন বুঝিতে পারি না, তবু কি যেন শুনিতেছি, কত যেন আপনার লোক, কত কালের যেন পরিচয়; তাঁহার কথা শুনিলেই কত সুখ কত আরাম, কত আনন্দ বোধ হয়। কেন জানি না, তবু হয়। এই রকমে অনেক লোক, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার দিকে যাইতেছেন। এইজন্য প্রাচীন কালের অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা, উপাসনাকে, দুই প্রকার বলিয়াছেন; প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপাসনা। প্রত্যক্ষ উপাসনাতে ভাষা নাই, প্রণালী নাই, কোনপ্রকার বদ্ধ-ভাব নাই। শিশু মাকে ডাকে, মা'র কাছে যায়, মা'র স্তন্য পান করে; ঠিক্ সেইরূপ উপাসক, ঈশ্বরকে ডাকেন, তাঁহার কাছে যান, তাঁহাকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ দেখেন, সরলভাবে আপনার কথা সব নিবেদন করেন, তাঁহার নিকট প্রেম, ভক্তি, শান্তি ও পবিত্রতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। যতদিন না এইরূপ প্রত্যক্ষ করি, এই তুমি, এই তুমি—এই যে আমার মা সম্মুখে, এইরূপে তাঁহাকে ধরিতে না পারি, ততদিন তাঁহার কথা শুনিলে আরাম পাই, ডাকিলে, স্তব, স্তুতি করিলে তৃপ্তি পাই, ইহাকে পরোক্ষ উপাসনা বলে। তিনি আছেন, বিশ্ব সংসারের স্রষ্টা, পাতা, বিধাতা, পরমেশ্বর, আমার সম্মুখে, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া তখন উপাসনা করিতে হয়। যেমন অগ্নিকে দেখি, অন্যান্য সমস্ত পদার্থকে যেমন প্রত্যক্ষ করি, উপাস্য দেবতাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতদিন সেইরূপ প্রত্যক্ষ না করা যায়, ততদিন অন্ধ সন্তান যেমন জননীকে সম্মুখে দেখে না, অথচ জানিতে পারে, যে, তিনি আছেন, তাঁহাকে আত্মনিবেদন করিয়া সুখী হয়; সেই-রূপ পরোক্ষ-ভাবে তাঁহার উপাসনা করিতে হয়। এইরূপ করিতে করিতে তাঁহার সত্তা উপলব্ধি হয়। অন্ধ, সূর্য্য দেখে না, কিন্তু কিরণ অনুভব করে, উত্তাপ বোধ করে ইহা পরিষ্কার বলে, ভ্রম নাই; এও সেইরূপ উপলব্ধি। অন্ধ, হিমালয় দেখে না, কিন্তু পর্ব্বতের শীত অনুভব করে, শরীরে স্পষ্ট বোধ করে। যখন এইরূপ হয়, তখন "ঈশ্বর আছেন" একথা আর অনুমান নহে, স্পষ্ট প্রতীতি হয়। জলে স্নান করিয়া শরীর যেমন শীতল হয়, জলপানে পিপাসা যেমন দূর হয়, আহার করিলে ক্ষুধা নিবারণ হয়, এইরূপ ক্রমশঃ ঈশ্বরানুভূতি বাড়িতে থাকে। ইহার পর প্রত্যক্ষ অবস্থা। চিরকাল অনুমান বা কল্পনা দ্বারা পূজা করা উচিত নয়। তিনি সম্মুখে আছেন, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা ও মঙ্গলময়, অতএব তাঁহার উপাসনা করি, এইরূপ চিরকাল করিতে হয় না। বাস্তবিক অন্বেষণ করিলে ক্রমে তাঁহাকে বোধ করিতে পারা যায়। নিকটে কোন আপনার লোক আসিলে, বহু দিনের পর কোন বন্ধু, দেশে আসিয়া অমুকের বাড়ীতে আছেন, শুনিবামাত্র কেমন আনন্দ হয়! এইরূপ ঈশ্বরের কথা তাঁহার উপাসনা স্তব স্তুতি প্রভৃতিতে এক প্রকার আনন্দ, শান্তি ও পবিত্রতা অনুভূত হইতে থাকে। ক্রমে এই উপলব্ধি বা প্রতীতি অধিকতর গাঢ় হইতে থাকে। উপাসক, তখন বলেন, "এই যে তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা কত দিনের পর শুনিলাম। আহা! আবার কতক্ষণে শুনিব!" ইহার পর প্রাণের মধ্যে নূতন নূতন অবস্থা সকল প্রকাশিত হয়; তিনি তখন বলেন ব্রহ্মোপাসনা কেবল কথা নয়।

বাস্তবিক, উপাসনা কখনও চিরদিন এক প্রকার থাকে না; পরিবর্ত্তন চাই, উন্নতি হবেই হবে। প্রথমে পরোক্ষ-অবস্থা, ক্রমে উপলব্ধি—প্রতীতি, তৃতীয়তঃ প্রত্যক্ষ-উপাসনা, শেষে সেই ভাবে মগ্ন অবস্থা। বীজ হইতে বৃক্ষ যেমন ক্রমে বর্দ্ধিত হয়, চিরদিন কখনও এক ভাবে থাকে না, এখানেও ঠিক্ সেইরূপ। ঈশ্বর জাগ্রত, জীবন্ত, এ নিশ্চয় কথা। পরোক্ষ-ভাবে উপাসনা করিতে করিতেও প্রত্যক্ষ উপাসনা হইয়া থাকে। "আমি তাঁহাকে দেখিতেছি না, তাঁহার কথা শুনিতেছি না, কিন্তু তিনি সব দেখিতেছেন, আমার কথা সমস্ত শুনিতেছেন; সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বব্যাপী, পরমেশ্বর, সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন; এই আছেন, এই আমার সম্মুখে বায়ুর মধ্যে, আকাশের মধ্যে; তিনি চারিদিকে পরিপূর্ণরূপে বর্ত্তমান; সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ভাবে উপস্থিত থাকিয়া আমার সব কথা শুনিতেছেন; এইরূপ বিশ্বাস করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি, প্রাণের সরলতার সহিত আমরা তাঁহার নিকট গমন করি, তাঁহার শরণাপন্ন হই।

করুণাময়, দীনবন্ধু, দয়াময় প্রভু! দয়া কর। তুমি টানিতেছ, তাই আমাদের প্রাণ, নদীর গতির ন্যায় তোমার দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। কৃপা কর ঠাকুর! আমাদিগকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমায় বুঝিতে দাও। আমরা তোমারই উপর নির্ভর করিয়া তোমার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই।

উপদেশ।

এক ফকির, কোন বাদসার কাছে গিয়া তাঁহাকে একটি বাক্স দিলেন। ফকির নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, এক স্থানে থাকেন না। ফকির বাক্সটি দিয়া বাদসাকে বলিলেন, "আমার এই বাক্স আমি যখন যেখানে যে অবস্থায় চাহিব তখনই দিতে হইবে; আর ইহার মধ্যে যে লৌহ নির্ম্মিত সূচীকাটি রাখিয়াছি এটিও চাই, হারাইলে ইহার পরিবর্ত্তে আর কিছুই লইব না, হাজার সোণার ছুঁচ দিলেও লইব না, যখনই যেখানে চাহিব তৎক্ষণাৎ এই বাক্স ও ছুঁচ আমাকে দিতে হইবে।" রাজা বাক্স লইয়া মহিষীর সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেলে, তিনি সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বলিলেন, যেখানে চাহিবেন দিতে হইবে, আচ্ছা যদি পরলোকে চান তবে কি হইবে? এই কথা শুনিয়া বাদসার হুশ হইল। তিনি চিন্তিত হইয়া ফকিরকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "যদি পরলোকে চান তাহা হইলেও কি দিতে হইবে?" ফকির বলিলেন, "হ্যাঁ, দিতে হইবে।" রাজা অবাক্ হইয়া বলিলেন, "পরলোকে এই বাক্স ও ছুঁচ কিরূপে লইয়া যাইব? এ যে আপনি আশ্চর্য্য কথা বলিতেছেন!" ফকির উত্তর করিলেন, "সে কি! আপনি এত বড় রাজা, এত দাস দাসী, সৈন্য সামন্ত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এত ধন, এত বড় রাজ্য এসব সঙ্গে যাবে, আর আমার ছুঁচটি যাবে না ?" রাজা বলিলেন, "মৃত্যুর পর সঙ্গে কিছুই ত যায় না।" ফকির তখন বলিলেন, "তবে এর জন্য এত কেন ? এত অহঙ্কার এত আড়ম্বর কেন ? কত লোকের মনে কষ্ট দিচ্ছেন, কত লোকের প্রাণ বিনাশ কচ্ছেন, কত দেশ উচ্ছন্ন দিচ্ছেন—এসব কেন ?" এতক্ষণে রাজার জ্ঞানের উদয় হইল। তিনি চিন্তা করিলেন কিছুই ত যাবে না; আমি সত্যই ত বড় নির্ব্বোধের মতন কাজ করিতেছি। এইরূপে বাদসা আত্মচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন।

আমরাও ঠিক ঐ বাদসাহের ন্যায় অজ্ঞান হইয়া সংসারে ডুবিয়া আছি, চিরকাল এখানে থাকিব মনে করিয়া সকলেই চলিতেছি। বকরূপী ধর্ম্ম, যুধিষ্ঠিরকে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য কি ?" তখন তিনি যে উত্তর দেন তা অনেকেই জানেন ; তিনি বলিলেন, প্রতিদিন শত শত লোকের মৃত্যু দেখিয়া শুনিয়াও লোক নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখিয়া চলে না, ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি ? বস্তুতঃ প্রতিদিন কত লোকের মৃত্যু হইতেছে, চারিদিকে যে সকল লোক বাস করিত, তাঁহাদের মধ্যে কত লোক চলিয়া গেলেন, অদ্য যাঁহাকে দেখি, কল্য তিনি মৃত, প্রাতে যাঁহাকে দেখিয়াছি, বৈকালে শুনি তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন ; এমন কি এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছি, এখন শুনিলাম তিনি আর নাই ; এ সকল ঘটনা প্রতিদিন প্রত্যেকে দেখিতেছেন, তথাপি সকলেই ভাবে আমার মৃত্যু হবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরও আশ্চর্য্য এই যে, আপনার বলিয়া কত বস্তুতেই না আমি আসক্ত! যখন আসিয়াছিলাম তখন কিছুই সঙ্গে ছিল না, মৃত্যুর দিনে আমার সঙ্গে কিছুই যাবে না, একটি তৃণও না, একটি লৌহছুঁচও না, একাকী আসিয়াছি, একাকী যাইতে হইবে। আমি কে? কোথা হইতে আসিলাম? কোথায় যাইব? আমার কি? আমার সঙ্গে যাবে কি? এই চিন্তা যদি উঠে তবেই আমার সৌভাগ্য। সামান্য ঘটনাতে, অতি তুচ্ছ বিষয় হইতেও এই গভীর প্রশ্ন উঠিতে পারে। যেমন লালাবাবু, "বেলা নাই" শুনিয়াই তাঁহার জ্ঞানের উদয় হইল। সামান্য একটি কাকের ডাকে বা কুকুরের ডাকেই কত লোকের চৈতন্য হইতে পারে। সকলে কিন্তু এই শুভ মুহূর্ত্তের আহ্বান শুনে না। অর্থ, দাস দাসী, নানাপ্রকার সুখ ভোগ করিতেছি, বেশ শান্তিতে আছি মনে করিতেছি। এমন সময় যেই পারলৌকিক কথা মনে হয়, কে আমি কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইব, এই চিন্তা যখন উদয় হয়, তখন বুঝি যে সাথের সাথী কিছুই নয়। সব পড়িয়া থাকে। যাদের সঙ্গে একত্রে খেলা করিয়াছি, অধ্যয়ন করিয়াছি, আমোদ আহ্লাদ করিয়াছি, তাহারা আজ কোথায়? সেই সব গৃহাদি, সেই খেলিবার স্থান, সব যেমন —তেমনি আছে, কিন্তু সে বন্ধু কোথায়? যে আসনে তিনি বসিতেন তাহা ঠিক তেমনি আছে, তিনি কোথায়? আহা! কত প্রাণের প্রিয়-ধন, কত স্নেহের সামগ্রী, প্রাণ আঁধার করিয়া চলিয়া যায়। তাদের খেলানা, খেলিবার স্থান,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভালবাসার জিনিস, সব যেমন তেমনি আছে, কিন্তু তাহারা কৈ? বস্তুতঃ কিছুই যাবে না। কে তবে এখানে আনিল? কি লইয়া যাইব? শুভ মুহূর্ত্তে এই সকল প্রশ্ন মানবের মনে উদিত হয়। সরল-মনে অনুসন্ধান করিলে মনে মনেই ইহার উত্তর পাওয়া যায়। যিনি আমার স্রষ্টা, পাতা, বিধাতা, সেই করুণাময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর আমার চিরকালের সঙ্গী, অনন্ত কাল তাঁহারই সঙ্গে তাঁহারই আশ্রয়ে, আমাকে থাকিতে হইবে। তাঁকে যদি চিনিতে পারি, ধরিতে পারি, তবেই আমার সম্বল হইল; নতুবা আমি কিছুই না, আমারও কিছুই না। এক ক্রোশ পথ যাইতে হইলে পয়সা সঙ্গে লই, একটি নদী পার হইতে হইলে পারের পয়সা লইতে হয়, আর ভব-নদীর পারে, অনন্ত কাল চলিতে হইবে, অথচ পথের সম্বল কৈ, খুঁজিয়া পাই না। এ কি চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারি? অজ্ঞান অবস্থায় পারি বটে, কিন্তু যখন ঐ কথা বুঝিলাম, তখন কি আর স্থির থাকিতে পারি? এক মাত্র সঙ্গী ও সহায় প্রভু দীননাথ দীনবন্ধু, তাঁহাকে চিনিতে, স্পষ্ট ধরিতে, সঙ্গী করিতে যদি পারি, তবেই ত সার্থক জীবন। নইলে কাঙ্গাল, দুঃখী, কড়িহীন আমার মতন আর কে? বাহিরের কোন পদার্থ সঙ্গে লইতে পারিব না, একটি পয়সা, একটি ছুঁচও লইতে পারিব না, আমার মতন নিঃসম্বল আর কে?

কি প্রকারে তাঁহাকে সম্বল করা যায়? তিনি কোথায়? তিনি তো বাহিরে নন্, প্রাণের মধ্যেই আছেন। চারিদিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে সকল কথা শুনিতেছি, ভাল ভাল ধর্ম্মোপদেশ সকল শুনিতেছি, অথচ প্রাণে লাগে না কেন? কত শাস্ত্র পড়িতেছি, কত ধর্ম্মকথা বলিতেছি, কিন্তু মিথ্যা, শঠতা, দুষ্ক্রিয়া ঘুচিতেছে না কেন? মুখে এক, কাজে আর এক; ভাল, অবস্থা এত নীচ কেন? বস্তুতঃ ধর্ম্মের বীজ প্রাণের ভিতরে নিহিত, আজিও সেই বীজ, অঙ্কুরিত হয় নাই। বীজের মধ্যে যেমন বৃক্ষ, তেমনি আত্মার মধ্যেই সমস্ত আছে, সুসময়ে ব্রহ্ম-কৃপায় ইহা অঙ্কুরিত হইলে, সেই প্রেম-বৃক্ষ-মূলে, যখন তাঁকে দর্শন করি, তখনই সম্বল পাই। সহস্র গ্রন্থ, হাজার উপদেশ কিছুতেই সেই মুল খোলে না। তবে বীজ অঙ্কুরিত হয় কি প্রকারে? বীজটি মরিলে, পচিলে, তবে গাছ বাহির হয়, জ্যান্ত থাকিলে হয় না। ধান, যব, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি সকলেরই বীজ আগে পচে, তারপর গাছ হইলে, আবার হাজার হাজার ফল প্রসব করে। বাস্তবিক সার কথা "না ম'লে হয় না"। সে দ্বার খুলতে হ'লে জ্যান্তে মরা হ'তে হয়, তাঁরই রাজ্য স্থাপন কর্ত্তে হয়। আমি কি! তিনিই প্রাণ, সমস্ত বিশ্বের প্রাণ, আর সব দেহ, মৃত দেহ, ছায়া মাত্র। সমস্তকে তিনি নিয়োজিত করিতেছেন। যখন তাঁর শক্তি ঐ পচা বীজে কার্য্য করে তখনই ধান প্রভৃতির বীজ অঙ্কুরিত ও ফুল ফলে সুশোভিত হয়। তিনিই সম্বল। তাঁহাতে ভিতর বাহির এক। তিনি ভিতরে তিনি বাহিরে। ইহলোক পরলোক এক; দূর নহে, আর ভয় নাই আনন্দ কর। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" যতদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজ্ঞানতাতে থাকি, পরলোক, আত্মা ও তাহার সম্বলের চিন্তা না আসে, অহঙ্কারের ধ্বংস না হয়, ততদিন কিছুতেই কিছু হয় না। আর যখন সেই সত্য প্রকাশ হয়, তখন কস্তুরিকা-মৃগের ন্যায়, ভক্ত আপনার সৌরভে আপনি আকুল হইয়া বেড়ান, কোথা হইতে সৌরভ আসিতেছে বুঝিতে পারেন না। সে আশ্চর্য্য অবস্থা, কিন্তু "আমি" না মরিলে হয় না! "আমি, আমি" না গেলে, তিনি আসেন না। আমি পণ্ডিত, আমি ধার্ম্মিক, ছি! ছি! আমি কি করিতে পারি? কি করিতেছি? মূর্খ—নির্ব্বোধ, আপনাকে জানিনা, পৃথিবীর একটি তৃণ, এককুচি বালুকাকণাকেও বুঝিবার সাধ্য নাই, ধিক্ আমাকে, আমার আবার কিসের অহঙ্কার!

মানুষ যখন সেই নিত্যধনে ভুলিয়া থাকে, তখন তার মৃত অবস্থা। প্রতি মুহূর্ত্তে, সেই অনন্ত কালের সম্বলের জন্য ব্যাকুল চিত্তে সাধন করিতে হইবে; প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে তাঁহার দিকে কাতর নয়নে চাহিতে হইবে। এ যে না করে, প্রতি মুহূর্ত্তেই জীবন চলিয়াছে, ইহার একটি শ্বাস প্রশ্বাস যে বৃথা নষ্ট করে, সে আমার মতে আত্ম-ঘাতী। সেই ধনকে লাভ করিতেই হইবে, তবেই এই অট্টালিকা, সমস্ত বিশ্বসংসার, সকলের মধ্যে পরলোক দর্শন করিব। সমস্ত চরাচরের একমাত্র প্রভু, সমস্ত নর-নারীর হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। যখন তিনি রাজরাজেশ্বররূপে প্রকাশিত হন, তখন তাঁর মধ্যে সমস্ত বিশ্বভুবন দেখিতে পাই; তখন কত নদ নদী, পাহাড় পর্ব্বত, কত সমুদ্র, কত সূর্য্য নক্ষত্র, কত দেব-দেবী, ইহপর-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকবাসী সব তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে দেখি; সমস্ত বর্ত্তমান —সমস্ত বর্ত্তমান—সমস্ত বর্ত্তমান। ইহলোক পরলোক এক। কেবলই তিনি, কেবলই তিনি "সত্যমেব জয়তে নানৃতং।" কথা নয়—কল্পনা নয়, সত্য, সত্য, সত্য—এই সম্মুখে পরলোক। তুমি ছুঁচ লইয়া যাইতে পার না, আমি বলি, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লইয়া পরলোকে যাওয়া যায়। তিনি বিশ্বের স্রষ্টা, তাঁহারই মধ্যে সব। যদি অহঙ্কারকে বিনষ্ট না করি, তা হ'লে কিছু হবে না; আর যদি পারি, তবে এখনই সম্মুখে পরলোক দেখিয়া বন্ধু, আত্মীয় সকলকে দেখিয়া কত আনন্দে থাকিতে পারিব। আমি আত্ম-বিনাশ করিয়া—আমার আমিত্ব নষ্ট করিয়া তাঁহার প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিলাম না! এক মূহূর্ত্ত যদি বলিতে পারি, "তুমি" "তুমি" তৎক্ষণাৎ অমর-রাজ্য দেখিয়া কৃতার্থ হই। সেখানে চন্দ্র সূর্য্য নাই, দলাদলি নাই, কোনপ্রকার সম্প্রদায় নাই; মান অপমান নাই, ক্ষুধা তৃষ্ণা এসব কিছুই নাই; কেবল সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, "পরিপূর্ণমানন্দং" "পরিপূর্ণমানন্দং" এখনই দেখিতে পারি। আমিত্ব বিনাশ করিয়া স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে এখনই দেখিতে পাই। রোগ, শোক, জরা, যন্ত্রণা, ধর্ম্মরাজ্যে স্থান পায় না; আমি মুখের ধর্ম্ম চাই না, আমি সেই সত্যধর্ম্ম চাই। আপনাদের নিকট আমার এই ভিক্ষা, এই নিবেদন, যেন সেই রাজ্যে যাইতে পারি। তথায় ব্রহ্মলাভ ও ব্রহ্মদর্শন, কেবলই ব্রহ্মানন্দ, পরমানন্দ, নিত্যানন্দ সম্ভোগে চরিতার্থ হই। আপনারা কৃপা করুন, আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, আমার অহঙ্কার চূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হউক, আমার মস্তকে পদাঘাত করুন ; এই অহঙ্কার আমাকে সেই রাজ্য দেখিতে দিতেছেনা ; আমার মস্তকে আপনারা পদাঘাত করুন, যেন জ্যান্তেমরা হ'তে পারি। সরলভাবে সকলের চরণে প্রার্থনা করি, যেন সত্য-রাজ্য দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই।

ঢাকা—পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রহ্মমন্দির।

সোমবার, ২০শে পৌষ,—১২৯৩ সন।

দেবর্ষি নারদ, একবার শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন; দেখিলেন যে, বৃন্দাবনের সব শোভা শূন্য। ইহা দেখিয়া দেবর্ষি ভাবিলেন, একি! আনন্দধামে এরূপ অবস্থা কেন? এই বলিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একটি গোপ-পত্নী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নারদ! বসিয়া কি ভাবিতেছ?" নারদ বলিলেন "সেই শোভা-পূর্ণ বৃন্দাবন আজ শোভা শূন্য দেখিতেছি কেন?" তখন গোপ পত্নী বলিলেন, "তুমি অঙ্কশাস্ত্র জান; একে শূন্য দিলে দশ হয়, দশে শূন্য দিলে শত হয়, এইরূপে যত শূন্য যোগ করা যায় ক্রমেই দশগুণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে; তৎপর বামদিক হইতে যদি এক হরণ কর, সমুদয় শূন্যেরই কোন অর্থ থাকে না; এক না থাকিলে যেমন সবই অর্থ বিহীন শূন্য, সেইরূপ আমাদেরও এক কৃষ্ণ হরণ করাতে শ্রীবৃন্দাবনের সব শোভা শূন্য হইয়া গিয়াছে!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁহারা যাত্রাগান শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, তথায় কত শোক, কত দুঃখ, কত আমোদ, কত আহ্লাদ, নৃত্য গীত হইতেছে, কিন্তু কিছু কাল পরই তাহা আর থাকে না; এই সংসারও সেইরূপ, যে কোন বস্তু অবলম্বন করিয়া সুখী হই, তাহা দুই চারি দিন পরেই আর সুখ দিতে পারে না, সমস্তই পুরাতন বোধ হয়। যাঁহারা হিমালয়ে যান, তাঁহারা দুই চারি দিন অতি যত্নের সহিত পর্ব্বতস্থিত বস্তু দেখেন, কিন্তু শেষে আর তাঁহাদের দেখিতে ইচ্ছা হয় না, সকলই তাঁহাদের নিকট পুরাতন বোধ হয়। এইরূপ সমস্তই সেই বামদিকে একবিহীন শূন্যের ন্যায় হইয়া যায়; কিন্তু আমরা যদি সেই এক পরমেশ্বরকে বামদিকে রাখিয়া সমস্ত সংসারের সুখ স্বচ্ছন্দতা আমোদ প্রমোদ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার দক্ষিণদিকে স্থাপন করিতে পারি, তবেই সব শোভাময় এবং সমস্ত বস্তু শোভা পূর্ণ থাকিবে; কিন্তু যদি সেই ঈশ্বরকে বাদ দেই, তবে সব শূন্য—সব শোভা-হীন। আজ যাহাতে আমি সুখী হইতেছি, আমার নিকট যাহা সুখের বস্তু বলিয়া বোধ হইতেছে, কাল সমস্ত অসুখের বিষয় হইয়া পড়িবে। আজ যে সুখে সুখী, কাল তাহা কোথায় চলিয়া যাইবে, খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এই প্রকার পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তুই এক-বিহীন শূন্যের ন্যায় হয়।

যতদিন মানুষ কেবল নিজের উপর দৃষ্টি করে, ততদিন সে মনে করে আমিই বড়, পৃথিবীতে আমার তুল্য ব্যক্তি নাই। কিন্তু হে মানুষ! ছার তোমার বৃথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গর্ব্ব। কীট পতঙ্গ, পক্ষিগণও তোমাকে হাস্য করিতেছে। পিপীলিকা পরমেশ্বরের নিয়োজিত আপন আপন কার্য্য সাধন করিতেছে, তোমার সাধ্য নাই যে তাহাতে তুমি হস্তক্ষেপ কর। মাকড়শা, নিজ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতেছে, তোমার সাধ্য নাই যে, তাহার কার্য্যের উপর তোমার বুদ্ধি প্রয়োগ কর। পতঙ্গ প্রজাপতিগণও তাহাদের নিয়োজিত কাজ সম্পন্ন করিয়া উপহাস করিতেছে! মধুমক্ষিকা বলিতেছে "দেখ, দেখহে মানুষ! তোমরা ছার চাউল ডাইল ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত, আর আমি মধু পান করি, মধুর মধ্যে বাস করিতেছি ; তুমি সামান্য বস্ত্র পরিধান কর, আমি ঈশ্বর প্রদত্ত পোষাক পরিধান করিয়া সুশোভিত।" পক্ষিগণ বলিতেছে, "হে মানব! তোমরা সীমাবদ্ধ-জীব, এক স্থানেই থাক ; কিন্তু আমি ইচ্ছানুসারে উড়িয়া বেড়াইতেছি।" এই ভাবে সকল প্রাণীই মনুষ্যকে উপহাস করে। মনুষ্য যতদিন কেবল নিজেকেই বড় মনে করে, অন্য কিছু না ভাবে, তত দিন সে অন্ধ। সেই এক পরমেশ্বরকে ছাড়া হইলেই মানুষের এরূপ অবস্থা ঘটে। সেই এককে বাম দিকে স্থাপন করিয়া সমস্ত পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, নদী পর্ব্বত, সকলকে তাঁহার সহিত যোগ করিয়া দেখিলে সব শোভাময় হইবে। এইরূপ করিলে সকলই "সত্যংশিবংসুন্দরং" পরমেশ্বরের কথা বলিবে। সকলই বলিবে, "সত্যংশিবংসুন্দরং" আমার অবলম্বন। আমি কিছুই নই, শূন্য ; সেই এক হইতে সত্তা ; তাঁহার সত্তায় আমি সত্তাবান্। তাঁহার শক্তিতে আমি শক্তিমান্। তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধিতে আমি বুদ্ধিমান্। আমার সব সেই একের যোগে। এইরূপ যখন সকল বস্তুর অবলম্বন সেই এককে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন শোভা। আর যখন তাহা না পাওয়া যায়, তখন সেই নারদ যেমন বৃন্দাবন শোভাহীন দেখিয়াছিলেন, সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ আমাদের নিকট শোভাহীন হইয়া পড়ে। যদি সব শোভান্বিত দেখিতে চাও, তবে সেই একে সমস্ত যোগ কর, দেখিবে সবই সুন্দর হইবে। যাহা কর, তোমার নিজের দিকে চাহিয়া করিও না, তবেই দেখিবে সব নূতন। আর যদি নিজের দিকে চাহিয়া কর, দেখিবে, সব পুরাতন হইবে। ছার মানুষ! তোমার শক্তিই বা কি যে, তোমার নিজ ভাবিয়া কার্য্য করিয়া সুখী হইবে! সেই একমাত্র জীবন-আশ্রয়কে অবলম্বন না করিলে, সব শোভাহীন। অতএব যাহা করিতে ইচ্ছা কর, তাঁহাকে তাহার সঙ্গে যোগ কর। যদি লোকের সঙ্গে মিশিতে চাও, আগে তাঁহাকে চেন। যে কোন কাজই কর না, সকলের সঙ্গে তাঁহাকে যোগ কর; সকলই নূতন হইবে। আর যদি তাহা না করিয়া কেবল নিজের উপর নির্ভর কর, তবে সমস্তই পুরাতন। এই পৃথিবীতে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। আজ যিনি ধনী, কাল তিনি দরিদ্র। আজ যিনি রাজা কাল পথের ভিখারী। আজ যিনি ধার্ম্মিক, কাল অধার্ম্মিক। এই প্রকার ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইতেছে। ইহার মধ্যে নিজ শক্তিতে ঠিক থাকে কার সাধ্য? স্রোতের জলের ন্যায় কোথা চলিয়া যাইবে, ঠিক নাই। যদি সকল সময় অপরিবর্ত্তনীয় থাকিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাও, তবে সেই সত্যংশিবংসুন্দরংকে সকল কার্য্যে সঙ্গী কর, কিছুতেই কিছু করিতে পারিবে না! কাম ক্রোধাদি রিপুগণ একদিকে টানিতেছে, সংসার অন্যদিকে টানিতেছে; কার সাধ্য এই আকর্ষণ হইতে রক্ষা পায়। মানুষের নিজের এমন কোন শক্তি নাই যে, তাহার দ্বারায় রক্ষা পাইবে। কিন্তু মানুষ যদি এই ভাবেই সুখী থাকে তবে তাহা দুই চারি দশ বৎসর; কিন্তু তৎপরে দেখিবে যে, তাহার সমস্ত অস্থি মজ্জা চূর্ণ করিয়া ঐ সকল সুখের পরিশোধ হইবে। এইরূপ দুঃখ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, নিজের রক্ষা পাইবার কিছুই উপায় নাই—যদি সেই এক প্রভুকে অবলম্বন করিতে না পারি। সেই ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিলে ভয় থাকে না, বিপদ থাকে না।

কোন একটি বৃক্ষ যখন ছোট থাকে, তখন ছাগলে তাহাকে অনায়াসে ভক্ষণ করিতে পারে, কিন্তু যদি তাহাকে বেড়া দিয়া তখন রক্ষা কর, শেষে মত্ত হস্তীও তাহার কিছুই করিতে পারে না। সেইরূপ যদি তুমি নিজে রক্ষা পাইতে চাও, তবে তোমার নিজের সব ত্যাগ করিয়া সেই সত্যংশিবংসুন্দরংকে অবলম্বন কর, দেখিবে তখন তোমার কিছু বিপদ থাকিবে না। এই যে আমি, আমার কোন ক্ষমতা নাই, আমি যাহা করি, যাহা বলি, সব তাঁহার। এই প্রকার তাঁহাকে যদি আশ্রয় করিতে পারি, তবে সমস্ত রিপু বশীভূত হইবে। কাম ক্রোধাদি রিপু সব আমি, আমি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার শরীরও যাহা, আমার কানও তাহা, অতএব আমিও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা আমার রিপুগণও তাহা। যদি ধর্ম্ম লাভ করিতে চাও তবে সেই একেকে আশ্রয় কর। একেকে বামে রাখিয়া নিজে শূন্য হইয়া যাও। পরমেশ্বরকে আশ্রয় না করিলে সব শূন্য; আর যদি তাঁহাকে লাভ করিতে পার, সব আনন্দপূর্ণ, সর্ব্বস্থান বৃন্দাবন! তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারিলে, সব শোভাপূর্ণ, আনন্দপূর্ণ। কিন্তু ঈশ্বর লাভ, মুখের কথা নয়। কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর বলিলে হয় না। মক্ষিকা, প্রজাপতি, পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়াই তাহাদের এত শোভা। যে মানুষ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিতে পারে, সে যথার্থ সুখী, যথার্থ ধার্ম্মিক। তাঁহাকে আশ্রয় করিতে হইলে, ব্যাকুলতা আবশ্যক, কথা বলিলে হইবে না। সমাজে আসিয়া ঈশ্বর ঈশ্বর বলিব, কিন্তু বাহিরে গিয়া পরের অনিষ্ট চিন্তা করিব, ইহাতে ধর্ম্ম হইতে পারে না। চারি পাঁচ দিন সাধুসঙ্গ করিলে ক্রমে মন্দ ভাব চলিয়া যায় এবং ভালভাব অভ্যাস হইতে থাকে; আর সেই পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া কুভাব পোষণ করা, ইহা কখনই হইতে পারে না। যখন আমরা "ঈশ্বর ঈশ্বর" বলি, অথচ অন্তরে কুভাব পোষণ করি, তখন আমাদের প্রকৃত ঈশ্বরলাভ হয় না। যতদিন সমস্ত ত্যাগ করিয়া সেই পরমেশ্বরকে দেখিতে না পাই, ততদিন সব বৃথা। তাঁহাকে বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনি কথার বস্তু নন, প্রত্যক্ষ বস্তু। সব শূন্য, তিনি এক। তিনি ব্যক্তি, আর সমুদয় তাঁহার আশ্রিত, পরমেশ্বরকে আশ্রয় না করিলে কিছু থাকে না। তিনি ধর্ম্ম, তাঁহাকে নির্ভর করিয়া সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে। আমার প্রাণ তিনি, আমার বল, বুদ্ধি সব তিনি, আমি অসার—অপদার্থ। আমার কিছুই নাই, সেই এক আমার আশ্রয়। যেমন জল, ঘটের মধ্যে ঘটকে পরিপূর্ণ করিয়া থাকে, তেমনি তিনি জল, আমি ঘট; আমার মধ্যে তিনি পরিপূর্ণ হইয়া আছেন। তিনি ছাড়া—আমি শূন্য। তিনি ধর্ম্মাবহ-পাপনুদ। যতদিন তাঁকে আশ্রয় করিতে না পারি ততদিন সব বৃথা। তাঁহাকে বাস্তবিক ধরা যায়। মানুষ যদি বিশ্বাস করে তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সত্য সত্যই তাঁহাকে পাওয়া যায়। পিপাসা হইলে জল পান না করিয়া ভুলিয়া থাকিতে পারি না, ক্ষুধা হইলে আহার না করিয়া, ক্ষুধা ভুলিয়া থাকিতে পারি না, লোকের সামান্য পুত্রশোক হইলে সে তাহা ভুলিতে পারে না; আর আমি আমার পরমেশ্বরের অভাব ভুলিয়া থাকিব কেমন ক'রে? শোক হইলে লোক ভাল খাইতে পরিতে পারে না; আর আমার পরমেশ্বরের অভাব, আমি খাচ্ছি, বেড়াচ্ছি, আমোদ কচ্ছি, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আমার সুখ, ইহা কখনই হইতে পারে না। যখন মানুষের প্রাণ প্রকৃতরূপে সেই ঈশ্বরের জন্য লালায়িত হয়, তখন সে তাঁর জন্য অধীর হইয়া পড়ে। সে জিজ্ঞাসে, নদি! বল, চন্দ্র! সূর্য্য! বল, তরু! লতা! বল, আমার ঈশ্বর কোথায়? বল তিনি কোথায় গিয়াছেন? কোন্ পথে গেলে তাঁকে পাব? তোমাদের পায়ে ধরি আমাকে ব'লে দাও। তোমরা কি তাঁহাকে দেখেছ? এইরূপে ঈশ্বর বিরহে তিনি উন্মাদ হইয়া পড়েন। মনুষ্যে তিরস্কার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবে, তিনি কি তাহা আর গণ্য করেন? লজ্জা, ভয়, কি আর তাঁহার প্রাণে স্থান পায়? ছুটিয়া যার তার কাছে যান। মুখে কেবল এই একই কথা "তোরা বল্ আমার সে কোথায়? তোরা যে গালি দিস্, তোরা কি বলিতে পারিস্, আমার অন্তরে কি জ্বালা? যদি না পারিস্, তবে 'তোরা যত বলিস্ বল্, আমার প্রাণ কিছুতেই সুস্থ হবে না।" আমার প্রাণ কবে এরূপ হবে! কবে আমার এমন শুভ দিন হবে, সকলে আমাকে গালি দিবেন, আর আমি সকলের পদতলে পড়িয়া প্রভুর নামে পাগল হইব, সকলে আমাকে পদধূলি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন। প্রভু প্রভু বলিয়া প্রভুর নামে পাগল হইয়া সকলের পদতলে আশ্রয় লইয়া বলিব, তোমরা বল আমার আশ্রয় কোথায়? তাঁহাকে না পাইলে আমার প্রাণ বাঁচে না। সকলে এই আশীর্ব্বাদ করুন যাহাতে সেই প্রাণাশ্রয়কে পাইয়া সকলের পদানত হইয়া—পায়ের ধূলি হইয়া থাকিতে পারি।

ঢাকা—পূর্ব্ববাঙ্গালা—ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ২৬শে পৌষ, ১২৯৩ সন।

উদ্বোধন।

পরমেশ্বরের উপাসনা করা, পূজা অর্চ্চনা করা, আমাদের স্বভাব—প্রকৃতি। কেবল উপদেশ, শাস্ত্র বা লোকের মুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুক্তি-যুক্ত কথা শুনিয়া যদি উপাসনায় প্রবৃত্তি হইত, তাহা হইলে অধিকাংশ লোকই উপাসনা করিতে পারিত না। আমাদের স্নেহ, ভালবাসা, আহার, নিদ্রা প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য যেমন স্বাভাবিক, উপাসনাও সেইরূপ। যেমন ক্ষুধার সময় ক্ষুধা পায়, তৃষ্ণার সময় তৃষ্ণা পায়, তেমনি উপাসনাও পায়। অনেক সময় মনোযোগ করিনা বলিয়া, মনে করি, দেখা দেখি, উপদেশ শুনিয়া—শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেশ প্রচলিত প্রথানুসারে উপাসনা করি; কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। উপাসনা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। পরমেশ্বর আমাদিগকে এমন প্রকৃতি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাঁহাকে না ডাকিলে থাকিতে পারি না। বাল্যকাল হইতে সেই দিকে গতি। যে একটি ভাল শোলার কি মোমের অথবা কাপড়ের ফুল তৈয়ার করে, আমরা সেই মালীকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না; যুক্তি করি না তর্কও করি না, অথচ ঐ সুন্দর ফুল বা পুতুলের নির্ম্মাতাকে প্রশংসা করি, ইহা স্বাভাবিক। বাল্যকালে জননীর উপর কেমন নির্ভরের ভাব! মা, সব পারেন, আকাশের চাঁদ ধরিয়া দিতে পারেন, মা'র কোলে থাকিয়া ব্যাঘ্র সিংহ ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুকেও পদ প্রদর্শন করিতে পারি। এইরূপ অনেক কার্য্য করিয়া থাকি। ক্রমে দেখি, মা, বাস্তবিক সব পারেন না। আগে সব কাজে মা'র কাছে যাইতাম, ক্রমে যে সকল কাজ তাঁর দ্বারা হয় না, তার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করি। প্রতিবেশীর কাছে বা রাজার কাছে, যেখানে যে শক্তি আছে, সেখান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে সে কার্য্য উদ্ধার করিয়া লই। পরে যখন দেখি এমন অনেক কার্য্য আছে, যাহা পৃথিবীর কোন শক্তির দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, তখন কোন অনন্ত-শক্তির আশ্রয় আবশ্যক হয়। বাল্যকাল হইতেই সকলের নিকট প্রার্থনা করি, কখন রোদন করি, কখন ইঙ্গিতের দ্বারা বা কথার দ্বারা নানা উপায়ে প্রার্থনা করিয়া থাকি। যখন মানুষের দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব, তখন স্বভাবতঃই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা আসে। এইরূপ উপাসনাতে তাঁহার প্রশংসাও করি, তাঁহাতে নির্ভর করি। সহজেই করিয়া থাকি। বাল্যকালাবধি তাঁহার দিকেই যেন টানিয়া লইয়া যায়। উপাসনা পেলে প্রাণ ব্যাকুল হয়। ক্ষুধা তৃষ্ণা না পেলে যেমন আহার পান হয় না, সেইরূপ উপাসনা না পেলে উপাসনা সরস বোধ হয় না, কেবল কথামাত্র বোধ হয়। ইহা আত্মার বিকৃত অবস্থা। রোগ হইলে, বিকার হইলে, ঔষধ সেবন করিতে হয়। সেইরূপ আত্মার স্বভাব বিকৃত হইলে, প্রণালীগত উপাসনা করিতে হয়। এইরূপ সামাজিক উপাসনা কেন করি? না, স্বভাবকে আবার আনিবার জন্য। স্বভাবে থাকিলে দিন রাত্রি উপাসনা; যেমন শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, শোণিত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইতেছে, স্বাভাবিক উপাসনাও সেইরূপ। ঈশ্বর নিত্য, তাঁহার উপাসনাও নিত্য। তিনি অনন্ত, তাঁহার উপাসনাও অজস্র, আজকাল নাই। আট দিন অন্তর করিতে হইবে এরূপ নহে, প্রতিদিন তিনবার কি পাঁচবার তাহাও নয়; প্রকৃত ধর্ম্মে উপাসনা অনন্ত—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজস্র ; যেমন নদীর স্রোতের বিরাম নাই, উপাসনাও তদ্রূপ ; তাই প্রকৃত উপাসনা, এ অভ্যাস মাত্র। যাহাতে তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, জাগ্রত জীবন্ত প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া বুঝিতে পাই এরূপ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। যেই তাঁহাকে মা, বিশ্বজননী, আমার সর্ব্বস্বধন, মনে হইবে তখনই উপাসনা আরম্ভ হইবে। সে-ই আমার মা-জননী, আমার দাঁড়াইবার স্থল, আমার সহায় সম্পদ, সকলের মা ; এমন যে চির-দিনের প্রাণের সম্বন্ধ, তাহা যাহাতে ভোগ করিতে পারি সেইজন্য এখানে আসিয়াছি। করুণাময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর তাই করুন। আমরা তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হই।

উপদেশ।

একটি অন্ধ ভিক্ষুক, পথে চলিতেছিল, এমন সময়ে ঝড় তুফান উঠিল। একে অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে ভয়ানক ঝড়, অন্ধ দিক্ চিনিতে না পারিয়া এক কূপের মধ্যে পড়িয়া গেল। পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ও হাহাকার করিতে লাগিল। ঝড় থামিয়া গেলে, চারিদিকে যে সকল লোকের বাস ছিল, তাহারা চীৎকার শুনিয়া আসিয়া দেখিল, অন্ধ, কূপের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাকে উঠাইবার জন্য ঐ সকল লোক যত্ন করাতে, সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে? তোমরা কি আমাকে ফেলিয়া দিয়াছ?" তাহারা বলিল "আমরা কেন ফেলিয়া দিব? আমরা এখানে থাকি, তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্ধ, কূপে পড়িয়া চীৎকার করিতেছ, শুনিয়া তোমাকে তুলিতে আসিয়াছি।” অন্ধ উত্তর করিল, “তোমরা যাও, যে আমাকে ফেলিয়াছে, সে না তুলিলে উঠিব না।” লোক-গুলি অগত্যা অবাক্ হইয়া চলিয়া গেল। অন্ধ আবার হাহাকার করিতে লাগিল। আরও কতকগুলি লোক এলেন ও দড়ি ফেলিয়া দিয়া অন্ধকে উঠাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে পূর্ব্ববৎ প্রশ্ন ও উত্তর করিল; তাহাদিগকে যাইতে বলিল। এরূপে অনেক লোক আসিল ও গেল; অন্ধের একই কথা, “যে ফেলেছে, সে-ই তুলিবে।” অন্তরের সহিত এই ইচ্ছা করাতে ও কাতর স্বরে ঈশ্বরকে ডাকাতে, ভগবান স্বয়ং তথায় প্রকাশিত হইলেন ও দড়ি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, “অন্ধ! উঠ, আমি তোমায় ফেলিয়াছিলাম, এখন আমি তুলিতে আসিয়াছি।” অন্ধ বলিল, “তুমি মিথ্যাবাদী; আমাকে যে ফেলেছে সে সব কর্ত্তে পারে, ইচ্ছা করিবামাত্রই আমাকে উঠাইতে পারে, তার আবার দড়ির আবশ্যক কি?” খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাসের সহিত একথা বলাতে ভগবানের কৃপা হইল এবং তিনি তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া চক্ষুদান করিলেন।

এ একটি সামান্য গল্পমাত্র; শুনিলে সামান্যতঃ ভাবের উদয় হইতে পারে। কিন্তু যদি চিন্তা করিয়া দেখি, এ অবস্থায় যদি দৃঢ়বিশ্বাস হয়, তবে আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। বাস্তবিকই পরমেশ্বর যদি না উদ্ধার করেন, কেহই পাপীকে পরিত্রাণ করিতে পারে না; তিনি উদ্ধার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ত্তা। কেবল তা নয়, বিশ্বসংসারের যা কিছু দেখিতেছেন, সকলেরই মধ্যে তাঁহার হাত, তাঁহার ইচ্ছা কার্য্য করিতেছে। বৃক্ষের গলিত পত্রটি যে ভূমিতে পড়িতেছে, ঐ যে প্রজাপতিটি উড়িতেছে, ঐ যে দূর্ব্বাদল আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিয়াছে, এ সমস্ত, ক্ষুদ্র দূর্ব্বাটি হইতে বিশাল পর্ব্বত, অগাধ অসীম সমুদ্র, অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্র সেই এক মহাশক্তি কার্য্য করিতেছে। তদ্ব্যতীত কাহারও সাধ্য নাই যে, একটি কীটকেও উদ্ধার করিতে পারে। তাঁরই কৃপা, তাঁরই শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই, কিছুই হইতে পারে না। একটি—এই মহাসত্যটি যখন কেহ অনুভব করেন, তখনই বলিতে পারেন—"যিনি ফেলিয়াছেন, তিনিই তুলিবেন।"

শিশু যখনই মা'র হাত ছাড়ে অম্‌নি পড়িয়া যায়। যত দিন আমাদের শক্তিতে তাঁকে ধরিতে চাই ততদিন নিরাপদ নহি, সময়ে সময়ে তাঁর হাত ছাড়িয়া পড়িয়া যাই। যখন তিনি ধরেন, তখন আর পড়ি না। আপনারা অনেকেই দেখিয়াছেন—পথে বেড়াইতে বেড়াইতে পুত্র, পিতার আঙ্গুল ধরিয়া যখন চলে, তখন পুনঃ পুনঃ পড়িয়া যায়; এইরূপ আর ক'বার পড়িলে পর, পিতা যখন ছেলের হাত ধরেন, তখন আর পড়ে না—পড়পড় হইলে তিনি টানিয়া রক্ষা করেন। সকল অবস্থাতে যেই জানিতে পারি যে, তিনিই আমার উদ্ধারকর্ত্তা, সকল বিষয়েই রক্ষা কর্ত্তা ও সহায়, তখন সম্পদে বিপদে সকল অবস্থাতেই নিশ্চয় সম্মুখে আসেন ও রক্ষা করেন। কল্পনা নয়, সত্য কথা—জীবনের পরীক্ষিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা। কিন্তু আমরা এইভাব ভুলিয়া, অনেক সময় ভ্রমে পড়ি; মনে করি কত লোকজন, কত বন্ধু, কত টাকা, কত বল-শক্তি আছে, এই সকলের দ্বারা উদ্ধার হইব। কিন্তু দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে সব কোথায় যায়; হয়ত যাকে বড় বন্ধু বল্‌তাম, বড় সহায় মনে করতাম, তিনি পীড়িত বা নির্ধন অথবা মৃত হইয়া আমাকে অসহায় করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সংসারে, কোন অবস্থা, কোন বস্তু বা ব্যক্তি, কিছুই নাই যে, ধ'রে থাক্‌তে পারি। বলি এ আমার বন্ধু, ও আমার বন্ধু—কিন্তু কেউ আমার সঙ্গী নয়। যখন জন্মিলাম, মাতার কোলে থাকিতাম, তখন কাকেও জানি না, চিনি না, এমন কি মাকেও জানি না, সম্পূর্ণ অসহায় ও শক্তি-হীন। তখন কে বাঁচায়? সত্য সত্য আমরা আপনাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করি না। পরমেশ্বর পরমেশ্বর বল্‌ছি, কিন্তু বুঝি না যে, পরমেশ্বর কোন পুস্তকে লেখা নয়, কথা নয়, বল্‌বার বিষয় নয়; যথার্থ তিনি সত্য। সেই কীট অপেক্ষাও হীন শৈশব অবস্থায় তিনিই রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ভাবি এই হস্তপদ থাক্‌তে আত্মরক্ষা করতে পারবো না? হায়! একটু শিরঃপীড়া হইলে, একবার ভেদবমি হইলে, নদীতে একটু তুফান উঠিলে, কোথায় থাকে বিদ্যা বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও বাহুবল? একটু ভূমিকম্প হইলে, নৌকাখানি উলটিয়া গেলে, কোন প্রকার দুর্ঘটনা হইলে, আমি কোথায় আমার শক্তি বা কোথায়! যেমন শৈশবাবস্থায়, আমরা কিছুই নই, তিনি রক্ষাকর্তা, এখনও বাস্তবিক তাই। এ, ও, তা, মনে কর্‌ছি, সব ভুল—কেউ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারু নয়, স্বপ্ন-স্বপ্ন-স্বপ্ন! তাঁকে যদি আপনার ব'লে ধর্ত্তে না পারি, তবে কেউ কারু নয়! সত্য সত্য তিনিই ফেলেন, তিনিই উঠান। এইটি বু'ঝে যদি দৃঢ় বিশ্বাস করি ও সেই-রূপে যদি বল্‌তে পারি, তবে তিনি নিশ্চয়ই রক্ষা করেন। দুঃখ, শোক, রোগ, জ্বালা যন্ত্রণা, কেউ নিবারণ কর্ত্তে পারে না। "প্রভু! তুমিই ফেলেছ তুমিই উঠাও! এই জ্বালা, যন্ত্রণা, রোগ, শোক, এই মোহ এ সব দূর করিতে আমি পারি না; আর কেউ দড়ি ফেল্লে উঠ্‌ব না; তুমি সব পার, আমাকে সব কর্ত্তে পার, আমি ছাড়্‌ব না।" এমন ক'রে ধর্‌লে ছেড়ে যেতে পারবেন না; তাঁর সাধ্য নাই, ক্ষমতা নাই, হলেনইবা সর্ব্বশক্তিমান, তাতে কি? দয়ালু যে তিনি। "আমার আর স্থান নাই, উপায় নাই, দাঁড়াবার জায়গা নাই," এমন ক'রে ধর্ত্তে পারলে, তিনি বাস্তবিক ছাড়াতে পারবেন না; এমনই দয়াল প্রভু আমার। কিন্তু যদি মনে করি, আর কেউ আছে, তা হলেই মারা গেলাম, আর কিছু হ'ল না। তা নাহ'লে তাঁকে সর্ব্বদা নিকটে দেখা যাবে। সদাই, যখন ইচ্ছা, কথায় কথায় তাঁকে দেখ্‌তে পাব, ডাক্‌লেই সম্মুখে দেখ্‌ব; এ নিশ্চয় কথা। ছেলেবেলায় পিঁপড়ায় কামড়া'লে কান্দি, ক্ষুধা লাগ্‌লে কান্দি, খাট থেকে প'ড়ে গেলাম, কেন্দে উঠলাম; অমনি মা আসেন, দৌড়ে দৌড়ে আসেন, রাত্রি দিন নাই, আহার নিদ্রা নাই, সুখ স্বচ্ছন্দতা নাই, ছেলে ডাকলেই এসে হাজির হন। এ কার স্নেহ—কার ভালবাসা? তাঁরই—সেই বিশ্বজননী—জননীর জননী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁরই। বিশ্বাস করিলে সর্ব্বদাই তাঁকে নিকটে দেখ্‌তে পাব। ক্ষুধা হয়েছে মা অম্‌নি আহার লইয়া আসেন, একটু কষ্ট হ'লে, অম্‌নি মা উপস্থিত, মনের যাকিছু কথা সব বলি। তিনি হুধ দিচ্ছেন, খাবার দিচ্ছেন, পিঁপড়া ঝেড়ে দিচ্ছেন, সব করেন। সত্য ঘটনা, প্রত্যেকের জীবনের ঘটনা, কেউ দেখ্‌ছে না, কেউ বা দেখ্‌ছে। এ বিশ্ব রাজ্যের কর্ত্তা আর কেউ নাই, কেবল সেই দীনবন্ধু, জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা। কিন্তু তাতেও আমার মন উঠে না, বিশ্বের কর্ত্তা থাকুন, কিন্তু আমি হুঃখী, কাঙ্গাল, গরিব, আমার তিনি প্রাণের ঠাকুর, আমার মা। কোন ভয় নাই, কোন চিন্তা নাই, কোন ভাবনা নাই। হুঃখ, শোক, পাপ, তাপ, সকল নষ্ট হইয়া যায়। একবার প্রাণের সঙ্গে "দীনবন্ধু! আমার ঠাকুর," এই বলিয়া ডাকিলেই সব গেল। "যায় পাপ, যায় তাপ, যায় শোক-ভার" সত্য কথা। তিনি এমন প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁকে প্রত্যক্ষ ক'রে প্রাণের সহিত সর্ব্বদা ডাকৃতে পারি এই প্রাণের আশা, এই কামনা, আর কিছু চাই না।

ঢাকা—পূর্ব্ববাঙ্গালা—ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ৪ঠা মাঘ, ১২৯৩ সন।

উদ্বোধন।

পরমেশ্বরের উপাসনা করিবার জন্য সকল দেশেই আয়োজন হয়। যে কোন জাতি, যে কোন সমাজের মধ্যেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিনা কেন, উপাসনার জন্য অত্যন্ত যত্ন ও ব্যাকুলতা আছে। বাস্তবিক উপাসনা অতি পবিত্র ও আদরের বস্তু। উপাসনা করিবার জন্য যেরূপ আয়োজন, যেরূপ চিত্তসংযম ও একাগ্রতা আবশ্যক, তাহা লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। উপাসনাকে প্রিয়বস্তু মনে করিয়া প্রস্তুত হওয়া চাই। সংসারে অনেক পদার্থ আছে, তন্মধ্যে যার সঙ্গে যাহার যোগ, তার সেই দিকেই গতি। এক মৃত্তিকায় বিবিধ প্রকার বৃক্ষলতা জন্মে, কিন্তু মিষ্টে মিষ্ট রস, তিক্তে তিক্ত রস, কটূতে কটূ প্রভৃতি মিলিত হয়। সেইরূপ এক ক্ষেত্রে বিবিধ পুষ্প রোপণ করিলে, ভিন্ন ভিন্ন পুষ্পে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রবেশ করে। আলোকে সকল বর্ণই আছে কিন্তু লাল ফুলে লালবর্ণ, নীল ফুলে নীল, পীত ফুলে পীত ইত্যাদি প্রবিষ্ট হয়। এইরূপ আকর্ষণ, মনুষ্যের প্রাণেও দেখা যায়; সাধুর সঙ্গে সাধুর, অসাধুর সঙ্গে অসাধুর, প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমিকের, ভক্তের সঙ্গে ভক্তের, কর্ম্মীর সঙ্গে কর্ম্মীর আকর্ষণ স্বভাবতঃই দেখা যায়। উপাসনা—পরমেশ্বরের নিকট উপস্থিত হওয়া—তাঁহার ভাবে অন্তর পূর্ণ করা। তাঁহার ভাবের অনুরূপ ভাব যত হইবে, ততই সেই পরিমাণে তাঁহার নিকট আকৃষ্ট হইব। প্রত্যেকের চিন্তা করা উচিত এখানে কিজন্য আসি? অনেক সময় প্রণালীগত উপাসনা করিয়াই মনকে প্রবোধ দেই; চিত্তের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, মুক্তি—পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি না, যেমন ছিলাম, তেমনই রহিয়া যাই। যে নাম, একবার উচ্চারণ করিলে, সমস্ত পাপ তাপ দূর হয়, সেই নাম করিতেছি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে আমাদের কিছু হয় না কেন? তবে কি ও কথা মিথ্যা? ঈশ্বরের পূজা কি কেবল কল্পনা? আমরা কি লোকদিগকে কেবল লোভ দেখাইতে উপাসনা করি? তা নয়। সেইরূপ ভাবে উপাসনা না করিলে কি হইবে? প্রকৃত অবস্থায় যাইতে হইলে ভালরূপে প্রস্তুত হইতে হয়, নতুবা উপাসনা প্রকৃত হইবে না; দুশ্চিন্তা, হিংসা, দ্বেষ কোন প্রকার দূষিত ভাব মনে থাকিলে উপাসনা হইবে না; তা' হইলে ঈশ্বরের ভাবে আমাদের ভাব মিশিবেনা, কাল রঙ্গে লাল রঙ্গ মিশেনা, তিক্ত রসে মিষ্ট রস মিশে না। ঈশ্বর সত্য স্বরূপ, জ্ঞানময়, মঙ্গলস্বরূপ, শান্ত, শিব সুন্দর অনন্ত ও মহান্ এই সকল চিন্তা করিতে হয়। এইরূপ স্থিরভাবে মনকে প্রস্তুত না করিয়া উপাসনায় আসা বিড়ম্বনামাত্র, কেবল কথা—ভাষামাত্র; এইজন্যই উপাসনায় অনেকেই কিছু পান না, বরং উপহাস করেন। কাহাকেও বলিতে শুনিয়াছি যে, উপাসনা এক প্রকার অভিনয়মাত্র। তাহারা ব্রহ্মোপাসনাকে এইরূপ হীন বস্তু মনে করে কেন? না, আপনার চিত্তে উপাসনার কার্য্য দেখে না, মনের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন দেখিতে পায় না। বিশেষ সাবধান হইয়া এই পবিত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। উপাসনা সত্য বস্তু, খেলা নয়, তামাসা নয়। সত্যস্বরূপ পবিত্র ঈশ্বর প্রত্যক্ষ দেবতা, তিনি কোন কার্য্যে আপনার স্বভাবকে অতিক্রম করেন না। তাঁহার ভাব বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, উপাসনাতে আসিলে নিশ্চয় পাপী পরিত্রাণ লাভ করে, মানুষ দেবতা হয়, ইহলোক পরলোক এক হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়। বাস্তবিক উপাসনা সত্য, প্রত্যক্ষ, সার কার্য্য। অন্তরের সহিত উপাসনা করিলে হৃদয় উন্নত হয়, জীবন ধন্য হয়, পবিত্র হয়, সার্থক হয়। করুণাময়, দীনবন্ধু, দয়াময় প্রভু আমাদিগকে আজ এই ভাবে তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্ত করুন, আমাদের হৃদয় মনকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করুন।

উপদেশ।

রাজর্ষি জনকের কাছে, কতিপয় ঋষি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! আপনি প্রজাপালন ও যোগসাধন, উভয় কার্য্য একত্রে কিরূপে করেন? যোগীরা বলেন, চিত্তের সংযম, সমাধি না হইলে হয় না। আপনি গৃহী হইয়া, রাজা হইয়া কিরূপে এই দুরূহ কার্য্য সাধন করেন? কত শত প্রজা লইয়া কার্য্য করিতে হয়, এই রাজ-কার্য্যের মধ্যে কিরূপে চিত্ত-বৃত্তিকে নিরোধ করিয়া ভগবানে অর্পণ করেন, জানিতে আমাদের বড় কুতূহল জন্মিয়াছে।" রাজা বলিলেন আপনারা ঋষি, সকলেই জানেন, তবু দয়া ক'রে যখন আমাকে প্রশ্ন করিলেন, তখন আমি যাহা জানি তাহা অবশ্য বলিব। "এই সংসারে যাহা কিছু দেখিতেছেন, এ সকলই তাঁহার—প্রভু পরমেশ্বরের। এই গৃহ অট্টালিকা, দাসদাসী, অশ্ব, গজ, নানা প্রকার ঐশ্বর্য্য, যাহা কিছু দেখিতেছেন, এ কিছুই আমার নয়, এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি কার্য্য সম্পন্ন করি। সমস্তই পরমেশ্বরের, তাঁহারই মহিমার দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। আমি তাঁহারই কার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছি, তিনিই আমার দ্বারা এ কার্য্য করাইতেছেন। আমি দাসমাত্র, প্রভুর যেরূপ ইচ্ছা তদনুসারে চলি, এই ভাবে তাঁহার কাজ করিয়া থাকি। যা কিছু, এ সবই তাঁর, এটি কথা নয়, বাস্তবিক আমার জ্ঞান—বিশ্বাস। যাঁহার রাজ্য এ বিশ্বসংসার, তাঁহাকে অন্বেষণ করি, নিকটে রাখিয়া—সদাই তাঁহার নিকটে থাকিয়া দর্শন করি, এই মাত্র অভিলাষ। যে একবার আমার প্রভুর স্বরূপ দেখেছে, সে আর কোন বস্তুতে আমোদ পায় না। যত দিন তা না হয়, ততদিন এতে ওতে তাতে আমোদ কর্ত্তে পারে, কিন্তু একবার সেই অনন্ত-আনন্দ দর্শন করিলে, আর পৃথিবীর কিছুতেই লোক সুখ পায় না। যা কিছু করে, তাহাতেই তাঁহাকে কর্ত্তা বলিয়া দেখে। তিনি অনন্ত বিশ্ব-সংসারের প্রভু, তিনি সমস্ত আনন্দের মূল, তাঁহাকে যতদিন চিনিতে না পারি, ততদিন সংসারে থাকিয়া যোগ সাধন করা কঠিন। তাঁহারই কৃপাতে সব হয়। আমার বোধ হয়, সংসারে প্রকৃত উপাসনা ব্যতীত যে "আমি" "আমি" তাহাতে মানুষ কখনও সুখী হইতে পারে না; যখন একবার তাঁহাকে দেখে, তখনই নিশ্চিন্ত হয়; নতুবা পৃথিবীতে সুখ, ধর্ম্ম, কিছুই লাভ করিতে পারে না; কেবল কষ্ট, যন্ত্রণা, রোগ, জরা, শোক, দুঃখে জীবন পরিপূর্ণ হয়। যদি সুখী হইতে চাও, তবে সমস্ত তাঁর, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া সংসারে থাক। সেই সৃষ্টিকর্ত্তা, বিধাতা, একমাত্র প্রভু কোথায়? এইরূপ অন্বেষণ কর; তাঁহারই যোগ, ধ্যান, তপস্যা, ধর্ম্মকর্ম্মে নিযুক্ত থাক। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথায়? তিনি কোথায়? কোথায় তিনি? কেবল কথায় নয়, প্রাণের সহিত সরল মনে অন্বেষণ কর; যত দিন না, সেই সত্য দেবতার দর্শন পাও, ততদিন প্রাণ অস্থির থাকিবে, বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় অস্থির হইবে। যে তাঁহার জন্য ছট্‌ফট্ করে, তিনি তাঁহাকে দর্শন দেন। তখন আর অন্য বিষয়ে আসক্ত হওয়া অসম্ভব। এই অবস্থা হ'লে তবে সংসারে ধর্ম্মাচরণ হইতে পারে, না হ'লে কেবল ধর্ম্মকথা শুনে, পড়ে, বলে হয় না।"

জনক যা বলেছেন তাহা বাস্তবিক সার কথা। যত দিন পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ না করি, ততদিন ধর্ম্ম হয়ই না, কেবল ভাবের কথা, অনুমানের কথা। যদি যথার্থ ই তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা হয়, কেবল মুখে নয়, এই বলিলাম— এক বার দুই বার "হায়! হায়!" করিলাম, আবার আহার, পান ও নিদ্রায় সুখে কাটাইলাম, তাহা হইলে হয় না। বাস্তবিক যদি বিকারী রোগীর পিপাসার ন্যায় মনের ব্যাকুলতা হয়, "দাও জল দাও জল, এক বিন্দু দাও, আরও দাও" এই রকম ক'রে ডাক্‌তে পারি, শুধু "জল" এ কথায় তৃপ্ত না হই; রোগী কি কল্পনার জলে, কথার জলে, "জল" শব্দে শীতল হয়? কথাতে কি তৃষ্ণা দূর হয়? সত্য জল চাই, প্রত্যক্ষ চাই আবার আমার রসনায় তাহার যোগ হওয়া চাই; এইরূপ ব্যাকুল ভাবে যদি চাইতে পারি, তবেই পাব, নইলে ডাকা মাত্র সার। আমি ডাকি তাঁকে, চাই অন্য জিনিস, তাতে হবে কেন? দাও পরমেশ্বর! দাও আমাকে, আমি তোমায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাই আমায় দাও ; আর কিছুই কিছু নয়, বন্ধু বান্ধব আপনার কেহই নয় ; একাকী জন্মিয়াছি, একাকী রহিয়াছি, একাকী যাইব, তুমি আমার আমি তোমার। এত দিন মনে করতাম, আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, সব আছে, কিন্তু কৈ ? প্রাণের মর্ম্ম কথা অন্তরের গূঢ় বিষয়, হৃদয়ের ব্যাথা ত কেহই বুঝে না, কেউ না। বরং লোকে আরও আঘাত দেয়, ব্যাথার উপর ব্যথা যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা দেয়। এই অবস্থাতে তাঁকে ভিন্ন আমার ব্যাথার ব্যথী আর কোথায় পাই ?

আমার প্রভু, আমার প্রভু দীনবন্ধু দয়াল হরি, যা ব'লে ডাকি, তিনি তখন "এই যে আমি সন্তান ! এই যে, বল কি, ডাক্‌ছ কেন ?" বলিয়া উপস্থিত হন। যত ব্যাকুল হ'য়ে, যতই অসহায় হ'য়ে তাঁকে ডাক্‌তে পার্‌ব, ততই তিনি সম্মুখে স্পষ্ট দেখা দিবেন। তখন আমার সর্ব্বস্বধন হৃদয় রতনকে নিকটে—প্রাণের মধ্যে, অপূর্ব্ব ভাবে প্রকাশিত দেখিয়া ধন্য হই। এই যে, এই যে, এই যে, এই সম্মুখে, আমার প্রাণের ভিতর, অপূর্ব্ব ! সত্য সত্য সত্য !! দেখেছি, ধরেছি আর ফাঁকি দিয়া ছাড়বার যো নাই ; সত্য—যথার্থ। ছেলেরা যেমন বলে, "এ ভাই খেলাবার নয়, সত্যিকার জিনিস" তেমনি বাস্তবিক। আগে ভাবতাম ধর্ম্ম—পুস্তকের লেখা, এখন দেখি সত্য কথা। একবার এই সত্যের রেখামাত্র ধর্ত্তে পার্‌লে হয় ; আর কিছুতে সংসারে সুখী ও ধর্ম্মপরায়ণ হইবার উপায় নাই। হাজার ভজন-সাধন করি, হাজার বলি, হাজার উপদেশ দেই, প্রার্থনা করি, উপাসনা করি, অন্তরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে কিন্তু অন্য একটি দেবতার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিবই করিব। এইরূপে যতক্ষণ পরমেশ্বরকে লাভ করিতে না পারি, ততক্ষণ অন্যবস্তুর আসক্তি ঘুচিবে না। এই জন্য তাঁকে লাভ করিবার ইচ্ছা হয় কি না, ভাল করিয়া দেখা উচিত। একটু কিছু ধর্ম্ম লাভ করিলাম, দুটা কথা বল্‌তে শিখিলাম, তাতে কিছু হবে না।

সংসার এই জন্যই আমাদের পক্ষে ক্লেশের কারণ হয়। এই ধন-জনে পূর্ণ হইয়া কত আমোদ করিতেছি, আবার তাদের বিচ্ছেদে শোক, যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। এই সুখ, এই দুঃখ, এই সুস্থতা, এই রোগ, আজি শান্তি, কালি ঘোর অশান্তি, এইরূপে সংসারে কেবল কষ্টেই দিন কাটাইতে হয়। আর তাঁকে লাভ কর্‌তে পার্‌লে, সত্য বলিয়া বুঝ্‌তে পার্‌লে, এ সংসারই আমাদের ধর্ম্মক্ষেত্র হয়। জনকের মত প্রত্যেকেই আমরা সংসারী হইয়া যোগ সাধন করিতে পারি। ধর্ম্ম—আমরা পোষাকি কথা মনে করি, এ ভাবে হয় না। সময়ে সময়ে ধর্ম্মকথা কহিলাম, ধর্ম্মের পোষাক পরিলাম, আবার পরক্ষণেই যে অধার্ম্মিক সেই অধার্ম্মিক, যে সাংসারিক সেই সাংসারিক, তাহা হইলে হইবে না। যেমন শোণিত আমার সর্ব্ব-শরীরে বহিতেছে, তেম্‌নি ধর্ম্ম যদি সমস্ত হৃদয়কে—আমাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার না করে, তাহা হইলে শুধু পোষাকি-ভাবে অন্বেষণ ক'রে কি শান্তি পাওয়া যায়? লোককে দেখাবার জন্য লোকের নিকট সাধু ভক্ত বলিয়া প্রশংসা লইবার জন্য কি ধর্ম্ম হয়? এইরূপেই কপটতা আসে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণের মধ্যে, অন্ধকারে ব'সে, যদি চিন্তা ক'রে দেখি, আমার প্রার্থনা—কবি-কল্পনা, না, সত্য ? চাই কি ? কি অন্বেষণ করি ? এই মুহূর্ত্তেই যদি মৃত্যু সম্মুখে উপস্থিত হয়, তবে কি বলি, "সংসারের কোন বস্তু চাই না ঈশ্বরকেই চাই" এই কথা বলিতে পারি কি ? তা যদি পারি, তবে নিশ্চয়ই রাজর্ষি জনকের মত, প্রত্যেকেই তাঁকে লাভ করিতে পারি। বাস্তবিক্ অনেক সময় লজ্জা বোধ হয়। আমি চাই টাকা, মান সম্ভ্রম, যশ প্রভৃতি, আর মুখে বলি "ধর্ম্ম, ধর্ম্ম, ধর্ম্ম," লজ্জা বোধ হয়, ঘৃণা বোধ হয় ! ধর্ম্মের নামে, লোকের নিন্দা, ঘৃণা ও অবিশ্বাস আনিতেছি। আমাকে দেখিয়া লোকে বলে ধর্ম্মেতে কিছু নাই, পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলে, কিন্তু আপনার জীবনকে পরিবর্ত্তন করে না। আপনার ষোলআনা বজায় রেখে ধর্ম্ম কর্ত্তে চাই এইরূপে আমার কাজে কেবল ধর্ম্মের উপর কলঙ্ক আস্‌ছে।—নাস্তিকেরা গর্জ্জন ক'রে বল্‌ছে "দেখাও তোমাদের ও আমাদের জীবনে কি প্রভেদ ? আমরাই বা কি জীবন কাটাই, তোমরাই বা কি জীবন কাটাও ? কেবল বৃথা উচ্চৈঃস্বরে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিতেছ।" বাস্তবিক বরং নাস্তিক হব সেও ভাল, তবু মিথ্যা "ধর্ম্ম ধর্ম্ম" কর্‌ব না। আপনার নামে নরকে ডুবে যাই সেও ভাল, কিন্তু আমার কথায় ধর্ম্মে কলঙ্ক আস্‌বে, আমার জীবন দেখে লোকে ধর্ম্মে অবিশ্বাস হবে, এ অপেক্ষা অপরাধ আর কিছুই নাই। তাই বলি বড় কঠিন, সংসারে ধার্ম্মিক হওয়া, ধর্ম্ম করা, বড় কঠিন—বড় কঠিন—বড় কঠিন। একটু যশ বা প্রতিপত্তির ইচ্ছা, একটু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিশ্বাস, একটু প্রকাশের ভাব যদি থাকে, তবে হ'ল না—কিছু হবে না, বরং ভয়ানক ফল ফল্‌বে। তার চেয়ে ডুবে মরা সেও ভাল, তথাপি এরকম ক'রে ধর্ম্মের অনিষ্ট কর্‌ব না। "পরমেশ্বর সত্য" এ কথা প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক ভাবে, শরীরে মনে সর্ব্বাঙ্গে সমস্ত জীবনে বল্‌বে; নইলে হস্ত পদ, জিহ্বা, নীরব হউক, যেন পরমেশ্বরের নাম বৃথা উচ্চারণ না করি। যে নামে পাতকী উদ্ধার হয়, সেই নাম যেন সত্য-ভাবে উচ্চারণ করিতে পারি। রসনা যেন এইরূপ সত্য-ভাবে তাঁহাকে ডাকিতে পারে, এই প্রাণের কামনা।

ঢাকা—পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রহ্মমন্দির।

সপ্ত-পঞ্চাশত্তম-মাঘোৎসবের উদ্বোধন।

বুধবার ৭ই মাঘ—১২৯৩ সন।

উদ্বোধন।

অতি পূর্ব্বকালে, পূজার পূর্ব্বে, বোধনের অনুষ্ঠান হইত। তখনকার যে সকল বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, তাঁহারা যখন বিশেষ-রূপে অথবা কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে পূজায় প্রবৃত্ত হইতেন, সর্ব্বদাই পূজার পূর্ব্বে সকলে একত্রে মহাশক্তি—মহাবিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইয়া বোধন করিতেন। এক মহাশক্তি, সমস্ত চরাচরের স্রষ্টা, সকলের কর্ত্তা, সকলের কারণ, সকলের প্রাণ, জীবন, আশ্রয়। তিনি সর্ব্বত্রই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছেন কিন্তু তাঁহার প্রকাশ কোথায় ? কল্পনা নয়, সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ-আবির্ভাব কোথায় ? যাঁহার শাসনে ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে সেই এক অদ্বিতীয় পুরুষ, তাঁহার বোধন না হইলে, প্রত্যক্ষ না হইলে, তাঁহারা পূজা করিতেন না। শস্যে, বৃক্ষে, লতায় সকল পদার্থে অগ্নি আছে সত্য, কিন্তু প্রকাশ না হইলে, ঐ অগ্নির বোধন না হইলে, তাহার দ্বারা কোন কার্য্যই সাধিত হয় না। সর্ব্বত্র বায়ুতে জল আছে, কিন্তু ঐ জলের বোধন না হইলে, শুধু বায়ুস্থিত জলে কোন কাজ হয় না। মৃত্তিকাতে রস আছে, কিন্তু ঐ রসের প্রকাশ না হইলে বৃক্ষ লতাদি কিছুই হয় না। এইরূপে সকল স্থানেই সর্ব্বভূতে প্রাণরূপে, জীবন রূপে একমাত্র স্রষ্টা, পাতা, বিধাতা, পরব্রহ্ম রহিয়াছেন। তিনি আদিশক্তি পরাশক্তি কোথায় না বিরাজ করিতেছেন ? কিন্তু তাঁহার বোধন কোথায় ? এখানে আছেন বলিলে হয় না, বোধন চাই। এই জন্য তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া সমস্বরে বোধন করিতেন। যতক্ষণ প্রকাশিত না দেখিতেন, বাণী শ্রবণ না করিতেন, ইষ্টদেবতা আসিয়াছেন প্রত্যক্ষ না করিতেন, ততক্ষণ পূজা করিতেন না। এই বোধন, সে সময়ে একটি বিশেষ কার্য্য ছিল। প্রতিগৃহে প্রতিদিন কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে এই বোধন করা হইত। এখন কেবল দুর্গা পূজার পূর্ব্বে ইহার কথা শুনা যায়।

আমরা যাঁহার পূজা করিতে আসিয়াছি, সেই মহাশক্তি বাস্তবিক চরাচরে—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান আছেন। সত্যই এখানে জলে, স্থলে, অগ্নি-বায়ু-চরাচরে সর্ব্বস্থানে, আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রসনায়, অস্থিতে, মাংসে, শোণিতে, আমার চারিদিকে ভিতর বাহির পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু বোধন কৈ? শোনা কথা, পাঠ করা কথা, একটা সংস্কারমাত্র বল্‌ছি। বোধন—সত্য বোধ করা। পরিষ্কার রূপে তাঁহার ভাব, জ্ঞান, হৃদয়ঙ্গম না হইলে পূজা হয় না। যে পূজাদ্বারা পাপ তাপ দূর হয়, হৃদয় পবিত্র হয়, পৃথিবী স্বর্গ হয়, মানুষ দেবতা হয়, সে পূজা বোধন না হইলে হয় না। বাহিরের আয়োজন করি, নানা উপকরণ সংগ্রহ করি, প্রকৃত পূজা তাহাতে হয় না। সকলে যদি এক প্রাণে একভাবে তাঁকে চাই, তবেই হয়। প্রকাশ না হইলে পূজা হবে না, পরোক্ষ ভাবে পূজা হবে না। যদি বাস্তবিক আমাদের প্রয়োজন হয়, চাই যদি, কেবল প্রণালী না হয়, বর্ষে বর্ষে উৎসবের উদ্বোধন করিয়া থাকি অতএব করি—এরূপ যদি না হয়, তাহা হইলে বোধন—সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ, উপাস্য ইষ্টদেবতাকে সম্মুখে দেখিতে পাব। চারিদিকে শরীরে—অস্থি মাংসের মধ্যে, সেই মহাশক্তি প্রাণ-রূপে বিরাজ করিতেছেন; তিনি অন্ধ-শক্তি নন, পুরুষ—ব্যক্তি; তিনি সত্য, তাঁকে আস্বাদন করা যায়—হৃদয়ে ধরা যায়; তিনি আনন্দ স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ; তিনি জ্ঞান, তিনিই জ্ঞানী; সমস্ত জগতের কর্ত্তা বিধাতা, সমস্ত শক্তিকে স্বয়ং পরিচালন করিতে-ছেন; এমন পুরুষ, এমন প্রকৃতি, ব্যক্তি, তাঁকে বোধন করি। আজ বিশেষভাবে তাঁকে লাভ করিবার জন্য, সম্ভোগ করিবার জন্য, প্রাণে গভীর আকাঙ্ক্ষা হওয়া চাই, না হ'লে হইবে না। যথার্থ যদি আকাঙ্ক্ষা হয়, তবে তাহা পূর্ণ হইবে, হইবেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে। অতএব অতি সাবধানে এই পবিত্র কার্য্যে আজ আমরা প্রবৃত্ত হই। সকলের হৃদয়ে এই এক আশা, এক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হউক। ইহা লইয়া অদ্যকার উদ্বোধনে আমরা প্রবৃত্ত হই।

উপদেশ।

নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে—তিনি দুর্গাপূজা করিতেন; তাহাতে অনেক আয়োজন—ঘটা ও উপকরণ দ্বারা তাঁহার সমস্ত ক্ষমতার সহিত পূজা করিতেন। বৎসর বৎসর এরূপ করেন, এক দিন গৃহের বারাণ্ডায় বসিয়া দেখিলেন, সম্মুখে একটি পুষ্করিণীতে, কয়েকটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক, স্বুবর্ণ কলসে জল লইতে আসিয়াছেন। রাজা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিলেন যে, তাঁহারা কৈলাসে দুর্গার সহচরী, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যে, প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা করি, মা তাতে সন্তুষ্ট হন তো?" দুই একদিন পরে তাঁহারা আবার আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তাঁহারা বলিলেন, .মাকে আপনার কথা বলাতে তিনি বলিলেন, "কৈ; রাজা আমার পূজা করেন এমন তো মনে পড়ে না। কিন্তু ঐ দেশে একটি দুঃখী ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি আমার পূজা করেন বটে, আমি সেখানে যাই।" রাজা একথা শুনিয়া বড় ক্ষুব্ধ হইলেন, প্রাণ বড় ব্যাকুল হইল। পূজাতে সন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, আমি যে পূজা করি, মা তা জানেনও না!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ ব্রাহ্মণের নাম, ধাম, জানিয়া লইলেন, পূজার সময় ছদ্মবেশে তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। দেখেন যে, কোন আয়োজন নাই, সামান্য ফুল, ফল, আর মোটা চা'ল, থোড় কলার তরকারি। কিন্তু মা, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গলা জড়িয়ে ধ'রে বল্‌ছেন, "তুমিও খাও, আমিও খাই।" রাজা পরম সন্তুষ্ট হ'য়ে, ব্রাহ্মণের পূজার সমস্ত দিতে স্বীকার করিলেন।

এই গল্পটির মধ্যে এমন আশ্চর্য্য উপদেশ ও গভীর ভাব রহিয়াছে যে, চমৎকৃত হইতে হয়। অনেক সময় বাহিরের বা ভিতরের নানা প্রকার আয়োজন করিয়া মনে করি, তিনি সন্তুষ্ট হইবেন, কল্পনাতে দেখি, তিনি পূজা গ্রহণ করিতেছেন। অনেক সময় এইরূপ আত্ম-প্রতারিত হই। বাল্যকালে, ফুল, চন্দনাদি আয়োজন করিতাম, এখনও মনে করি, ভক্তি প্রেম আয়োজন ক'রে, বাহিরের বা ভিতরের উপকরণ দ্বারা তাঁকে পূজা করিলাম, তিনিও গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এ কেবল মনের ভাব মাত্র, তলিয়ে দেখা উচিত যে, পরমেশ্বরের পূজা কর্‌ছি কি সংসারের সুখ, ঐশ্বর্য্য, যশ, মান, আপনার নিজের পূজা কর্‌ছি? বর্ষে বর্ষে উৎসব করি, আনন্দ করি, কিন্তু সব বাহিরে বাহিরে গভীর-ভাবে হয় না। একটি ভাব এসে আবার চ'লে গেল, এরূপ হওয়া তো উচিত নয়। বৃক্ষের একটি শাখা বাহির হইলে আর ভিতরে প্রবেশ করে না; সেইরূপ সত্য-ভাব যা, তা কখনও নষ্ট হয় না, তার যেটুকু প্রাণে লাভ করি, সেটুকু থাকে, ভোগ করা যায়।

এই উদ্দেশ্যে পুরাকালে ঋষিরা বোধন করিতেন; বাহিরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন আয়োজনের প্রথা ছিল না। গৃহে দৈনিক পূজা বা অন্য বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে ইষ্টদেবতাকে প্রত্যক্ষ না করিলে, তাঁহার আবির্ভাব না হইলে, পূজা হইত না। বাইবেল, কোরাণ, সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই প্রমাণ আছে যে, উপাস্যদেবতা প্রত্যক্ষ হইয়া পূজা গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ যে পরমেশ্বরকে পূজা করিবার জন্য, সকল দেশে সকল জাতিতে অনাদিকাল হইতে, মন্দিরে, গির্জায়, মস্‌জিদে, বৃক্ষ বা শিলাতলে, সর্ব্বত্র আয়োজন হইয়া থাকে, তাঁহার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা—যে ব্যাকুলতা, এ ভাব কখনও সামান্য, বৃথা, কল্পনামাত্র হইতে পারে না। যিনি ক্ষুধা দিয়াছেন অন্নেরও সংস্থান ক'রেছেন, আমি জন্মিবার পূর্ব্বে মা'র স্তনে দুগ্ধ ও নানাপ্রকার অন্ন, ফল মূলাদি সৃষ্টি ক'রেছেন, যিনি পিপাসা দিয়ে জল সৃষ্টি ক'রেছেন, রোগ ও তাহার ঔষধ ব্যবস্থা ক'রেছেন, তাঁহার জন্য এই যে ব্যাকুলতা, ইহার কোন ব্যবস্থা যে করেন নাই, এ অসম্ভব কথা! কি টান! তাঁর জন্য প্রাণ কেন চায়? কে যেন তিনি! আমার হারানিধি—অনেক দিন ছেলেটি ম'রে গেছে, যেন তারই সংবাদ, প্রাণ যেন ছাঁৎ ক'রে উঠে। তাঁর নাম শুন্‌লাম, অমনি হৃদয় ভেদ ক'রে উঠ্‌লো; "পরমেশ্বর" এই কথাটি প্রাণ ভেদ ক'রে যায়। এ নামে কি মন্ত্র তন্ত্র আছে জানি না; কিন্তু যাই হউক না কেন, একবার "হরি, রাম, দুর্গা, কালী, খোদা, আল্লা," যা বলুক, আমার প্রভুকে যদি ডাকে, অমনি আমার প্রাণ কেড়ে নেয়। তাঁকে যা বল—জল বল, সূর্য্য বল, যা বল, এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মাণ্ডকে, আমাকে যিনি সৃষ্টি ক'রেছেন তাঁকে চাই। প্রাণ কান্দে তাঁর জন্য। কি বস্তু তিনি, সে কি বস্তু? সমস্ত সংসারে খুঁজে পাইনা; বলি, গাছে জলে আকাশে, সর্ব্বত্র আছেন; কিন্তু প্রাণে বড় আবেগ, উন্মাদের মতন জলে ডুব দিয়ে খুঁজি, পাতা ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলি, দা নিয়ে গাছ কাটি, বাতাসে লাফ দিয়ে ধর্‌তে চাই, পাহাড়ের উচ্চ শিখরে উঠে দেখি—কোথায় কোথায়? প্রাণে, শরীরে হাতে, পায়ে, মুখে সর্ব্বত্র খুঁজি কোথায়, কোথায়? কে বল্‌তে পারে তাঁর খবর? কারও সাধ্য নাই।

এইরূপ যখন প্রাণ চায় দেখি, তখন অবশ্যই ইহার ব্যবস্থা আছে। যিনি ক্ষুধা দিয়ে অন্নের সৃষ্টি ক'রেছেন, পিপাসা দিয়ে জলের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, মানুষের প্রাণে এমন ব্যাকুলতা দিয়ে তিনি কখনই ছেড়ে দিতে পারেন না। তা হ'লে লোকে, নিন্দা, লজ্জা, ঘৃণা সত্ত্বেও ঘোর পাগল হ'য়ে যেত। এ আকুলতা লোকে বর্ণনা কর্‌তে পারে না। এমন অবস্থা যিনি দিয়াছেন, তিনিই ক্ষুধা তৃষ্ণায় শস্য ফল, জল, স্তনে দুগ্ধ দিয়াছেন; তিনি এর উপায়ও দিয়াছেন। স্তনের দুগ্ধ যদি কোন তীর্থে থাকৃত কোন পর্ব্বতে, কোন পুস্তকে বা কোন লোকের কাছে থাকৃত, তা হ'লে আমি বাঁচ্‌তাম না; তিনি তা করেন নাই। যাঁর গর্ভে আমার জন্ম, যে রক্তে আমার শরীর, তিনি সেই মায়ের রক্ত, দুধ ক'রে মায়েরই স্তনে রেখেছেন। আমার শরীরে শরীরে রক্ত চল্‌ছে, জল বাতাস প্রভৃতির সঙ্গে আমার কতই নিকট সম্বন্ধ! এ যিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেছেন, তিনি কখনই আমার ব্যাকুল প্রাণকে একাকী বিনষ্ট হ'তে দেবেন না। গরুরা ঘাস খায়, সেই ঘাসকে যিনি দুধ ক'রে দেন,—এমন কোন ডাক্তারে পারে? ঘাসকে দুধ কর্‌তে কে পারে?—এমন যে আমার প্রভু, এমন যাঁর কার্য্য, তিনি অবশ্যই এ ব্যাকুলতার উপায় ক'রেছেন। কখনও দূরে নাই। কোন গ্রহে, সূর্য্যে বা নক্ষত্রে, কোন পর্ব্বতে, কোন তীর্থে বা কোন মানুষে, কোথাও রাখেন নাই—অতি নিকটে—অতি নিকটে—খুব্‌ কাছে—আমার নিজের প্রাণের মধ্যে সেই ধন রাখিয়াছেন; তিনি স্বয়ং রহিয়াছেন। সত্য-ক্ষুধা হউক, সত্য-পিপাসা হউক—অমনি পাব। পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলি, বুকে হাত দিয়ে সকলেই আপনাকে প্রশ্ন কর দেখি, আমিও করি, তোমরাও কর—চাই কি? তাঁকে কি চাই? বাস্তবিক যদি চাই, তবে পাই—যখনই চাই তখনই পাই, যা চাই তা দেন। যেমন ক'রে চাই, তেম্‌নি ক'রে পাই। পাব না কেন? আমাকে পাগল ক'রে রাখ্‌তে তিনি পারেন না, আমার যে আর অন্য উপায় নাই। কিন্তু আমি চাই না, গভীর-ভাবে আত্মপরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই যে, আমি তাঁহাকে চাই না, তাই পাই না। অন্ধকারে একাকী যদি প্রশ্ন করি "হে মন! কি চাও বল, তুমি চাও কি, সত্য ক'রে বল; খবরদার্‌! অনেকবার ঠকিয়েছ, বল কি চাও? ঠিক্‌ কথা বল, ঠিক্‌ কথা বল; এখনও খুলে বল, নিশ্চিন্ত হই। মুখে পরমেশ্বর পরমেশ্বর, প্রাণে অন্য বস্তু চাও ; কত দিন আর আমাকে ঠকাবে?" এইরূপে গভীর-ভাবে যদি পরীক্ষা করি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে বুঝিতে পারি, কিন্তু আপনার তত্ত্ব লই না। যথার্থই যদি তাঁকে চাই, তবে পাই। খুঁজিতে খুঁজিতে, হাহাকার কর্‌তে কর্‌তে দেখি, পেছনে পেছনে কে ফেরে! কে তুমি, তুমি কে আমার পেছনে? একবার ছুবার দেখ্‌তে দেখ্‌তে, চিনে ফেলি—"পরিপূর্ণমানন্দং—পরিপূর্ণমানন্দং"; সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পুরে গেল, তাঁর ভাষা নাই—শব্দ নাই; মনে হয় কত কি বল্‌বো, তাঁর কথা কত কি প্রকাশ কর্‌বো, কিন্তু তখন নির্ব্বোধের মত, অজ্ঞানের মত, হ'য়ে যাই। তাঁহার উপমা নাই, দৃষ্টান্ত নাই, তুলনা নাই, বোবার স্বপ্ন দেখার মতন।

সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ না হ'লে হয় না, বোধন না হ'লে পূজা হয় না। একবার পরীক্ষা কর্‌লে ধরা যায়, প্রাণ পাগল হ'য়ে যায়। বৃথা কথায় কি তুষ্ট হইতে পারি? তিনি ভাষা নন, কথা নন, কল্পনা নন, কত বল্‌বো, "সত্য"—"সত্য"—"সত্য"। এমন যে দেবতা, তার জন্য একবার যদি প্রাণ ব্যাকুল হয়, অম্‌নি নিকটে আসেন। বোধন যেই যথার্থ হয়, অমনি পূজার আরম্ভ। আমাদের আর অন্য উপায় নাই। যতক্ষণ ক্ষুদ্র বস্তুতে আসক্ত থাকি, ততক্ষণ মুগ্ধ—বেহুঁস-নেশাখোরের মত অজ্ঞান হ'য়ে থাকি; কি করি, তাই জানি না, মানুষই থাকি না। 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।' ক্ষুদ্র সংসারের বিষয়ে কখনই সুখী হইতে পারি না। যেই হুঁস হবে, অমনি মানুষ হব। তখন আমার তিনি—আমার তিনি; আর আমি তাঁকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বো না। কোন বস্তু আমার নয়, কোন বস্তু আমার নয়, আমার তিনি। প্রাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাগলপারা হবে—কোথায় হে প্রভু! কোথায় তুমি দেখা দাও, কোথায় গেলে ? একবার প্রাণের মধ্যে এস। তখন প্রাণের বোধন হয়, সজীব হই, তখন তাঁহাতে চেতনা পেয়ে, ইহলোক পরলোক এক ক'রে তাঁহাকে সম্ভোগ করিতে পারি ; এই পূজা—এই উৎসব। এই উৎসবে যেন তাঁর উপাসনা—পূজা ক'রে কৃতার্থ হইতে পারি, করুণাময় দীনবন্ধু এই আশীর্ব্বাদ করুন।

ঢাকা—পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রহ্মমন্দির।

উপদেশের সারাংশ।

মহাপ্রভু, যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন, সেই সময়ে তথাকার এক রাজা, তাঁহার যৌবনকাল ও রূপ-লাবণ্য দর্শন করিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, এ ব্যক্তি কখনও সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারে না, কেবল কপটতা করিতেছে। তিনি ইহা ভাবিয়া পরীক্ষার জন্য এক রূপবতী বেশ্যাকে, মহাপ্রভুর ধর্ম্ম বিনাসের জন্য প্রেরণ করেন। মহাপ্রভু যখন সমুদ্র তীরে, গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া, সেই সুন্দরতম পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া আছেন, এরূপ সময়ে ঐ বেশ্যা যাইয়া তাঁহার আসনে উপবেশন করিয়া তাঁহার গাত্রে হস্তার্পণ করিল। স্ত্রী-অঙ্গ স্পর্শ হওয়াতে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল, কিন্তু তখনও তিনি একবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চক্ষু মেলিতেছেন, আর বার চক্ষু বুজিতেছেন, কখনও দেখিতেছেন সেই সুন্দরতম-প্রিয়তমের নিকটেই আছি, কখনও ভাবিতেছেন, এ কোথায় আসিলাম? এরূপ করিতে করিতে নিকটে একটি স্ত্রীলোক রহিয়াছেন বুঝিতে পারিলেন। মনে করিলেন মাতা শচী, বুঝি আমায় দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আসিয়াছেন। তখন তিনি ঐ বেশ্যার চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে "মা, মা" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। ঐ বেশ্যার স্তন ধারণ করিয়া স্তনপান করিতে লাগিলেন। বেশ্যা, তাঁহার এই ভাব দর্শন করিয়া, তাঁহার সংস্পর্শে মোহিত হইয়া বলিলেন "আমি তোমার মা নহি, আমি অতি দুশ্চারিণী পাপীয়সী, তোমার ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছিলাম; যা'হউক আমাকে উদ্ধার কর, নচেৎ অন্য গতি নাই।" তখন মহাপ্রভু বলিলেন, "তোমার সর্ব্বস্ব দান করিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া এসো।" পরে তাহাকে দীক্ষিত করিলেন। কিয়ৎদিনের মধ্যেই সেই বেশ্যা পরম-ভক্ত হইয়া বিখ্যাত হইলেন।

বস্তুতঃ যতদিন সেই সুন্দরতমের দর্শন না হয়, ততদিন লোক প্রলোভনে পতিত হয়। একবার তাঁহাকে দেখিতে পাইলে, আর কি মন অন্য দিকে ফিরিতে পারে? তখন ইচ্ছা করিয়াও আর পাপে যাওয়া যায় না, লোক পাপ-বিষয়ে অক্ষম হইয়া পড়ে। তাঁহার সৌন্দর্য্য বর্ণনার কোন ভাষা নাই,—কোন উপমা নাই। এই যে ব্রহ্মাণ্ডের চন্দ্র তারা, ফুল ফল, এ সকল সুন্দর পদার্থ দেখিয়া আমরা ইহাদিগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশংসা করিয়া থাকি, ইহা মিথ্যা, অসারের অসার; সে সৌন্দর্য্যের কণামাত্রও ইহাতে প্রকাশ পায় না; সে স্বতন্ত্র অন্যবিধ পদার্থ; সেই পদার্থ সকলের প্রাণেই আছে, একটুকু আড়াল ভাঙ্গিলেই দেখা যায়।

ঢাকা—পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রহ্মমন্দির।

উদ্বোধনের সারাংশ।

জনশ্রুতি আছে যে, চাতক কখনও পার্থিব-জল পান করে না; সে উর্দ্ধমুখে ফটিক জলের আশায় আকাশের পানে তাকাইয়া থাকে। পিপাসায় প্রাণ গেলেও চাতক, পৃথিবীস্থ জলাশয় সমূহের জল পান করে না। ফটিক জল না হইলে সে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, তবু অন্য জলে সে তৃপ্ত হয় না। ইহা সত্য কি মিথ্যা জানি না। কিন্তু ইহা হইতে আমরা একটি চমৎকার আধ্যাত্মিক উপদেশ লাভ করিতে পারি। আমাদের আত্মার স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, উহাও চাতকের মত পৃথিবীর কোন সুখে চিরাসক্ত—চিরতৃপ্ত থাকিতে পারে না। আত্মা উর্দ্ধমুখে সেই পরমেশ্বরের প্রেম-ফটিক জলের জন্য লালায়িত। যতদিন তাহা প্রাপ্ত না হয়, ততদিন তাহার তৃপ্তি নাই। যদি আমরা এই পৃথিবীর সুখে—আসক্তিতে—বাসনা কামনায় তৃপ্ত হইয়া থাকি, তবে আমাদের আত্মার প্রকৃতিকে বিনাশ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফেলি, কিন্তু তাহা হইবার যো নাই! এই বাসনা কামনা লইয়া বহুদিন কাটাইতে পারি সত্য, কিন্তু চিরকাল থাকিতে পারি না, একদিন না একদিন ইহলোকেই হউক, আর পরলোকেই হউক, এ সকল অসার বলিয়া বোধ হইবেই হইবে; সারাৎসার পরাৎপর পরমেশ্বরের দিকে প্রাণ ছুটিবেই ছুটিবে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমরা যেন এ সময় হইতেই তাঁহার দিকে চলিতে পারি। আমরা এজন্য এখানে সমবেত হইয়াছি। আমি সংসারের কোন জল পান করিব না, আমি নিয়ত উর্দ্ধমুখে সেই চাতকের মত ফটিক-জলের আশায় যেন থাকিতে পারি। আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন সেই ফটিকজল পান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। তাঁহার কৃপাতে নির্ভর করিয়া আমরা তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত হই।

ঢাকা—পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রহ্মমন্দির।

উদ্বোধন।

ব্রহ্মোপাসনা জীবন্ত-স্রোত, সত্যব্যাপার। শিশু যতদিন মাতৃগর্ভে থাকে, সে মাতার শোণিতে প্রতিপালিত হয় সত্য, কিন্তু মাতৃমুখ দর্শন করিতে পারে না, মাতৃস্নেহ বুঝিতে পারে না, মাতৃস্তন্য পান করিতে পারে না; যখনই প্রসূত হয়, তখন মাকে দর্শন করে, মাতৃস্তন্য পান করে। সেই প্রকার আমরাও যতদিন মোহের গর্ভে বাস করি, ততদিন সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগজ্জননী-বিশ্বজননীর শক্তিতে সর্ব্বদা প্রতিপালিত হই সত্য, এক মুহূর্ত্তকাল সেই শক্তির বিরাম হইলে, আমাদের শরীর, আত্মা, কিছুই রক্ষা পায় না, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া যায়। তিনি সকলের প্রাণরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। এই অগ্নিতে তিনি, এই বায়ুতে তাঁহারই শক্তি প্রবাহিত হইতেছে; কিন্তু তাঁহাকে ধরিতে পারি না, তাঁহাকে দর্শন করিয়া স্নেহস্তন্য পান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি না; যখন মোহগর্ভ হইতে প্রসূত হই, তখনই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাঁহার স্নেহ বুঝিতে সক্ষম হই, তাঁহার স্তন্য পান করিয়া ধন্য হই। যতদিন এই অবস্থা না ঘটে, ততদিন যথার্থ উপাসনা হয় না। ততদিন আমরা কতকগুলি প্রণালী, কথা লইয়া অবস্থান করি। তাহাতে প্রাণের কোন পরিবর্ত্তন হয় না; সত্য-উপাসনা ভিন্ন প্রাণের পরিবর্ত্তন ঘটে না। আমরা সেই সত্য-উপাসনা করিতে এখানে আসিয়াছি, অত্যন্ত সাবধান হইয়া প্রাণকে পরীক্ষা করা আবশ্যক। "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো-বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।" দুষ্কর্ম্ম হইতে ক্ষান্ত না হইলে, প্রাণ অপবিত্র থাকিলে, কেবল জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। সত্য-উপাসনায় যেমন মানুষ কৃতার্থ হয়, আবার উপাসনা সত্য-ভাবে না হইলে, কেবল প্রণালী লইয়া থাকিলে, জীবনের পরিবর্ত্তন হয় না, ক্রমশঃ উপাসনায় অবিশ্বাস দাঁড়ায়; তাহাতে বিষম অনিষ্ট উৎপাদন করে। অতএব যাহার সত্য-উপাসনা না হয়, তাহার সেই প্রণালীবদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাসনার সাময়িক তৃপ্তিতে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে, সত্য-উপাসনার জন্য সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। আমরা সেই সত্য-উপাসনা করিতে এখানে আসিয়াছি। পরমেশ্বর জীবন্ত, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা, সত্য সত্য তিনি প্রত্যক্ষ, ইহা কল্পনা নয়, কথা নয়, যথার্থ কথা। "তিনি সাক্ষাৎ" এই বিশ্বাস করিয়া আমরা তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই।

ঢাকা—পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রহ্মমন্দির।

উপদেশ।

একবার একটি ভদ্রলোক, ঢাকার কাছারিতে, কতকগুলি লোক বিমর্ষভাবে বসিয়া আছে, দেখিতে পাইলেন। তাহারা ঢাকাতে কয়েদ অবস্থায় ছিল। সেই ভদ্রলোকটি তাহা-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথায় যাইবে?" তাহারা নানা স্থানের কথা বলিল, কেহ বলিল শ্রীহট্ট, কেহ বলিল চট্টগ্রাম, কেহ বলিল কাছাড় যাইব। তখন সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা বিমর্ষ-ভাবে আছ কেন? তোমরা কয়েদ হইতে মুক্ত হইয়াছ, এখন বাড়ীতে যাইয়া বন্ধু, বান্ধব, স্ত্রী পুত্র ইত্যাদির সহিত সাক্ষাৎ করিবে তাহাতে আনন্দ হইবারই বিষয়, তাহা না হইয়া এরূপ বিমর্ষ কেন?" তাহাতে তাহারা বলিল, "মহাশয়! আমরা এতদিন যেখানে ছিলাম, সেই স্থানই ভাল ছিল; এখন আমাদিগকে কেহ চিনে না, কোথায় বা আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়ী, রাস্তা ঘাটও চিনি না, এখন কোথায় যাই, কেবা আমাদিগকে চিনিবে, কোথায় বা আমাদের আত্মীয় বন্ধু কিছুই জানিনা, কেই বা আমাদিগকে খেতে দেয়, এখন কি করি ?"

এইরূপ, আমরাও একপ্রকার কয়েদী ; যাহারা কারাগারে থাকে, তাহারা যেমন মুক্ত হইয়া বাটী যাইতে আনন্দিত না হইয়া বিমর্ষ হয়, সেইরূপ আমাদেরও মৃত্যু সময়—আমরা পরলোকে যাইব, এই বলিয়া আমরা আনন্দিত না হইয়া বরং কত ক্রন্দন করি ! আমরা মা'র নিকটে যাইব, আমাদের কত বন্ধু, কত বান্ধব, সেখানে আছেন, তাঁহাদের নিকট যাইতে আমাদের কত আনন্দ হইবে, কিন্তু দেখি, সেই অপরিচিত কয়েদীর মত, কোথায় যাব কোথায় থাকিব এই ভাবনা করিয়াই বিমর্ষ। তাই বলি, বন্ধুগণ ! মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী, নাম কর, আর অপরিচিত থাকিও না, এখন হইতেই সতর্ক হও। বন্ধুগণ ! বারবার বলি, দেখ নিজের নিজের জন্য কি সঞ্চয় করিয়াছ ? মৃত্যু সময় নিকট, তখন হয় ত সময় নাও থাকিতে পারে, এখন হইতেই নাম করিতে আরম্ভ কর, মা'র সঙ্গে পরিচিত হও, পরলোক প্রত্যক্ষবৎ হইবে। এই আমার মা, এই আমি দেখিতেছি, এইরূপ করিতে হইবে। এখন হইতেই নাম কর আর বিলম্ব করিও না। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন ॥" এই কথা আমরা সকলে উচ্চারণ করিব।

"আমাদের মা আছেন" শুধু এই কথা বলিলে কি হইবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার মাকে কি আমি দেখিয়াছি? এইটি আমাদের অনুভব করিতে হইবে। মা, আমার মা, কি মধুর নাম! ইহা কি কথার কথা? আমার মা, পড়ান কথা নয়, সাক্ষাৎ মা—প্রত্যক্ষ মা!! তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হওয়া চাই; আমার মাকে আমি যদি চিনিতে পারি, তাহা হইলে কি আমি তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারি? আমার মা প্রত্যক্ষ। বাস্তবিক যদি তাঁহাকে একপ্রাণে চাওয়া যায়, তাহা হইলে তিনি থাকিতে পারেন না। যাঁর দয়া ব্যতীত আমি এক-মুহূর্ত্ত বাঁচিনা, তাঁহাকে ডাকিলে কি তিনি না আসিয়া পারেন? আমরা মনের সহিত ডাকিলেই তিনি বলেন, "বাছা! এই আমি!" আমরা মাকে যদি চিনি, তাহা হইলে একটুকু না দেখলেই বলি, মা! কোথায় গেলে গো! আমার এই চাঁদকে না দেখিয়া কি আমি থাকিতে পারি? আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন মায়ের কোলে বসিয়া দুধ খেতাম, আর মায়ের চোখের পানে চোখ দিয়ে তাকাইয়া থাকিতাম। সেইরূপ আমার এই গর্ভধারিণীর কোলে বসিয়া স্তন্য পান করিব এবং তাঁহার চক্ষে আমার চক্ষে মিশাইয়া আমি সুখী হইব। আমি পড়ান মা চাই না, আমি নিঃসংশয়ে বলিব "এই আমার মা আছেন," এই কথা, পড়ান কথা বলিব না, শোনা কথা বলিব না, প্রত্যক্ষ করিব, মা'র নিকট থাকিব, আমার ভয় থাকিবে না। যদি কেহ কারাগারেও দেয়, তখন ছুটে গিয়ে বলিব "মাগো! আমি এসেছি গো।" অমনি মা, ছুটে দৌড়িয়ে এসে নেবেন। আমি বুড়োর মত নিরুৎসাহে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিব? আমি বুড়োর মত নিরুৎসাহে থাকিতে পারি না। আমি কারাগারে থাকিয়া রোদন করিব!—তাহা আমি পারিব না! আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমি দৌড়িয়ে গিয়ে বল্‌বো, "কোথায় গো মা পতিত পাবনি! আমি সংসার হইতে এলেম গো! আমি কারাগার হইতে এলেম। মাগো! কোলে কর।" মা'র কাছে কারাগারের কথা বলিব। মার কাছে কারাগারের কথা বলিতে ভয় কি? আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, মাকে যেন চিনিতে পারি, যেন কারাগার হইতে এই কথা বলিতে পারি, মাগো! এসেছি। যদি মাকে চিনিতে পারি, তবে গুটিপোকার মত গুটি কেটে মা'র নিকটে যাইব। আমার বড় ভয় হইতেছে, আমি অতি জঘন্য, অতি অপবিত্র, এইটি বাস্তবিকই বলিতেছি। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন আমার মা'র নিকট নাচিতে নাচিতে যাইতে পারি। আমার মা আনন্দময়ী তাঁহাকে দেখে প্রাণ জুড়াব।

ঢাকা—পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রহ্মমন্দির

উদ্বোধনের সারাংশ।

গোলাপফুল, পদ্মফুল, কেমন সুন্দর—কেমন মনোরম! কিন্তু ফুলের গাছগুলি, কুৎসিৎ কণ্টকাকীর্ণ; পদ্মের গাছ, আবার কর্দ্দমের মধ্যে জন্মিয়া থাকে! যিনি ঐ সুন্দর সুন্দর পুষ্পগুলিই কেবল দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু উহার গাছ কখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন করেন নাই, তাঁহাকে যদি বলা যায়, "এই গোলাপ, এই পদ্মের গাছ।" তিনি বলিবেন "এমন কণ্টকাকীর্ণ কুৎসিত বৃক্ষে অমন সুন্দর, কোমল, সুগন্ধি ফুল কি জন্মিতে পারে!" যিনি নিত্য সুন্দর—যাঁহার সৌন্দর্য্যের কণিকার কণিকাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সুন্দর হইয়া রহিয়াছে, সেই পরমসুন্দর দেবতাই এই কুৎসিত কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষে বিদ্যমান থাকিয়া, অমন সুন্দর সুন্দর ফুল প্রস্তুত করিতেছেন। সেইরূপ পৃথিবীর লোক, যখন পাপীগণের কুৎসিৎ জীবন দর্শন করেন, তখন তাঁহারাও বলেন, "এই কুৎসিৎ অপবিত্র জীবন আবার সাধু হইয়া যাইবে!" না, তাহাই ঘটিয়া থাকে। যে সুন্দর দেবতা, কুৎসিৎ বৃক্ষে থাকিয়া তাহা হইতে এমন সুন্দর ফুল বিকসিত করেন, সেই সুন্দর দেবতাই পাপীর পূতিগন্ধময় কুৎসিৎ প্রাণের মধ্যে বাস করিয়া সেই প্রাণকে সুন্দর করিয়া দেন। পাপীর আর ভয় নাই—তাহার মলিন প্রাণ একদিন না একদিন সুন্দর হইবেই হইবে। আমরা সেই পতিত-পাবন, দীননাথ দীনবন্ধুর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার পূজাতে প্রবৃত্ত হই।

—সম্পূর্ণ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
প্রকাশকের নিবেদন	১৫	নিত্যপাঠ্য	নিত্যপাঠ
৪১	১৭	মানবত্মার	মানবাত্মার
৪২	৯	থাকি	থাকে
৪৬	৫	লোভাদি	লোভাদির
৫৩	২০	কিন্তু জ্ঞাত	কিন্তু যখন জ্ঞাত
৬৪	১৭	করিতেন	করিতেছেন
৬৫	১৬	তথক্ষণাৎ	তৎক্ষণাৎ
৭২	৮	কামনা	কামনার
৮০	২৩	এধর্ম্মসম্প্রদায়েও	এধর্ম্মসম্প্রদায়ে ওধর্ম্মসম্প্রদায়ে
৮৩	শেষ	যে, যে	যে,
১২৯	৬	যে সত্য	যে, যে সত্য
১৬৮	৯	একটি	এইটি
১৭৯	২০	লোকে	লোকের
১৮৪	৭	বাহিরের	গভীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi